বাতাসে বিষ

বিজ্ঞানভিত্তিক রহস্য উপন্যাস

কপিল চৌধুরী

সাহিত্য প্রকাশ
৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা - ৯

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৭১

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র, ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : রবীন দত্ত

মুদ্রাকর : জগৎরঞ্জন মজুমদার, আকরিকা

৭, বিশ্বনাথ মতিলাল লেন, কলিকাতা-১২

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাভাজনেষু ।

বাঙলা সাহিত্যে বিজ্ঞানভিত্তিক রহস্য উপন্যাস খুব কমই লেখা হয়েছে। সেই দিক থেকে এই উপন্যাসখানির বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য অসাধারণ। খুন করার পদ্ধতি থেকে খুনী ধরা পর্যন্ত সবই বিস্ময়কব। 'বাতাসে বিষ' বাঙলা রহস্য সাহিত্যে এক নতুন সন্ধান দেবে বলে বিশ্বাস।

॥ এক ॥

ডক্টর ডিস্যুজা ফিবোজের ল্যাবোরেটরিতে পা দিয়েই বেশ অবাক হলেন। কিসের একটা অজানা আতঙ্কে যেন ওঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। সমস্ত ল্যাবোরেটরিটা যেন কেমন নিশ্চুপ নিস্তব্ধ। সবথেকে অবাক লাগছে ফিরোজের বসার ধরনটা। দরজার দিকে পেছন ফিরে বসে রয়েছে ফিরোজ শা। ওর মাথাটা একসপেরিমেণ্টাল হুডের মধ্যে ঢোকান। কেমিক্যালগুলোর ওপর নজর রাখবাব জন্য কাঁচের সেফটি জানলাই ত রয়েছে। সেই জানলা সরিয়ে কেমিক্যালের বিষাক্ত ধোঁয়াগুলো গেলে না কি কেউ।

ডক্টর ডিস্যুজা তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন ফিরোজের কাছে। ওর গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন দেহটা কেমন যেন শক্ত শক্ত ঠেকছে। মাথাটা সামনের দিকে ফেবাতে ফিরোজের মুখটা পুরোপুরি দেখতে পেলেন। মাথার বড় বড় চুলগুলো এলোমেলো ছড়িয়ে রয়েছে, চোখ দুটো আধবোজা।

খুব ভয় পেলেন ডিস্যুজা। ফিরোজের দিকে আর তাকাতে পারলেন না বেশ কিছুক্ষণ। সব যেন কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। কি যেন একটা করতে এসেছিলেন। ও হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। ফিরোজের কাছ থেকে সামান্য পরিমাণ টেন্থ মোলার নাইট্রিক এসিড নিতে এসেছিলেন। একটু আগেই নিজের ল্যাবে নতুন অকসিজেন সিলিণ্ডারটা অকসিজেনেশন রিঅ্যাকশান সেট-আপে লাগিয়ে এসেছেন ডিস্যুজা। আর বিশেষ কোন কাজ ছিল না। আজকেই আবার ওঁর বাড়িতে বিকেল পাঁচটার সময় ওঁর প্রফেসর ডক্টর সুব্রামানিয়ামের আসার কথা। তাই বাড়ি ফিরতে চাইছিলেন তাড়াতাড়ি। কিন্তু এ এক কি ঝামেলায় পড়লেন।

ফিরোজের দিকে আবার দৃষ্টি ফেরালেন ডিসুজা। ফিরোজের মুখ দেখেই বুঝলেন এ মুখ মৃত মানুষের। ডিসুজা অবাক হয়ে ভাবলেন, ওকে বেহুশ না মনে হয়ে মৃত মনে হচ্ছে কেন? ফিরোজের পাল্‌স অনুভব করতে চেষ্টা করলেন। নাড়িতে কোন স্পন্দন নেই। ডিসুজার গলাটাও শুকনো শুকনো ঠেকছে। ফিরোজকে ছেড়ে দিয়ে একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লেন ডিসুজা।

একটু পরে ডিসুজা বাথরুমে গেলেন চোখে মুখে জল দিয়ে আসতে। বাথরুমের আয়নায় নিজের মুখখানা দেখলেন। চেহারাটা প্রায় আগের মতই রয়েছে। সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হল না ওর।

ল্যাবোরেটরিতে ফিরে এলেন ডিসুজা। চারদিকে চোখ বুলোলেন। চতুর্দিকে দেখলেন মরণের ফাঁদ পাতা রয়েছে। শেল্‌ফগুলোর থাকে থাকে সাজানো রঙ্গিন গুঁড়ো পাউডার ভর্তি। দেখতে অনেকটা নুনের মত। শিশিতে নানান লেবেল আঁটা। এই শিশিগুলোর কয়েকটাতে যে পদার্থ আছে তা যদি কোন রকমে পেটে যায় তাহলে আর রেহাই নেই। মরণ আসবে নিঃশব্দে, অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। অথচ কাজের সময় কেমিস্টদের মনেই থাকে না এসব কথা। কথাটা ভেবে বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা কষ্ট হতে থাকলো ডিসুজার।

কিছুক্ষণ পরে একটু সুস্থবোধ করলে মেডিক্যাল কলেজে একটা ফোন করলেন। মেডিক্যাল কলেজে একমাত্র ডক্টর ব্যানার্জীর সঙ্গেই ওর একটু পরিচয় ছিল। ডক্টর ব্যানার্জীকে ডাকলেন। এরপর পুলিশে খবর দিলেন। সবশেষে হেড অব দি ডিপার্টমেণ্ট প্রফেসর কার্লেকারকে ফোন করলেন। কিন্তু কার্লেকারকে পাওয়া গেল না।

নিজের চেম্বারে ফিরে এলেন ডিসুজা। অকসিজেন সিলিণ্ডারের মুখ বন্ধ করলেন। রিঅ্যাকশান একসপেরিমেণ্টটাও বন্ধ করে দিলেন। কাল সকালে আর এই একসপেরিমেণ্ট চালানোর মত মনের অবস্থা থাকবে না। খানিকটা অন্যমনস্কভাবে প্রেসারগেজগুলোর

রিডিং দেখলেন। মনে হল সব ঠিক আছে। এরপরে আর কোন কাজ না থাকায় নিজের চেয়ারে ফিরে এসে ডক্টর ব্যানার্জীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পব ডক্টর ব্যানার্জী এলেন। ফিরোজ শার দেহ পরীক্ষা করে বললেন ঘণ্টা ছুয়েক আগে মৃত্যু হয়েছে ফিরোজের। সায়নাইড-ই মৃত্যুব কারণ।

'আমারও তাই মনে হয়েছিল।' ডিস্যুজা সায় দিলেন ব্যানার্জীর কথায়।

ডক্টব ব্যানার্জী কাঁচাপাকা চুলগুলো ছু হাত দিয়ে পেছন দিকে ঠেলে দিতে দিতে বললেন, ব্যাপারটা খুব ঝামেলার মনে হচ্ছে। অবশ্য ফিরোজেব মত ছেলেদেরই সাধারণতঃ এমন হয়।

ব্যানার্জীর এই কথায় খুব অবাক হলেন ডিস্যুজা। উনি আমতা আমতা করে বললেন, 'ফিরোজের সঙ্গে কি আপনার আগেই পরিচয় ছিল।

ডক্টব ব্যানার্জী বললেন, কিছু দিন আগে ফিরোজ মেডিক্যাল লাইব্রেরি থেকে একটা বই নিয়ে আর কিছুতেই ফেবত দিচ্ছিল না। তিনি অনেক কষ্টে সে বই উদ্ধার করেন। ফিরোজ খুব খারাপ ব্যবহার করেছিল সে সময় তাঁর সঙ্গে। আর বইটার যা অবস্থা হয়েছিল ফিরোজেব হাতে সেকথা না তোলাই ভাল।

ডক্টর ব্যানার্জীকে ডিপার্টমেন্টেব গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন ডিস্যুজা।

পুলিশেব লোকেবা এলো অনেক পরে। পুলিশের ডাক্তারও পরীক্ষা করে একই কথা বললেন। সায়নাইডেই ফিরোজের মৃত্যু হয়েছে। ডাক্তাব কি সব যেন নোট করে নিয়ে চলে গেলেন। তিন দিক থেকে কয়েকটা ছবি তুললো পুলিশেব ফটোগ্রাফার। এরপর ফিরোজ শার দেহটা শাদা চাদরে জড়িয়ে নিয়ে গেল ওরা।

তখনও কিন্তু একটা ছোটখাট গোলগাল চেহারার লোক রয়ে গেল। লোকটা শাদা পোশাকের পুলিশ বলে নিজের পরিচয় দিল ডিস্যুজার কাছে। লোকটার নাম ব্রিজমোহন শর্মা।

লোকটা প্রথমেই জানতে চাইল ফিরোজের কোন আত্মীয়র সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় কিনা।

ডক্টর ডিসুজা একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আমি যতদূর জানি, আপন বলতে ফিরোজের কাকা ছাড়া আর কেউ নেই। অফিসে খোঁজ করলে নিশ্চয় তার ঠিকানা পাওয়া যাবে।'

'সেকথা থাক প্রফেসর। আমি যেটা সবার আগে জানতে চাই সেটা ফিরোজের পড়াশুনো নিয়ে।'

'ফিরোজের পড়াশুনো নিয়ে কি জানতে চান বলুন?'

'ফিরোজের কি পড়াশুনোর ব্যাপারে কোন গোলমাল ছিল?'

'না ওর রিসার্চের কাজ বেশ ভালই এগোচ্ছিল। আপনি কি ভাবছেন ও সুইসাইড করেছে?'

'অনেক সময় মানুষ সায়নাইড খেয়ে আত্মহত্যা করে কিনা··· তাই···।'

'কিন্তু আত্মহত্যা করতেই যদি কেউ চায় তবে সে কি অত কষ্ট করে একটা একসপেরিমেণ্টের যোগাড়যন্তর করবে?'

ব্রিজমোহন ভয়ে ভয়ে একবার ল্যাবোরেটরির চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'প্রফেসর! ব্যাপারটা কি দুর্ঘটনা বলে আপনার মনে হচ্ছে? আমি আবার কেমিস্ট্রির কিছুই বুঝি না।'

'দুর্ঘটনা হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। ফিরোজ কতকগুলো একস-পেরিমেণ্ট করছিল। এর জন্য ওকে রিঅ্যাকশান মিক্শ্চারে সোডিয়াম অ্যাসিটেট ডিসলভড করতে হচ্ছিল··।'

'দাঁড়ান প্রফেসর···সোডিয়াম···কি বললেন? ডক্টর ডিসুজা আবার নামটা বানান করে বললেন। ব্রিজমোহন টুকে নিল নামটা।

ডিসুজা আবার বলতে শুরু করলেন, মিকশ্চারটা গরম হয়ে ফুটতে আরম্ভ করলে সোডিয়াম এসিটেট মিশিয়ে দিত ফিরোজ। আর তার ফলেই তৈরি হত অ্যাসেটিক অ্যাসিড।

'অ্যাসেটিক অ্যাসিড কি বিষাক্ত?'

'না। ভিনিগারে অ্যাসেটিক অ্যাসিড আছে। মানে এই অ্যাসেটিক অ্যাসিডই ভিনিগারের গন্ধ দেয়। তাই এই অ্যাসিডের গন্ধ ভিনিগারের মত। কিন্তু ফিরোজ সোডিয়াম অ্যাসিটেটের বদলে সোডিয়াম সায়নাইড ব্যবহার করেছিল।'

'সেটা কি করে সম্ভব প্রফেসর ? জিনিষ দুটো কি একই রকম দেখতে ?'

'আপনি নিজেই দেখুন না।' ডক্টর ডিসুজা শেল্‌ফ থেকে সোডিয়াম সায়নাইড আর সোডিয়াম অ্যাসিটেটের বোতল দুটি নিয়ে এলেন। দুটো বোতলই প্রায় ছ' ইঞ্চির মত লম্বা। আর দুটোর গায়েই একই রকম লেবেল আঁটা। শুধু সোডিয়াম সায়-নাইডের বোতলে 'পয়জন' কথাটা লেখা।

ডক্টর ডিসুজা বোতলের ছিপি দুটো খুলে ফেললেন। ব্রিজমোহন দূর থেকে একবার দেখে নিল। কিছুক্ষণ চেয়ে থাকবার পর বেশ অবাক হয়েই বলল, 'বলেন কি প্রফেসর! বিষ আর সাধারণ কেমিক্যাল এত পাশাপাশি থাকে!'

একথার আর কি উত্তর দেবেন ডিসুজা। যে লোকটা কেমিস্ট্রির কিছুই বোঝে না তার সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করা খুবই বিরক্তিকর।

ব্রিজমোহন কি যেন ভাবল এক মুহূর্ত। তারপর বলে উঠলো, 'ফিরোজ কি সব সময় একাই এখানে কাজ করতো ?'

'না। এই ল্যাবে ওর আরও একজন সঙ্গী ছিল।'

'আজ কি সে কাজ করেছিলো এখানে ?'

'না। আজ সে কলেজেই আসেনি।'

তার মানে ফিরোজ আজ একাই ল্যাবোরেটরিতে কাজ করছিল ?'

'হ্যাঁ।'

'ফিরোজ ছাত্র হিসাবে কেমন ছিল ?'

'খুব ব্রিলিয়ান্ট।'

'তাহলে সে এ ভুলটা করল কি করে? মানে আমি বলতে চাইছি সে সায়নাইড ঢাললে ভিনিগারের গন্ধ পাবে না, আর গন্ধ না পেলেই ত মাথাটা সে হুডের ঢাকনির ভেতর থেকে বার করে আনবে। তাই না?'

ডক্টর ডিস্যুজা ব্রিজমোহনের দিকে ফিরে তাকালেন। লোকটার গোলগাল মুখটা নিপাট ভালমানুষিতে ভরা। কিন্তু ওর কথাগুলোতে যুক্তি আছে। কেমিস্ট্রিতে কোন জ্ঞান না থাকার দরুণ ওর যুক্তিগুলো একটু ভুল পথ ধরে চলছে। সেটা সংশোধন করার জন্য ডিস্যুজা বললেন, ভিনিগারের গন্ধ না থাকাটাই এক্ষেত্রে মারাত্মক হয়েছিল সম্ভবত। সোডিয়াম সায়নাইড অ্যাসিডিফায়েড হলে হাইড্রোজেন সায়নাইড তৈরি হয়। হাইড্রোজেন সায়নাইড গ্যাস ফুটন্ত জলের সঙ্গে গ্যাস হয়ে বেরিয়ে আসে। এ গ্যাস দারুণ বিষাক্ত। এখন ফিরোজ হুডের ভেতর কাজ করছিল। যদিও হুডের সঙ্গে লাগান একজস্ট ফ্যান সাধারণতঃ সব গ্যাসই বের করে নিয়ে যায়, তবুও সামান্য ভিনিগারের গন্ধ পাওয়ার কথা ফিরোজের। কিন্তু এই গন্ধ না পেয়েই ফিরোজের হয়ত মনে হয়েছিল কোথাও একটা ভুল হয়েছে। আর সেটা মনে হতেই হয়ত ও কাঁচের সেফ্টি জানালাটা সরিয়ে মাথাটা ভেতরে নিয়ে ভালভাবে গন্ধ শুকতে গিয়েছিল। আর তার ফলেই···

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন যে ফিরোজ একটু বেশী পরিমাণ সায়নাইড নাক দিয়ে শরীরেব মধ্যে চালান করে দিয়েছিল। আর সেই জন্যই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওর মৃত্যু হয়েছে।'

'ঠিক তাই।'

'আপনার কথাগুলো অবশ্য আমি মোটেই বুঝলাম না। কেমিস্ট্রিরও আমি কিছুই জানি না। আচ্ছা আজ তবে চলি প্রফেসর। আপনাকে দরকার হলে ত এখানেই পাওয়া যাবে?'

'হ্যাঁ। আর একটা কথা,···ফিরোজের কাছে ল্যাবের একটা চাবি থাকতো। পুলিশ সেটা নিয়ে গেছে। ওটা ফেরত পাওয়া যাবে কি?'

'নিশ্চয়। আচ্ছা তাহলে চলি আজ।'

ডক্টর ডিস্যুজা ল্যাবোরেটরির চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিলেন। চতুর্দিকেই মরণের ফাঁদ চোখে পড়ল। মনে হল কয়েক হাজার যমদূত যেন চারদিক থেকে ঘিরে ধরছে। হঠাৎ স্ত্রীর কথা মনে এল। ডরিস নিশ্চয় খুব চিন্তা করছে। প্রফেসর সুব্রামানিয়ামের আজ পাঁচটার সময় বাড়িতে আসার কথা। এসেছিলেনও নিশ্চয়। কারণ, সুব্রামানিয়াম কখনো কথার খেলাপ করেন না। কিন্তু কথার খেলাপ করলেন নিজেই। এতে ওর কোন হাত ছিল না অবশ্য। সুব্রামানিয়াম খুব রেগে যাবেন ওর ব্যবহারে, মনে করবেন ওর পরিকল্পনার কোন মূল্য দিচ্ছেন না ডিস্যুজা। কারণ আজ পাঁচটার সময় সেই প্ল্যানটা নিয়ে আলোচনা হবার কথা ছিল বাড়িতে। ডিস্যুজা নিজের হাত ঘড়িটা দেখলেন। প্রায় সাতটা বাজে। আর এখনো পর্যন্ত বেরোতেই পারলেন না। একটা কিছু করা দরকার প্রথমে।

ডিস্যুজা ল্যাবের জানালাগুলো বন্ধ করে সবকটা ফ্লোরেসেন্ট ল্যাম্প জ্বালিয়ে দিলেন। এখন কলেজটা খুব নির্জন। নির্জনতাই প্রয়োজন। কারণ তাড়াতাড়ি কিছু কাজ করে নিতে হবে সকলের অলক্ষ্যে। একাজের কথা কেউ যেন না জানে, কেউ যেন না শোনে।

॥ দুই ॥

বাড়ি ফিরছিলেন ডক্টর ডিস্যুজা। ক্যাম্পাসের মধ্যেই ওর কোয়ার্টার্স। কিন্তু কলেজ থেকে অনেকখানি হাটতে হয়। রাস্তাগুলো খুব নির্জন। দুদিকে আমগাছের সারি। এখন আমের সময় নয়। তাই ইজারাদারদের ঝুপড়িগুলো ফাঁকা। ওরা ক্যাম্পাস ছেড়ে অন্য ধান্দায় বেরিয়েছে এখন।

ডিস্যুজারও মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে সাধারণ জীবনের স্রোতে গা-ভাসিয়ে দিতে। এই প্রায় অবাস্তব সরোবর আর ভাল লাগে না। নিজের জীবনের কথা

যখন ভাবেন তখন মনে হয় ডিস্যুজা আসলে বাস্তবকে এড়িয়ে এসেছেন এতদিন। বাস্তবের তাড়া খেয়ে এখানে লুকিয়ে থাকতে চেয়েছেন। সেই যুদ্ধের সময় এম.এস-সি পাশ করে ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেছিলেন। তখনই উচিত ছিল বাইরের জগতে চলে যাওয়া। কিন্তু পারেন নি। ভয় হয়েছে। কিসের ভয়? আবছা অবয়বহীন অন্ধকারের মত অজানা এক আতঙ্ক। তাই আর বাইরে যাওয়া হল না। এখানেই সুব্রামানিয়ামের কাছে পি.এইচ.ডি করলেন।

পি.এইচ.ডি করার পর হঠাৎ সেই অবয়বহীন ভয়টা যেন সরে গিয়েছিল। কারণ ঠিক সেই সময় এই লেকচারারের চাকরিটা পেয়েছিলেন। তখন মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন এই ভেবে যে, 'এতদিনে একটা পাকাপোক্ত লুকোনোর জায়গা পাওয়া গেল।

কেউ কেউ হয়ত বলবেন, বিশ্ববিদ্যালয় ত বাস্তব জীবনেরই একটা অংশ। ডিস্যুজাও সেকথা মানেন। কিন্তু এটা যেন জীবনের মুল স্রোত থেকে বেরিয়ে আসা জলের একটা ক্ষীণ ধারার মত। সেই ধারা একটা কৃত্রিম আধারে জমিয়ে রাখা হয়েছে। এ ধারায় প্রাণের স্পন্দন এত স্তিমিত যে প্রাণ আছে কি নেই তাই অনেক সময় বোঝা যায় না।

অথচ এই প্রাণহীন শুষ্ক জীবনের মধ্যেই আছে অনেক জটিলতা। আছে অনেক দ্বন্দ, অনেক নোংরামি। এ বছর হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট হবার একটা আশা ছিল ডিস্যুজার। কিন্তু আজকে ফিরোজের এই মৃত্যু ওর সমস্ত আশা নির্মূল করে দিয়েছে।

কিন্তু এ ছাড়াও অন্য ভয় আছে। সে ভয়ের কথা ভুলেও উনি কাউকে বলতে চাইবেন না। ওঁর স্ত্রীকে ত নয়-ই।

এই সব আবোল-তাবোল ভাবতে ভাবতে কখন যে নিজের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন—খেয়াল নেই। দরজা খুলল ডরিস। ওর মুখের ভাব দেখে বুঝলেন ডরিস খুব দুশ্চিন্তায় ছিল এতক্ষণ। ওকে একটা ফোন করা উচিত ছিল অন্তত। নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হল ডিস্যুজার। এই এক রোগ তার। যেখানে যা কিছু খারাপ হয় তার জন্য নিজেকে দোষী মনে করেন।

সে কথা যাক। এখন কি দিয়ে কথা শুরু করবেন স্ত্রীর সঙ্গে? ফিরোজের মৃত্যু দিয়ে? না কি প্রফেসর এমেরিটাস সুব্রামানিয়াম এসেছিলেন কিনা তাই জানতে চাইবেন? কোন কিছুই ঘটেনি এমন একটা ভাব দেখিয়ে সহজ হবার চেষ্টা করলে কেমন হয়?

স্ত্রীব দিকে দৃষ্টি ফেরালেন ডিস্যুজা। ডবিস প্রায় তার মতই লম্বা। গায়ের রং ওঁর থেকে কালো, বয়স হলেও মুখে আগের সেই ছেলেমানুষী ভাবটা রয়েই গেছে। অথচ নিজেব মুখে ত একটা প্রৌঢ় প্রৌঢ় ভাব এসে গেছে। যদিও বয়স এখনো চল্লিশ পেরোয় নি।

ডরিসেব গলার স্ববে চমকে উঠলেন ডিস্যুজা। ডবিস যেন কি বলল। ওঁব চোখে নিশ্চয় জিজ্ঞাসা ফুটে উঠেছিল তাই ডরিস আবার বলল, 'ওঃ! কি ভয়ংকব ব্যাপার! হাউ অফুল!'

ডিস্যুজা অবাক হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি খবরটা জানলে কি করে?'

'তোমাদের অফিসেব স্টেনো ফোন করেছিল।'

'মিস্ নায়ার ফোন করেছিল?'

'হ্যাঁ। ও বলল, ফিবোজ ল্যাবোবেটরিতে একটা দুর্ঘটনায় মাবা গেছে। তোমার ফিরতে খুব সম্ভবত দেরী হবে। আব বাব বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমাকে এই কথাটাই জানাতে চাইল যে তুমি ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলে আমি যেন তোমার সঙ্গে কোন দুর্ব্যবহার না কবি।'

ডিস্যুজা ত প্রায় হতভম্ব।

ডরিস আবার বলে উঠল, 'তুমি খেটে খুটে বাড়ি ফিরলে আমি খারাপ ব্যবহার করি এ খবরটা ওকে দিল কে?'

ডরিসের গলার স্বর অভিমানে ক্ষুব্ধ।

ডিস্যুজা আমতা আমতা করে বললেন, 'তুমি কিছু মনে কোরো না ডরিস। কোন মেয়ের তিরিশের মধ্যে বিয়ে না হলে ঐ রকম কেমন যেন হয়ে যায়।'

ডিস্যুজা ধপ করে সোফাটার ওপর বসে পড়লেন। এটা অবশ্য তার স্বভাব নয়। সাধারণতঃ জামা কাপড় ছেড়ে, হাতমুখ ধুয়ে এসে

এই চেয়ারে বসেন। আজ কিন্তু আর কোন কাজ করার মত শক্তিই যেন অবশিষ্ট নেই তার মধ্যে।

কিছুক্ষণ দুজনে একেবারে চুপচাপ।

একটু পরে ডরিস বলল, 'তুমি কি কিছু খাবে ?'

'পাগল! আজ একেবারেই ক্ষিদে নেই।'

উঠে পড়লেন ডিসুজা। বাথরুমে গিয়ে শরীরটাকে ভিজিয়ে নিলেন। একটু পরে আবার মুখোমুখি বসলেন দুজনে। স্ত্রী ততক্ষণে ঠাণ্ডা লেমোনেড তৈবি করে এনেছে দুগ্লাস। একটা গ্লাস এগিয়ে দিল ডিসুজার দিকে।

গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে ডরিস জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপারটা আসলে কি হয়েছিল বলত? আমিও শুনলাম কি একটা অ্যাকসিডেণ্টে ফিরোজ মারা গেছে।'

এক চুমুকে প্রায় অর্ধেক লেমোনেড শেষ করে দিয়ে ডিসুজা বললেন, 'অ্যাপারেনটলি মনে হচ্ছে ফিরোজ সোডিয়াম অ্যাসিটেটের বদলে সোডিয়াম সায়নাইড ইউজ করেই বিপদ বাধিয়েছে।'

এর বেশী আর কিছু ব্যাখ্যা করাব চেষ্টা করলেন না ডিসুজা। ডরিস অবশ্য কেমিস্ট্রির কিছুই জানে না। কিন্তু অনেকদিন এই লোক-গুলোর সঙ্গে মিশতে মিশতে অনেক কেমিস্ট্রির কথা শিখে ফেলেছে।

ডরিস একটু চুপ করে থেকে বলল, 'এই দুর্ঘটনার কোন দায়িত্ব তোমার ঘাড়ে এসে পড়বে না ত ?'

ডিসুজা গেলাসের ভেতর পানীয়ের দিকে চোখ ফেরালেন। স্ত্রীর দিকে তাকাতে এই মুহূর্তে কেমন যেন ভয় করছে। বললেন, 'না না। এতে আমার কি দায়িত্ব থাকতে পারে ?' তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার জন্য বললেন, 'ডক্টর সুব্রামানিয়াম এসে আমাকে না পেয়ে খুব রেগে গেছেন নিশ্চয়।'

'তা জানি না। বিকেলবেলা আমি যখন বাড়ির সামনের লনে বেড়াচ্ছিলাম তখন হঠাৎ ডক্টর সুব্রামানিয়াম এসে আমাকে একটা প্যাকেট দিয়ে গেলেন।...'

'তখন নিশ্চয় ঠিক বিকেল পাঁচটা।'

'তা হবে হয়ত। আমি কি আর ছাই ঘড়ি দেখে রেখেছি।'

'ডক্টর সুব্রামানিয়াম নিজেই ত একটা ঘড়ি। তাঁর কথার কখনো নড়চড় হয় না। বিকেল পাঁচটায় আমাদের বাড়ি আসবেন বলেছিলেন। তাই বলছি।'

'তা হবে হয়ত।'

'সুব্রামানিয়ামকে দেখে কি মনে হল উনি খুব রেগে গেছেন ?'

'বুড়োকে দেখলে মনে হয় সব সময়ই রেগে আছেন।'

'সে প্যাকেটটা কোথায় ?'

এই যে, 'বলে ডরিস প্যাকেটটা এগিয়ে দিল। ডিস্যুজা প্যাকেটটা খুললেন। সেই প্ল্যানটার ফাইনাল স্কেচটা রয়েছে। এই শেষ বয়সে সুব্রামানিয়ামের মাথায় একটা বিরাট পরিকল্পনা এসেছে। এমন এক ল্যাবোরেটরি তৈরির প্ল্যান করেছেন যা এদেশে কেন বিদেশেও কেউ কল্পনা করতে পারে না। এ নিয়ে আলোচনা করছেন হরদম ডিস্যুজার সঙ্গে। ডিস্যুজার হয়েছে মহা জ্বালা। এই পরিকল্পনার বাস্তব রূপ দিতে হলে যে টাকার প্রয়োজন সে টাকা উনি পাবেন কোথায় কে জানে। সেকথা জিজ্ঞেস করলেই বলেন টাকার জন্য তোমার ভাবতে হবে না।

প্ল্যানটা একবার আড়চোখে দেখে নিয়ে বললেন, 'তা হলে সুব্রামানিয়াম খুব একটা রাগ করেননি আমার ওপর। কি বলো .

'বুড়ো সুব্রামানিয়ামের কথা বাদ দাও ত। তোমাদের ডিপার্টমেন্টাল হেড ডক্টর কার্লেকাব এ ব্যাপারে কি বললেন ?'

'কিছুই না, ভদ্রলোক কলেজেই ছিলেন না।'

'কাল ত ওঁর মেয়ের বার্থডে পার্টিতে আমরা যাচ্ছি। তখন কথা হবে।'

'কিন্তু এই ঘটনার পর যাওয়া ঠিক হবে কি ?'

'তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি। এই ফিরোজ ছেলেটা যেখানে যাবে সেখানেই ঝামেলা বাধাবে। তোমার কাছে এসে মরেও তোমার

সর্বনাশই করে গেল।'

'ডরিস! এসব কি বলছ তুমি। যে ছেলেটা মরে গেছে তার সম্পর্কে এ ধরণের কথা বলা···'

'উচিৎ নয়। কিন্তু কথাটি সত্যি। ডক্টর যোশী অনেক দিন আগেই একথাটা তোমাকে বলেছিলেন।'

'কিন্তু এ ধরণের একটা ব্যাপার যে ঘটবে এটা কেউই আশা করেননি। এমন কি ডক্টর যোশীও ভাবেন নি একথা।'

ফিরোজ প্রথমে ডক্টর যোশীর কাছেই রিসার্চ করছিল। ছেলেরাই সাধারণত তাদের রিসার্চ গাইড ঠিক করে। যে বিষয়ে তার ইন্টারেস্ট সব থেকে বেশী সেই বিষয়ের প্রফেসরের কাছেই সাধারণত সে যায়। অথবা যার হাতে অনেকগুলো সরকারী প্রোজেক্ট আছে তার কাছেও ছাত্ররা ভীড় করে।

ফিরোজ বেছে নিয়েছিল ডক্টর যোশীকে তার রিসার্চ গাইড হিসেবে।

ডক্টর যোশী একটু অস্বাভাবিক প্রকৃতির মানুষ। যদি কোন ছাত্র তাঁর মনোমত না হয় তবে দুদিনেই তার জীবন অতিষ্ঠ করে তোলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই সে সরে পড়তে বাধ্য হয়। ডক্টর যোশী ডিপার্টমেন্টের সব থেকে নামী ফিজিক্যাল কেমিস্ট। অনেক পুরস্কার পেয়েছেন জীবনে। কিন্তু ওঁর ব্যবহার অত্যন্ত রুক্ষ। তবে পাণ্ডিত্যের জন্য সেই রুক্ষ ব্যবহার ছাত্ররা হাসিমুখেই সহ্য করত। অনেকে অবশ্য সন্দেহ করত যে উনি তেমন কিছু উঁচু দরের বিজ্ঞানী নন বলেই বাইরে ঐরকম একটা ভাব দেখিয়ে বেড়ান।

সে যাই হোক, ফিরোজ নিজেও অত্যন্ত বদমেজাজী ছিল বলে ওর পক্ষে যোশীকে বেশী দিন সহ্য করা সম্ভব হয় নি। কয়েক দিনের মধ্যেই ফিরোজকে বিদায় নিতে হয়েছিল যোশীর কাছ থেকে। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরোজ ডিস্যুজার কাছে কাজ করতে আসে।

স্বাভাবিকভাবেই ডিস্যুজা যোশীকে ফিরোজের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন। যোশী বলেছিলেন, 'ছেলেটা একেবারে অসহ্য। ওর সঙ্গে

কাজ করা অসম্ভব। ও যেখানেই যায়, সেখানেই গণ্ডগোল বাধিয়ে বসে।'

ডিস্যুজার বেশ মজা লেগেছিল যোশীর কথা শুনে। বলেছিলেন, 'ডক্টর যোশী আপনার ব্যবহারটাও অবশ্য খুব মিষ্টি নয়।'

'আরে না না। আমার সঙ্গে এ-ব্যাপারটার কোন সম্পর্ক নেই। শোভনলালের সঙ্গে ও যে হাতাহাতি করে বসল।'

'কি নিয়ে?'

'আর বলেন কেন। যত সব ছেলেমানুষী কাণ্ড। ফিরোজের ধোয়া একটা টেস্ট টিউবে নাকি শোভনলাল হাত দিয়েছিল। আর যায় কোথা! ফিরোজ শোভনলালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঘের মত। আপনি ত জানেন শোভনলাল কি রকম ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে। ওর ওপব আমার অনেক আশা। আর তাছাড়া একটা খ্যাপা এসে আমাদের গ্রুপটাকে ভেঙে দেবে এটাই বা সহ্য করি কি করে? আপনাকে এও বলে রাখছি, ফিরোজ আপনাকেও ঝামেলায় ফেলবে।'

কিন্তু ডিস্যুজা তখন যোশীর কথায় কান দেন নি। কিছুদিন ল্যাবোরেটরিতে ফিরোজকে একটা কাজ করতে দিয়েছিলেন। ফিরোজের সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহাব করতেন। উনি জানতেন যে অন্য প্রফেসরদের কাছ থেকে ফেরত আসা ছাত্রদের আশ্রয়দাতা বলে ডিপার্টমেণ্টে নিজের বেশ নাম হয়েছে। এবং এর জন্য মনে একটু গর্বও যে অনুভব করতেন না তা নয়। মাঝে মাঝে একথাও ভুলে যেতেন যে নিজের কোন প্রোজেক্ট না থাকার দরুণ তার কাছে একটু অস্বাভাবিক এবং সাধারণ মেরিটের ছেলেরাই আসে।

আর সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার যে, এদের মধ্যে থেকে বেশ কিছু ছেলে বেশ ভাল কাজকর্ম করে ফেলে। যেমন তার প্রাক্তন ছাত্র মহেন্দ্র কাপাদিয়া আজ ইণ্টারন্যাশনাল কেমিক্যাল-এর একজন বেশ উচ্চপদস্থ অফিসার হয়েছে।

ফিরোজ প্রথম দিকে খুব একটা ভাল না করলেও শেষের দিকটাতে বেশ উন্নতি করেছিল। ওর সম্পর্কে ক্রমশঃ আশান্বিত

হয়ে উঠছিলেন ডিস্যুজা। আশা ছিল আর মাস ছয়েকের মধ্যে ফিরোজের থিসিস্ লেখা শেষ হবে।

ডরিস ডক্টর যোশীর কথা তুলতে এক লহমায় দিবাস্বপ্নের মত এত কথা মনে হল ডিস্যুজার। বাস্তবে ফিরে আসতেই তার চেতন মন স্মরণ করিয়ে দিল যে ফিরোজের থিসিস্‌টা আর কোনদিনই লেখা হবে না।

ডিস্যুজা বললেন, 'আমার এখন শোকের সময়। ফিরোজ আমার থেকে অনেক ভাল ম্যাথামেটিকস্ জানত, আমরা দুজনে ম্যাথামেটিকস্ দিয়ে একটা অত্যন্ত জটিল পেপার জার্ণাল অব কেমিক্যাল ফিজিকস ছাপাতে পারতাম। আর এ পেপারটা বেরোলে আমাদেব ডিপার্টমেণ্টাল হেড ডক্টর কার্লেকারের মুণ্ডুটি ঘুরে যেত।'

ডরিস প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল, 'অন্য কাউকে দিয়ে কাজটা শেষ করিয়ে নাও।'

'আমার নতুন ছাত্র সুরেন্দ্র কাপূরকে কাইনেটিক্স পড়ে নিয়ে ফিরোজের কাজটায় লাগতে বলা যেত। কিন্তু ফিরোজের প্রায় শেষ করা কাজেব শেষটুকু করার জন্য সুরেন্দ্রকে কেউই ডক্টরেট দেবে না।'

ওরা দুজনেই হঠাৎ চুপ করে গেল।

আসলে ডিস্যুজা ঠিক করতে পাবছিলেন না ডরিসকে ব্যাপারটা বলবেন কি না। শেষে ঠিক করলেন বলে ফেলাই ভাল। ডরিসের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বললেন, 'আসলে ঝামেলাটা কি জান ডরিস, ফিরোজ অ্যাকসিডেণ্টে মবে নি।'

'তার মানে। ফিরোজ কি আত্মহত্যা করেছে?'

'না আত্মহত্যাব জন্য একটা একসপেরিমেণ্টের ঝামেলায় কেউ যায় না। ওকে কেউ খুন করেছে।'

খুন করেছে! 'কে খুন করল ওকে?'

ডিস্যুজা একথার কোন জবাব দিলেন না। তার মনে শুধু একটা প্রশ্নই পাক খেতে থাকল—কে খুন করল ফিরোজকে? কে? কে? কে?

॥ তিন ॥

ডরিস স্বামীর কাছে কোন জবাব না পেয়ে বেশ ঘাবড়ে গেল। এ-ভাবটা কেটে যেতেই বলে উঠল, তোমার মাথাটি একেবারেই গেছে।'

'কেন? এতে আবার মাথার কি দোষ দেখলে?'

'মাথা খারাপ নয় ত কি? বলি তোমাদের ওখানে পুলিশ টুলিশ এসেছিল ত?'

'তা আসবে না কেন?'

'তারা কি বলেছে?'

'তারা অবশ্য এটাকে একটা অ্যাক্সিডেন্ট বলেই ধরে নিয়েছে।'

'তবে তোমার এত মাথাব্যথা কেন? পুলিশের কাজ পুলিশকেই করতে দাও।'

'কিন্তু ওরা যে কিছুতেই বোঝে না। ওঁরা ত কেউ-ই কেমিস্ট নয়।

'তাতে কি হয়েছে?'

ডিসুজা এ-কথার উত্তর দেবার আগে ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিলেন। সারাদিনের ক্লান্তিতে মাথাটা ভীষণ দপদপ করছে। আলোটা তাই ভীষণ খারাপ লাগছিল। ঘরের মৃদু নীল আলোটা জ্বালিয়ে দিলেন। এই ঠাণ্ডা আলো বেশ ভাল লাগছে ডিসুজার।

আবার সোফাটায় এসে বসলেন। এবার স্ত্রীর কথার উত্তর দিলেন, 'ব্যাপারটা কি জান ডরিস, সোডিয়াম সায়নাইড আর সোডিয়াম অ্যাসিটেট একই রকম বোতলে থাকে বলে ফিরোজ ভুল বোতলটা নিজের ডেস্কে নিয়ে আসতে পারে। এটা খুব একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার না। কিন্তু তবুও এ-ভুল ফিরোজের কাছে ধরা পড়তই।'

'কি করে?'

'ফিরোজ যে এক্সপেরিমেন্টটা করছে, সেটা তুমি করলে নিজেই বুঝতে পারতে। পুলিশ ডিটেক্টিভ দেখলেন, দুটো কেমিক্যালই সাদা এবং কৃষ্ট্যালাইন। ব্যাস! উনি আর কিছুই খুঁটিয়ে দেখলেন না।

আমিও অবশ্য পাগলকে সাঁকো দেখাইনি। কিন্তু যে-কোন কেমিস্টই জানে ছুটো কেমিক্যাল অনেক তফাৎ। সোডিয়াম অ্যাসিটেট বাতাসের জল বেশী করে শুষে নিয়ে দলা পাকিয়ে যায়। কিন্তু সায়নাইড অত জল শোষে না। তাই অত দলাও পাকায় না। চামচে দিয়ে অ্যাসিটেটের বদলে সায়নাইড তুলতে গেলেই ফিরোজ বুঝতে পারত ও ভুল করেছে।'

ডরিস এই কথাগুলো শুনে কেমন যেন চুপ মেরে গেল। আধো আলো অন্ধকারে ডরিসের চেহারাটা কেমন যেন অপার্থিব মনে হচ্ছে। ডিস্যুজাকে চমকে দিয়ে ও হঠাৎ বলে উঠল, 'তুমি এসব কাউকে বলেছ নাকি ?'

'না।'

'তুমি 'হ্যাঁ' বললেও আমি আশ্চর্য হতাম না। তোমার ভেতরে একটু খ্যাপাটে ভাব ত বরাবরই আছে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এবার তুমি পুরোপুরি ক্ষেপেছ।'

'এ-কথা কেন বলছ ?'

'এ-কথা কেন বলছি তা তুমি ভালভাবেই জান। গত বছর ডক্টর কার্লেকার তোমাকে প্রায় বলেই দিয়েছিল এ-বছর তুমি ডিপার্টমেন্টাল হেড হবে। কারণ, কার্লেকার রিটায়ার করছেন এ-বছর।'

ডরিসকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে ডিস্যুজা বললেন, 'এরকম ত কিছু বলেননি। বলেছিলেন, দশ বছর একই পোষ্টে থাকা খুবই ক্লান্তিকর এবং অপমানজনক। তার মানে এই নয় যে···'

'তার মানে তাই। আর তুমি যদি এই খুনের কথা চারধারে বলে বেড়াতে থাক, তাহলে বুঝতেই পারছ ডিপার্টমেন্টাল হেড তুমি কোনদিনই হতে পারবে না।'

'আমার এসব কথা বলতে বয়েই গেছে।'

'তোমাকে একটুও বিশ্বাস নেই। কখন যে কি করে বসবে তার ঠিক নেই।'

'ডরিস তুমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছ না। ক্যামপাসে যদি একটা খুন হয়, তাহলে সেটা জেনেশুনে একজন শিক্ষকের পক্ষে চেপে যাওয়া মোটেই উচিত নয়। আর তাছাড়া কেমিষ্ট্রি ল্যাবোরেটরিতে একজন খুনীকে ছেড়ে রাখা খুবই মারাত্মক। সায়নাইড দিয়ে মারাটা খুবই কমন ব্যাপার। কিন্তু কেমিষ্ট্রি ল্যাবোরেটরিতে খুন করার আরও অনেক উপায় আছে? এত সব বাঁচিয়ে চলা প্রায় অসম্ভব। যদি খুনীকে খুঁজে বার করা না যায় ত বলা যায় না আমাকেও সে বা তারা খুন করতে পারে।'

'তোমাকে খুন করতে যাবে কোন্ দুঃখে?'

'ফিরোজকে তারা মারল কেন? আমাকেই যে তারা মারবে না তার কোন গ্যারান্টি আছে কি?'

'ওঃ ভগবান! আর পারছি না আমি আলোটা জ্বালো; এই অন্ধকারে আর বসে থাকা যাচ্ছে না।' এ-কথা বলে ডরিস নিজেই আলোটা জ্বেলে আবার সোফায় বসে পড়ে বলল, 'তোমাকে নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না। সেই থেকে কেবলই বলে আসছ ফিরোজ খুন হয়েছে, খুন হয়েছে, খুন হয়েছে। ফিরোজ ত ভুলও করতে পারে। কেমিস্টদের কি ভুল হয় না। কেমিস্টরা ত আর মেশিন নয়। মেণ্টালি ডিস্টার্বড থাকলে মানুষ অনেক সময় ভুল করে বসে।'

'এছাড়াও আরো অনেক প্রমাণ আছে ডরিস। ফিরোজ খুব গুছিয়ে কাজ করত। যে সব কেমিক্যাল ওর কাজে লাগবে, সেগুলোর সলিউশন ও আগে থাকতে তৈরি করে রাখত। যেমন ধর, ও দশটা ফ্লাস্কে আগে থেকেই ২ গ্রাম করে সোডিয়াম অ্যাসিটেটের সলিউশন করে রেখেছিল।'

'ডিটেকটিভ চলে যেতে ওর এক্সপেরিমেণ্টের ডেস্কে দেখলাম সাতটা সলিউশন ভর্তি ফ্লাস্ক পড়ে আছে। ঐ সলিউশনগুলো পরীক্ষা করে বুঝলাম ওগুলো সবই সোডিয়াম অ্যাসিটেটের সলিউশন। এরপর ফিরোজ যে সলিউশন নিয়ে কাজ করছিল, সেই ফ্লাস্কে যেটুকু সলিউশনের তলানি পড়েছিল সেটুকু পরীক্ষা

করে দেখলাম ওটা সোডিয়াম সায়নাইড। ব্রিজমোহন কেমিস্ট্রির কিছু বোঝে না। তা না হলে খুব ঝামেলায় পড়তে হত।'

'ব্রিজমোহনটা আবার কে?'

'ডিটেকটিভ।'

'কিন্তু তোমার এই ফ্লাস্কের সলিউশন আর কেমিস্ট্রির কচকচির কিছুই বুঝলাম না।'

'ব্যাপারটা ত জলের মতই পরিষ্কার। ফিরোজ দশটা ফ্লাস্কের সলিউশন একসঙ্গেই তৈরি করেছিল, এর থেকে ছুটো ফ্লাস্কের সলিউশন গতকাল এবং পরশু ও কাজে লাগিয়েছে। ওছুটোতে ঠিক সলিউশন ছিল বলে কিছু হয়নি। আজকে তৃতীয়টা ব্যবহার করতে গিয়েই বিপদ ঘটেছে। আর বাকি সাতটায় সায়নাইড ছিল না এ-কথা ত তোমায় আগেই বলেছি।'

'এখন ফিরোজ যদি ভুল করে অ্যাসিটেটের বদলে সায়নাইড মিশিয়ে থাকে, তা হলে সবকটাতেই মেশাবে। দশটার মধ্যে ন'টাতে ঠিক মেশালো আর একটাতে ভুল—একি কখনো হয়?'

'ও হয়ত সায়নাইড দিয়ে শুরু করেছিল। পরে একটা সলিউশন তৈরি হয়ে যাবার পর ওর খেয়াল হয়'

'ভুল ধরা পড়লে সঙ্গে সঙ্গেই সলিউশনটা ফেলে দিয়ে খালি ফ্লাস্কটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে ফেলত ফিরোজ।'

এ-কথার উত্তরে ডরিস আর কিছু বলল না। আবার সেই ভয়াবহ অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা নেমে এল ছুজনের মাঝখানে। বৈজ্ঞানিক ত যুক্তি দিয়ে সত্য খুঁজে বার করে। এখানে ডঃ ডিস্যুজাও তাই করেছেন। কিন্তু সত্যও ত মাঝে মাঝে খুব ভয়ঙ্কর হয়। সেই সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মনে হয় এত বিচার না করলেই যেন ভাল হত।

অনেকক্ষণ পরে এই নিস্তব্ধতা ভাঙলেন ডিস্যুজা নিজেই। ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'এ-সবের একটাই মানে হয়। কেউ ইচ্ছে করে ফ্লাস্কে অ্যাসিটেটের বদলে সায়নাইড সলিউশন তৈরি করে রেখেছিল।'

'কিন্তু কেন?'

'ফিরোজকে মারবার জন্যে।'

'ওকে মেরে তার লাভ কি ?'

'তা কি করে বলব ? এক বছরেরও বেশী সময় ও আমার কাছে কাজ করছে। কিন্তু ওর পার্সোন্যাল লাইফ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। তাই ফিরোজকে মারার কি উদ্দেশ্য থাকতে পাবে তা আমাব জানা নেই।'

'এর জন্যেও কি তোমাব নিজেকে দোষী মনে হচ্ছে ? তোমার স্যার ডঃ সুব্রামানিয়ামের কাছে যখন তুমি কাজ করতে, উনি কি তখন তোমার সব কথা জানতেন ?'

ডরিসের এ-কথায় ডিস্যুজা না হেসে পারলেন না। ডঃ সুব্রা-ম্যানিয়াম সম্পূর্ণ খ্যাপাটে মানুষ। তার সঙ্গে কোন সাধারণ মানুষের তুলনা চলে না। সুব্রামানিয়াম তখন সব সময় গবেষণায় ডুবে থাকতেন। ল্যাবোরেটরির বাইরে এক মিনিট কাটানো তাঁর কাছে প্রায় ক্রিমিন্যাল অফেন্সের মত ছিল। ছাত্রদের সঙ্গে রিসার্চ ছাড়া অন্য কথা বলবেন এটা কেউ ভাবতেই পারত না। তিনি মনে করতেন ছাত্ররা তাঁরই বাড়তি হাত, পা, ব্রেন, আর কিছু নয়।

তাই ডিস্যুজা স্ত্রীকে বললেন, 'সুব্রামানিয়ামের কথা আলাদা।'

'তুমি যদি এখন একটু ওঁর মত হও ত খুব খুশী হব। আমি চাই তুমি আর এই নিয়ে একটুও মাথা ঘামাবে না, বুঝলে ?'

ডরিসেব কথা শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই টেলিফোনটা ঝন-ঝন করে বেজে উঠল। ডরিস ফোনটা ধরল। একটু পরেই ডিস্যুজার দিকে ফোনটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'তোমাদের হেড ডক্টর কার্লেকার।'

ডিস্যুজা ফোনটা হাতে নিতে নিতে ফিসফিসিয়ে উঠলেন, 'কি ব্যাপার ?'

ডরিস মাথা নেড়ে বলল, 'ও কিছু জানে না।' তারপর নিজের ঠোঁটে তর্জনি ঠেকিয়ে বলল, 'সাবধান !'

ডিস্যুজা ফোনটা কানে দিয়ে বললেন, 'হ্যালো স্যার !'

ওদিক থেকে ডঃ কার্লেকারের একটু হাঁপ-ধরা কণ্ঠস্বর কানে এল।

'ডি-স্যুজা ! এক্ষুনি ব্যাপারটা জানলাম। কি হয়েছিল বলোত ? ছেলেটার সম্পর্কে অবশ্য আমি বেশী কিছু জানি না। আমার মনে পড়ছে ফিরোজকে পি.এইচ. ডি, করতে দিতে আমার বিশেষ ইচ্ছে ছিল না। সে কথা ভেবে আর এখন কি হবে। তবে একটা জিনিষ আমি লক্ষ্য করেছি, একটু অস্বাভাবিক চরিত্রের ছেলেগুলোই সাধারণতঃ এইসব অ্যাকসিডেণ্ট ঘটায়। সাইকিয়াট্রিসটা হয়ত এর একটা বিদঘুটে ব্যাখ্যাও করবে। আমার বা তোমার তাতে একটুও প্রয়োজন নেই। কাল ক্লাশ নেবার আগে আমাব সঙ্গে একবার দেখা কোরো, কেমন ?'

'নিশ্চয় স্যাব। কালকে কি কোন বিশেষ ব্যাপারে আলোচনা করতে চান আমার সঙ্গে ?'

'না···মানে···ছু-একটা প্রবলেম নিয়ে একটু কথা বলতে চাই। কাল তোমার লেকচার ত নটায়। তাই না ?'

'হ্যাঁ স্যার !'

'আমার সঙ্গে সাড়ে আটটায় দেখা কোবো, কেমন ?···অ্যাক্সিডেণ্টেব কথাটা শোনার পব থেকে মনটা খারাপ লাগছে। ঠিক আছে তাহলে ঐ কথাই রইল।' ফোন ছেড়ে দিলেন ডিপার্টমেণ্টাল হেড ডঃ কার্লেকার।

ফোন রাখতেই ডবিস জিজ্ঞেস করল, 'প্রফেসর কার্লেকার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন কেন ?'

'সে কথা উনি মোটেই পরিষ্কাব করে বললেন না।···চলো আমরা কিছু খেয়ে নিই। একেবাবে না খেয়ে থাকাটা বোধ হয় ঠিক হবে না।'

'চলো।'

ওঁরা খেতে বসলেন। খাওয়ার সময় কোন কথাই বেরোল না কারো মুখ দিয়ে।

খাওয়া শেষ হলে ডরিস বলল, 'একটা ব্যাপারে তোমাকে সাবধান থাকতে হবেই—যে কোরে হোক।'

'কোন ব্যাপারে ?'

'তোমার প্রমোশনের ব্যাপারে। একথা ভুললে চলবে না যে তোমার প্রমোশনেব এটাই শেষ চান্স। এবারেও যদি ডিপার্টমেণ্টাল হেড না হতে পারো তবে প্রফেসব হয়েই তোমার রিটায়ার করতে হবে।'

'ভাগ্যে যদি থাকে ত তাই হবে।'

'ভাগ্য ! ভাগ্য ! ভাগ্য ! নিজের বোকামির কথাটাও একটু ভাবো। এই অ্যাক্সিডেন্টটাকে নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামালে তোমার প্রমোশনের দফা গয়া—এটকু বোঝবার বুদ্ধিও কি তোমার নেই ?'

ডঃ ডিস্থুজা চট কবে একথার কোন উত্তব দিতে পারলেন না। সেটা তার স্বভাবও নয়। একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'এটা যদি খুন হয় তবে পুলিশেবা আলটিমেটলি বার করে ফেলবেই।'

'বার করুক না। তুমি এর মধ্যে জড়িয়ে না পড়লেই হল।'

'জড়িয়ে পড়ব না বললেই কি পাব পাওয়া যায় সব সময় ? যেমন ধরো, খুনী কেমিস্ট্রি জানে বেশ ভালোভাবে, তা নইলে একটা ল্যাবোরেটরি একসপেবিমেন্টের সুযোগ নিয়ে সে খুনটা করল কি করে ? এত আর্ম বিভলবার অথবা ছুরি দিয়ে খুন নয় ?'

তার মানে তুমি কি বলতে চাইছ যে খুনী তোমাদের ডিপার্টমেন্টের কেউ ?

'এ বিষয়ে আমাব ত কোন সন্দেহ নেই। কেউ ল্যাবোরেটরিতে একটা ফ্লাসকে অ্যাসিটেটের বদলে সায়নাইড রেখে গেছে। যখন এই ফ্লাস্ক বদলা-বদলি হয়েছে তখন ফিরোজ নিশ্চয় ছিল না। কারণ ফিরোজ এতই বদমেজাজী আর সন্দেহপ্রবণ ছিল যে ওর যন্ত্রপাতির ধারে কাছে কাউকে যেতে দিত না। এই জন্যই ত ডক্টর যোশীর সঙ্গে ওর গণ্ডগোলটা বেধেছিল। আর ফিরোজ যখন ল্যাবোরেটরির বাইরে যেত তখনই লক্ করে যেত ল্যাবের দরজা। তার মানে খুনীর কাছে ল্যাবের চাবিও ছিল।'

'ওঃ তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। তুমি যেহেতু দু-একবার দেখেছ ফিরোজ বাইরে যাবার সময় তালা দিয়ে যায় দরজায়। অমনি

তুমি ধরে নিলে যে ও সবসময়ই তাই করে। ওর ত দু-একবার ভুলও হতে পারে। আর তাছাড়া চাবি না থাকলেও ত দরজা খোলা যায়।'

'সে কথা অবশ্য সত্যি। কিন্তু সবথেকে বেশী সম্ভব যেটা সেটার কথাই সবাই আগে ভাববে। আর ফ্লাস্ক অদল-বদল সেইরকম লোকই করতে পারে যে ফিরোজের একসপেরিমেণ্ট করার ধরণ-ধারণ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।'

'তোমার কথা আমি কিছুই বুঝছি না।'

'কথাটা জলের মতই পরিষ্কার। পুলিশ এইসব কথাগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করলেই সবথেকে সন্দেহজনক লোকটাকে খুঁজে পাবে।'

'সে কে।'

'সে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে। সন্দেহটা সবার আগে আমার ওপরই পড়বে।'

'তুমিই রাগের মাথায় খুন করনি ত ওকে?'

॥ চার ॥

ডিস্যুজার সেই চিরাচরিত ভয়টা আবার দেখা দিচ্ছে। মাথা ঘুরছে। চোখে অন্ধকার দেখছেন। মনে হল অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবেন। একটু পরে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'ডরিস। কলেজে একটা পেপার ফেলে এসেছি। আমি ওটা আনতে যাচ্ছি।'

কথাক'টি বলে স্ত্রীর উত্তরের অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে পড়লেন ডিস্যুজা।

ক্যামপাশের মধ্যে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ালেন কিছুক্ষণ। তার মনের ভেতর একটা চিন্তাই বার বার পাক খাচ্ছে। নিজের অজান্তে কি কাউকে খুন করতে পারেন? ক্রোধশূন্য মানুষ উনি নন। তাই দারুণ রেগে যান। ছাত্রদের সঙ্গে কথাকাটাকাটি হয়। বকাবকিও

করেন মাঝে মাঝে। কিন্তু ফিরোজের সঙ্গে কোনদিন কোন ঝগড়াঝাটি হয়েছে বলেও মনে পড়ছে না। অথচ অবচেতন মনে যদি কিছু থেকে থাকে, তাহলে? তাহলে কি হবে? সেই দম-আটকানো ভয়টা আবার পেয়ে বসেছে ডিস্যুজাকে, যে ভয়টার সঙ্গে লড়তে হয় মাঝে মাঝেই। এমনকি ডিস্যুজার মনে হয় যে তার জীবনটা আসলে এই ভয়েব সঙ্গে আপোষহীন লড়াই ছাড়া আর কিছু নয়।

এইসব এলোমেলো চিন্তায় কতক্ষণ কেটেছে জানেন না। কত রাস্তা যে ঘুবেছেন তাও খেয়াল নেই। চমক ভাঙ্গতে দেখলেন ঘুবতে ঘুবতে আবার নিজের কোয়ার্টারের সামনেই এসে দাঁড়িয়েছেন। এ ব্যাপারটায় আরও ঘাবড়ে গেলেন। অবচেতন মনে হয়তো বাড়ি ফেবাব ইচ্ছে ছিল। সেই মনই ত ঠিক বাড়ির দরজায় পৌঁছে দিয়েছে। তাহলে ইচ্ছে থাকলে নিজের অজান্তে খুন করে ফেলা কিছু বিচিত্র নয়। এতক্ষণ ভাবছিলেন ভয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে কিছুটা আয়ত্তে এনেছেন। কিন্তু এখন দেখলেন ভয় আবার দ্বিগুণ শক্তিতে আক্রমণ কবল তাঁকে। এখন আব উপায় নেই। বাড়ি ঢুকতেই হবে। স্ত্রীর সান্নিধ্যে ভয়টা যদি পালায়— এই আশাতেই বাড়ি ঢুকলেন।

বাড়িতে ঢুকে আবার একটা ধাক্কা খেলেন। এত রাত্তিরে বাইরের ঘরে এ লোকটাকে একেবারেই আশা করেন নি। আর সবথেকে আশ্চর্য ডরিসেব সঙ্গে বেশ জমিয়েই আড্ডা দিচ্ছে লোকটা। ডিস্যুজা ঘরে ঢুকতেই লোকটা বলে উঠল, এই যে প্রফেসর 'আপনার জন্যেই বসে আছি। তবে আপনি না থাকাতে কোন অসুবিধে হয়নি আমার। আমার কিন্তু হিংসে হচ্ছে আপনার ওপর। এমন স্ত্রী পাওয়া অনেক ভাগ্যের কথা।'

কথা কটা বলে ডরিসের দিকে তাকিয়ে একটু মিষ্টি করে হাসল ডিটেকটিভ ব্রিজমোহন। ডরিসের মুখেও হাসির ঝিলিক। রাগে ফেটে পড়তে ইচ্ছে হল ডিস্যুজার। একটা কথা ভেবে একটু অবাকও

হলেন। লোকটা যাদু জানে নাকি? নইলে ডরিসের মত্ত এমন মুখচোরা মানুষের সঙ্গে এমন আড্ডা জমাতে পারে। সামনে দেখলেন কফির পট পেয়ালা ইত্যাদি সাজানো রয়েছে। সেদিকে চোখ পড়তে ব্রিজমোহন বলল, 'আপনার স্ত্রী যে কত ভাল কফি করতে পারেন সেটা নিশ্চয় আপনার জানা আছে। আমি মশাই নিজের স্ত্রীকে বলে বলেও এ জিনিষটা শেখাতে পারলাম না। পটে বোধহয় একটু কফি আছে এখনো। ঢেলে নেওয়া যাক কি বলেন?'

কথাগুলো বলে ডিস্যুজার উত্তর দেবার আগেই কফি ঢেলে একটা কাপ এগিয়ে দিল তাঁর দিকে। কাপটা বাধ্য হয়েই হাতে নিলেন ডিস্যুজা।

ব্রিজমোহন আবার বলল, 'আপনি দাঁড়িয়ে কেন প্রফেসর? বসুন।'

ডিস্যুজা কফির কাপ হাতে সামনের সোফায় বসতে বাধ্য হলেন। ব্রিজমোহনের কথা থামল না। ও বলেই চলল।

'কি ব্যাপার বলুন ত প্রফেসর? আপনাকে খুব আপসেট বলে মনে হচ্ছে।'

ডিস্যুজা বললেন, 'আজকের এই ঘটনার পর আপসেট হওয়াটা কি খুব অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে আপনার?'

'না না···তা আমি বলছি না। এমন একটা ব্যাপারে সব প্রফেসরই মুষড়ে পড়ে। কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি দারুণ ভয় পেয়ে গেছেন। এত ভয় কিসের?'

ডিস্যুজার বুক কাঁপছে। এখনি বোধহয় মুখ দিয়ে কোন বেফাঁস কথা বেরিয়ে পড়বে। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে বললেন, 'আগে কখনো এ ধরনের অভিজ্ঞতা হয়নি বলেই মনটা একটু ডিসটার্বড্ রয়েছে। তার মানে এই নয় যে, আমি ভীষণ ভয় পেয়েছি। এ আপনার ভুল ধারণা ইন্সপেকটর।'

'যাকগে ও সব কথা। তা আপনি এতক্ষণ কি ফিরোজের ল্যাবেই ছিলেন।'

ডিস্যুজা চমকে উঠলেন ব্রিজমোহনের কথায়। স্ত্রীর দিকে একবার তাকালেন। স্ত্রীর চোখেমুখে একটা অদম্য কৌতুহল ফুটে উঠেছে। কি ব্যাপার! ডরিসও কি ওকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে নাকি? দারুণ চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হল, 'তোমরা যে যাই বল আর ভাব তাতে আমার কিছুই যায় আসে না। আমি ফিরোজকে খুন করিনি, খুন করিনি, খুন করিনি!' কিন্তু গলায় যেন জোর পাচ্ছেন না ডিস্যুজা। আসলে নিজের মন থেকে সন্দেহটা যায়নি এখনো। অবচেতন মন তাঁকে দিয়ে কি করিয়ে নিয়েছে কে জানে?

সচেতন হতে ডিস্যুজার মনে হল এতক্ষণ চুপ করে থাকা উচিত হয়নি। এতে ব্রিজমোহনের সন্দেহ বাড়বে বই কমবে না। তাই তাড়াতাড়ি বললেন, 'না কলেজে একটা চাবি ফেলে এসেছিলাম সেটাই আনতে গিয়েছিলাম।'

'সে কি! আপনার স্ত্রী যে বললেন একটা পেপার আনতে কলেজে গেছেন?'

ডরিসের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন ডিস্যুজা। পুলিশের সঙ্গে যে একটু সাবধানে কথা বলতে হয় এই সাধারণ জ্ঞানটুকুও নেই ডরিসের। যাক যা হবার তা ত হয়েই গেছে। উনি সামলানোর শেষ চেষ্টা করলেন। বললেন, 'ডরিস ভুল শুনেছে। পেপার নয় চাবি আনতেই গিয়েছিলাম।'

'চাবিটা কি একটু দেখতে পারি?'

এ পকেট ও পকেট হাতড়ালেন ডিস্যুজা। চাবির রিং পকেটে নেই। থাকবে কি করে? চাবির রিং ত কোটের পকেটে থাকে। কোটটা খুলেই ত বেরিয়েছিলেন। মহাবিপদে পড়লেন ডিস্যুজা। তার এই অবস্থা দেখে ব্রিজমোহন বলল, কি ব্যাপার প্রফেসর চাবিটা রাস্তায় পড়ে যায়নি ত?'

ডিস্যুজা দেখলেন এখন সত্যি কথা বলা ছাড়া উপায় নেই। বললেন, আসলে কলেজে যাবার জন্যেই বেরিয়েছিলাম, কিন্তু কলেজ যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি। খুব অন্যমনস্ক ছিলাম এতক্ষণ।

কিছুক্ষণ এদিকে ওদিকে ঘুরে বাড়ি ফিরে এলাম আবার।

এসব কথা শুনে বেশ গম্ভীর হয়ে গেল ব্রিজমোহন। ডিস্যুজার মনে এখন একটা সন্দেহই ঘোরাফেরা করছে। আজ বিকেলে ব্রিজমোহন চলে যাবার পর যে কেমিক্যাল টেস্টগুলো করেছিলাম ফিরোজের ল্যাবে সে খবর কি ও জেনে গেছে? নইলে ও জিজ্ঞেস করল কেন এতক্ষণ ফিরোজের ল্যাবেই ছিলেন কিনা? এ-সব চিন্তায় বাধা পড়ল ব্রিজমোহনের কথায়।

'প্রফেসর! আপনার ব্যাপার স্যাপার আমার একটুও ভাল ঠেকছে না। আপনার কোন সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে কন্সালট করা উচিত। আপনার স্ত্রী বলছিলেন আপনি মাঝে মাঝেই খুব নার্ভাস হয়ে পড়েন। তখন দরদর করে ঘামতে থাকেন। মনে হয় খুব কষ্ট হচ্ছে আপনার। উনি জিজ্ঞেস করলে আপনি উত্তর দেন না। এ সব কিন্তু খুব ভাল লক্ষণ নয় প্রফেসর।'

স্ত্রীর ওপর ভীষণ রাগ হল ডিস্যুজার। এতসব কথা একটা অপরিচিত পুলিশের লোককে কোন আক্কেলে বলেছে ডরিস! এতে যে দারুণ বিপদ হতে পারে সে খেয়াল কি নেই একটুও। মুখের কথা আর হাতের ঢিল—একবার বেরিয়ে গেলে আর রক্ষে নেই। ডরিসের কথা ত আর ফেরানো যাবে না। এখন কি করে যে সামলাবেন সেটাই ভেবে পেলেন না।

ডিস্যুজার কোন উত্তর না পেয়ে ব্রিজমোহন বলল, 'আপনার ত এমন হওয়ার কথা নয়। এমন স্ত্রী আপনার। এত ভাল চাকরী করেন। আপনার এমন মানসিক অবস্থা হবে কেন? থাকগে ওসব কথা। আজ আর ডিসটার্ব করব না। আজ চলি। গুড নাইট।'

লোকটা চলে যেতে রাগে ফেটে পড়লেন ডিস্যুজা।

'তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি কোনদিন হবে না? তুমি কি চিরদিন কচিখুকিই থেকে যাবে? পুলিশের লোকটাকে কি যা তা বলেছ?'

'কিছু বলিনি ত।'

'কিছু বলিনি ত!' স্ত্রীকে নকল করে মুখ বিকৃত করলেন

ডিস্যুজা। কিছু না বললে ও কি করে জানল আমি মাঝে মাঝে নার্ভাস হয়ে যাই ?

'আসলে লোকটা ভীষণ চালাক। কি করে যেন কথাটা বার করে নিয়েছে আমার কাছ থেকে। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?'

'কি ?'

'তুমি মাঝে মাঝে অমন ভয় পাও কেন বলতো ? কোনদিন ত আমাকে এ ব্যাপারে কিছু বললে না।' ডরিসের গলায় অভিমান ঝরে পড়ল।

'ওসব শুনে তোমার কোন লাভ হবে না।'

'বলে দেখই না একবার। হয়ত এতে তোমার মনের বোঝা একটু হাল্কা হতে পারে। একটু রিলিফ পেতে পার।'

ডরিস সত্যি কথাই বলেছে। আসলে আর পারছেন না। এতদিন ধরে এই ভয়ের সঙ্গে একাই লড়েছেন। কাউকে কিছু বলেননি। এমনকি ডরিসকেও না। তাঁর ধারণা ছিল এসব কথা কাউকে বলা যায় না। নিজের স্ত্রীকেও তাই কিছু বলেননি। কিন্তু আজ এমন একটা পরিস্থিতির সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন ডিস্যুজা যে এখন মনে হচ্ছে স্ত্রীকে আগেই ব্যাপারটা বলা উচিত ছিল।

ডরিসকে ঘটনাটা খুলে বললেন ডিস্যুজা।

মার একমাত্র সন্তান। বাবা মাতাল এবং দুশ্চরিত্র ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছেন বাবা রাত্তিরবেলা মদ খেয়ে বাড়ি ফেরেন আর মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করেন। এরকমই চলে আসছিল বরাবর। বাবাকে তাই দুচক্ষে দেখতে পারতেন না। মনে মনে ভাবতেন পড়াশুনা করে মানুষ হয়ে মাকে একদিন বাবার কাছ থেকে উদ্ধার করবেন। তখন আর ওই বাপের মুখও দেখবেন না।

···কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময় ঘটনাটা ঘটল। ডিস্যুজা তখনো পড়ার টেবিলে। বাবা মদ খেয়ে ফিরে মায়ের সঙ্গে প্রতিদিনের মত ঝগড়া শুরু করেছেন। আজকে হঠাৎ ব্যাপারটা সাংঘাতিক হল। বাবা হয়তো মাকে মেরে ফেলতে পারে আজ।

ভয়ে শিউরে উঠলেন ডিস্যুজা। ছুটে গেলেন মাকে বাঁচাতে।

বাবার ঘরে ঢুকে দেখলেন মায়ের দিকে বাবা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন। আর মা পেছু হটছেন। ভয়ে মুখচোখ কেমন যেন হয়ে গেছে। ডিস্যুজা ছুটে গিয়ে আড়াল করলেন মাকে। ডিস্যুজাকে দেখে বাবা আরও ক্ষেপে গেলেন। তাকে চলে যেতে বললেন ঘর থেকে। উনি গেলেন না কিছুতেই। তখন—আর তখনই···সেই ঘটনাটা ঘটল। বাবা ছুটে এসে ডিস্যুজার গলা টিপে ধরলেন। ধীরে ধীরে সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হয়ে আসছে। তারপরে আর কিছু খেয়াল নেই অজ্ঞান হয়ে গেছলেন।

এরপর থেকেই ভয়টা পেয়ে বসল ওঁকে। তখন কলেজে পড়তেন। পরীক্ষার কিছুদিন আগে থেকে ভয়টা শুরু হত। মনে হত পরীক্ষা-গুলো যেন বাবার রূপ ধরে তাঁকে গলা টিপতে আসছে। কোন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কঠিন হলে পরীক্ষা দিতে দিতেও দমবন্ধ হয়ে আসত। আসলে সমস্ত অসাফল্যের আতঙ্ক যেন বাবার রূপ ধরে ভয় দেখাতে শুরু করল।

এইভাবেই এতদিন কেটেছে। আর এর মধ্যে যতরকমের ভয় এসেছে সব ঐ বাবার গলাটিপে ধরার রূপ নিয়ে। আজকেও ফিরোজের এই মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবার হাতদুটো দেখতে পেয়েছেন।

এই কথা শেষ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার একটা নাটকীয় ব্যাপার ঘটল। ব্রিজমোহন কোথা থেকে আবার ঘরে ঢুকে পড়ল। প্রথমে মনে হয়েছিল জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছেন ডিস্যুজা। কিন্তু একটু পরেই নিজের ভুল বুঝলেন।

ব্রিজমোহন বলল, 'একটা কথা প্রফেসর! ফিরোজ কোনদিন আপনাকে গলা টিপে মারতে আসেনি ত ?'

'এসব কি বলছেন আপনি ? এতক্ষণ কি আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছিলেন ?'

'আমায় ভুল বুঝবেন না প্রফেসর। ঘর ছেড়ে বেরুবার সময়

আপনার গলার স্বরই থামিয়ে দিল আমাকে। যাক আমার কথার জবাব দিন।''

'ফিরোজ আমার গলা টিপে ধরতে যাবে কোন দুঃখে? আপনারই কোন মনের ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার। আর দয়া করে এত রাত্তিরে আমাদের জ্বালাবেন না। পুলিসের লোক বলে কি আপনারা যা খুশি তাই করবেন? আপনি এখন আসুন।'

ব্রিজমোহন আর একটি কথাও না বলে যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমন হঠাৎ-ই বিদায় নিল।

॥ পাঁচ ॥

পরের দিন সকালে ইউনিভারসিটিতে যখন পৌঁছলেন বেলা তখন প্রায় আটটা হবে। মেন গেটের সামনের লনে কয়েকজন ছাত্র জটলা করছিল। ডিসুজাকে আসতে দেখে সবাই যেন কেমন কেমন ভাবে তাকাচ্ছিল। এটা অবশ্য মনের ভুলও হতে পারে।

ডক্টর ডিসুজা একটু কুঁজো হয়ে কারো দিকে না তাকিয়ে ওদের পেরিয়ে গেলেন। মনে পড়ল তাড়াহুড়োয় সকালের কাগজটা দেখা হয়নি। কাগজে নিশ্চয় খবরটা বেরিয়েছে এ কথা মনে হতেই ভাবলেন, তাহলে কি সকলে এখন আমার কথাই আলোচনা করছে? আমার মুখে কি দুর্ঘটনার চিহ্নগুলো স্পষ্ট হয়ে ফুটে রয়েছে?'

একটু পরে আত্মস্থ হতেই বুঝতে পারলেন বিনা কারণে প্রায় ছুটতে ছুটতেই উনি কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেণ্টের দিকে এগুচ্ছেন। সচেতন হতেই গতিবেগ একটু কমিয়ে স্বাভাবিক করে আনলেন।

নিজের ঘড়ির দিকে তাকালেন। প্রায় ৮টা ২০। তার মানে দশ মিনিট আগে পৌঁছেছেন।

অফিস ঘরে এসে বসতেই টাইপিষ্ট অনুপমা নায়ার ব্যস্ত হয়ে উঠল। ও বলল, 'প্রফেসর কার্লেকার এখন টেলিফোন করছেন। ফোনটা হয়ে গেলেই আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।'

এ কথা বলতে বলতে অনুপমা ডিস্যুজার খুব কাছে সরে এল। অনুপমার এই গায়ে পড়া ভাব ডিস্যুজার মোটেই ভাল লাগে না।

অথচ এই সাদামাটা মেয়েটা খুব কাজের। যখন যে জিনিষটা টাইপের দরকার হয়, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেটা করে দেয়। সে যাই হোক, এখন খুব কাছে এসে ফিসফিস করে যে কথাটা বলল সেটা খুব ভাল লাগল না তাঁর কাছে।

ও বলল, 'কালকে যখন দুর্ঘটনার খবরটা আমায় দিলেন তখন নিশ্চয় আপনার মনের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। তাই না?'

'একটু শকড ত হয়েইছিলাম।'

'মিসেস ডিস্যুজাকেও কাল ফোনে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে আপনার বাড়ি ফিরতে দেরী হতে পারে। তা মিসেস এতে রাগ করেন নি ত?'

'না না রাগ করবেন কেন? আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।'

'আমি ভাবলাম আপনি যেমন বাড়ি ফেরার ব্যাপারে পাংচুয়াল তাতে অন্য কিছু ভেবে বসতে পারেন।'

ডিস্যুজা অনুপমার এই কথায় বেশ একটু অবাক হলেন। তার মানে মেয়েটা কি তাঁর চরিত্রে কটাক্ষপাত করছে?

অনুপমা অবশ্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার কথার বিষয়বস্তুটি পাল্টে ফেলেছে। ও বলল, 'আমার মনে হয় ছেলেটা আপনার স্টুডেন্ট বলেই আপনি এত আপসেট হয়েছেন।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

'তবে এ ব্যাপারে··।'

কথাটা শেষ হবার আগেই প্রফেসর কার্লেকারের ঘরের বেল বেজে উঠল।

অনুপমা বলল, 'আপনি প্রফেসরের সঙ্গে দেখা করে আসুন। পরে আপনাকে সব বলছি।

ডক্টর ডিস্যুজা প্রফেসর কার্লেকারের ঘরে ঢুকতেই তাঁর দিকে তাকিয়ে একটু যান্ত্রিক হাসি হাসলেন কার্লেকার। ডিস্যুজা ভাবলেন

অনেক দিন আগে কার্লেকার হয়ত সত্যিকারের প্রাণের হাসি হাসতেন। কিন্তু উপরের সারির লোকদের প্রাণের হাসি অল্প দিনেই যায় শুকিয়ে। তখন অভ্যস্ত যান্ত্রিক হাসিটি লাগিয়ে রাখতে হয় মুখে।

ডিস্যুজাও প্রাণহীন হাসি হাসলেন একটু। মুখে বললেন, 'গুড মর্ণিং প্রফেসর।'

প্রফেসর কার্লেকার একটু নত করে একটু মাথা চুলকে বললেন, 'কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার বল ত ?'

প্রফেসর কার্লেকারের পরিষ্কার করে কামানো মুখটাতে একটা দুশ্চিন্তার ভাব ফুটে উঠল। ভদ্রলোকের পরনে সেই বহু দিন আগেকার স্টাইলের স্যুট। শীত, গ্রীষ্ম সব সময়েই সেই চওড়া চওড়া বিভৎস সব রংয়ের টাই। ওঁকে দেখলে মনে হয় সভ্যতার অগ্রগতি বছর কুড়ি আগে শেষ হয়ে গেছে। অথবা ওঁর যা কিছু দেওয়ার ছিল, বছর কুড়ি আগে তা করায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিয়েছেন, আর কিছু করার ইচ্ছেও নেই, প্রয়োজনও নেই।

ডিস্যুজা কার্লেকারের কথায় সায় দিলেন। ব্যাপারটা যে ভয়ঙ্কর এ বিষয়ে অবশ্য কোন সন্দেহই নেই তাঁর মনে।

কার্লেকার বললেন, 'অবশ্য ফিরোজের পক্ষে এ ধরণের একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসা খুবই স্বাভাবিক। ওর অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার দেখে ওকে রিসার্চ করতে দিতে চাইনি গোড়ায়। কিন্তু পরে ও যোশীর কাছে কাজ করতে আরম্ভ করায় আর বাধা দিই নি আমি।'

'ফিরোজের দোষ ছিল অনেক। কিন্তু গুণও ছিল কিছু কিছু।'

'যাকগে ওসব। আমাদের সবার আগে নিজেদের ডিপার্টমেন্টের কথা ভাবতে হবে। কেউ যদি বলে, আমরা ঠিকমত সেফটি প্রিকশান নিই নি। নিরাপত্তার সব নিয়ম মেনে চলিনি, তার কি জবাব দেব ?...আচ্ছা, ব্যাপারটা গোড়া থেকে একটু বলো ত। আমি শুনলাম হাইড্রোজেন সায়ানাইডে ফিরোজের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু ও সায়ানাইডে নিঃশ্বাস নিলই বা কি করে ?'

ডিস্যুজা গোড়া থেকে সবকিছু বলে গেলেন। তাঁর কথাগুলো

শুনে প্রফেসর কার্লেকার আরও যেন বিরক্ত হলেন। বললেন, এখনকার ছেলে-ছোকরাদের সব থেকে বড় দোষ কি জান ? এদের কাছে সেফটি প্রিকশান্সগুলোর কোন মুল্যই নেই। আমি ল্যাবোরেটরিগুলো ঘুরে দেখেছি। ওদের কাণ্ডকারখানা দেখলে মেজাজ ঠিক রাখা কষ্টকর। ছেলেরা এখন সলভেন্টগুলো ফ্লেমের ওপর সরাসরি ধরে গরম করে। ওরা অ্যাসবেস্টস্ জালতি আর ছোঁয়ই না। হুডগুলোর অবস্থা জঘন্য। আমি ভাবছিলাম এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনার জন্য একটা ডিপার্টমেণ্টাল মিটিং ডাকব। কিন্তু মিটিং ডাকার আগেই এই কাণ্ড বাধিয়ে বসল ফিরোজ।'

ডিসুজা চেয়ারে বসে বসে অস্বস্তিবোধ করছিলেন। তিনি ভাবছিলেন নিরাপত্তার ব্যবস্থা ল্যাবোরেটরিতে ত খুব খারাপ নয়। কিন্তু কার্লেকারের কথায় মনে হচ্ছে সমস্ত ডিপার্টমেণ্টাই যে বিস্ফোরণে উড়ে যায় নি এটাই আশ্চর্য ! হেডের কথায় প্রতিবাদ করা যায় না। বিশেষ করে যখন প্রমোশনটা আটকে আছে। কিন্তু তবুও নিজেকে সামলাতে পারলেন না। বলে ফেললেন, 'কিন্তু স্যার ! এরকম বড় অ্যাকসিডেন্ট ডিপার্টমেণ্টের ইতিহাসে এই বোধহয় প্রথম।'

'এরকম আর কটা অ্যাকসিডেন্ট চাও তুমি ? ডিসুজা চুপ করে রইলেন। কার্লেকার এই তীক্ষ্ণ বিদ্রুপটি ছুঁড়ে দিয়ে বেশ আত্মপ্রসাদ পেলেন যেন। একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, 'আমার মতে ল্যাবোরেটরিতে নিরাপত্তার জন্য ছাত্রদের কি করা উচিত সে সম্পর্কে একটা লেকচার সিরিজ চালু করা দরকার। প্রত্যেক দিন বিকেল পাঁচটার পর এই লেকচার শুরু হবে। আর সব ছাত্রকে অবশ্যই এ লেকচার শুনতে হবে। তোমার কি মনে হয় ?'

'চেষ্টা করতে দোষ কি ?'

ডিসুজার মোটেই ভাল লাগল না।

'ঠিক আছে। তাহলে তুমিই এই কোর্স অর্গ্যানাইস করার ভার নাও। তোমার গুরু প্রফেসার সুব্রামানিয়ামকেও নিতে পার। তাঁকে একটা কাজ দেওয়া দরকার। এ কাজটা পেলে তিনি খুশিই হবেন।'

ডিস্যুজা যান্ত্রিকভাবে বললেন, 'হ্যাঁ স্যার।'

—ডিস্যুজার ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগছিল না। এ যেন একরকম পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা। তাঁর ছাত্র অসাবধান হয়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে বলেই যেন ডিস্যুজাকে লেকচার দিয়ে আর সবাইকে সাবধান হতে বলতে হবে।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়ল কার্লে'কারের। বললেন, 'প্রায় ন'টা বাজে। তোমার ত এখন ক্লাশ, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আজকে কি তুমি ক্লাশ নিতে পারবে? না কি এখনও এত আপসেট হয়ে রয়েছ যে···'

'না-না! আমার কিছু হয়নি। আমি লেকচার দেব।'

'ও তাহ'লে ত ঠিকই আছে।···কালকে আমার মেয়ের জন্মদিন তোমরা আসছ ত?'

'নিশ্চয়।'

'তাহলে ঐ কথাই রইল। কেমন?'

প্রফেসর কার্লে'কারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসতে হলে অফিসের ভেতর দিয়ে বেরতে হয়। তাই টাইপিস্ট অনুপমার সঙ্গে দেখা হবেই বেরোবার সময়। ডিস্যুজা ভাবছিলেন ফিরোজের ওপর সবাই বিরক্ত। এমন কি মেডিক্যাল ফ্যাকালটির যে প্রফেসরকে ডেকেছিলেন শেষ সময় তিনিও খুব খারাপ ধারণা পোষণ করতেন ওর সম্বন্ধে। এত ক্রোধ, এত ঘৃণা যে জমিয়ে রেখেছে অনেকের মনে, তাতে তার মৃত্যু এমনভাবে হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু এদের মধ্যে খুনী কে?

একটা কথা ভেবে ডিস্যুজা কিছুটা স্বস্তি পেলেন। এখনও পর্যন্ত সব সময় ফিরোজের প্রশংসাই করে এসেছেন। তাই আশা করা যায় ওর ওপর কারো সন্দেহ পড়বে না।

এইসব আবোল তাবোল ভাবছিলেন ডিস্যুজা। খেয়ালও নেই কখন তিনি কার্লে'কারের ঘর থেকে বেড়িয়েছেন। আর কখনই বা অনুপমার কাছাকাছি গিয়ে পড়েছেন। চমক-ভাঙতে দেখলেন

অনুপমা তাঁকে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছে। তিনি অবশ্য সেকথা বিন্দুমাত্র শোনেন নি এতক্ষণ। সচেতন হওয়ার পর বললেন, 'একস্‌কিউজ মি। আমি এত অন্যমনস্ক ছিলাম যে এতক্ষণ আপনার কোন কথাই শুনিনি।'

'আপনার কি হয়েছে বলুন ত ? কাল'কার কি খুব রেগে গেছেন আপনার ওপর ?'

'না-না। ওসব কিছু নয়।

'আমি জানি কেন আপনি এত আনমাইণ্ডফুল আজকে ? কিন্তু এবিষয়ে আপনাকে একটা কথাই বলতে চাই। ফিরোজের জন্য আপসেট হওয়ার কোন মানে হয় না। ছেলেটা আপনাকে ভীষণ অশ্রদ্ধা করত। আপনি ওর দু-চোখের বিষ ছিলেন।'

অনুপমার কথায় একেবারে হতবাক হয়ে গেলেন ডিস্যুজা।

॥ ছয় ॥

ক্লাশ সেরে নিজের চেম্বারে ফিরে এসে দেখলেন সুব্রামনিয়াম বসে আছেন। তাঁর হাতে হেটারোসাইক্লিক কেমিস্ট্রির একটা বই।

ডিস্যুজা ঘরে ঢুকতেই মুখ তুলে তাকালেন সুব্রামনিয়াম। তাঁর কুঁচকে যাওয়া গালে দেখা গেল একটু ক্ষীণ হাসির রেখা।

'যাক! তুমি এসে গেছ। আমার রিসার্চ প্রজেক্টের ফাইন্যাল রিপোর্টটা দেখেছ ? গতকাল বিকেল পাঁচটায় তোমার স্ত্রীর হাতে রিপোর্ট আর প্লানের ফাইন্যাল স্কেচটা দিয়ে এসেছিলাম।'

ডিস্যুজা মনে মনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এতক্ষণ ফিরোজের মৃত্যু মনের ভিতর পাক খাচ্ছিল। সেটা যেন থেমে গেল হঠাৎ। মনে হল একটা ছাত্রের মৃত্যু ত অতি তুচ্ছ ব্যাপার। পৃথিবীতে ভূমিকম্প, মহামারী অথবা অন্য যে কোন দুর্ঘটনা ঘটুক না তাতে কিছুই

যায় আসে না সুব্রামনিয়ামের। তার থেকে অনেক অনেক বেশী গুরুত্বপুর্ণ হচ্ছে তাঁর রিসার্চ ল্যাবোরেটরি গড়ার স্বপ্ন।

ডিস্যুজা বললেন, 'হ্যাঁ স্যার, কিন্তু এখনো ওটা দেখে উঠতে পারিনি।'

ছোটখাট মানুষটার মুখে যেন একটা হতাশার ছাপ পড়ল।

সুব্রামনিয়াম বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম কাল রাত্রেই—'

'আপনার সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে গতকাল আলোচনা করার কথা ছিল। কিন্তু আমি ঠিক সময় বাড়িতেই পৌছতে পারলাম না।'

'কিন্তু বাড়ি ফিরে রাত্রেও প্ল্যানটা দেখতে পারতে?

'কাল রাত্তিরে আমার মানসিক অবস্থা ভাল ছিল না। এখন অবশ্য ওটা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।'

'না এত তাড়াহুড়ো করে জিনিষটা শেষ করতে আমার ইচ্ছে নেই। কাল তোমার বাড়ি যাব। তখন আলোচনা করা যাবে।'

'কাল আবার ডরিসকে নিয়ে সিনেমায় যাবার কথা আছে।'

'ঠিক আছে। কাল সকাল আটটায় তোমার সঙ্গে দেখা করব।'

বৃদ্ধ সুব্রামনিয়াম উঠে পড়লেন। ডিস্যুজার কাল স্ত্রীকে নিয়ে মর্ণিং শো দেখার কথা আছে সে সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করলেন না। নিজের রিসার্চ প্রজেক্ট ছাড়া অন্য কোন কথা তাঁর মাথায় ঢোকেই না।

একা একা বসে থাকতে মনটা আবার ভারী হয়ে উঠল ডিস্যুজার। ঘুরেফিরে ফিরোজের কথাই মনে পড়ছিল বার বার আজ বুঝতে পারছেন ফিরোজকে কতখানি ভালবাসতেন। ফিরোজের সঙ্গে কখনো খারাপ ব্যবহার করেন নি। ডক্টর যোশী যখন ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন তখন নিজের কাছে টেনে নিয়ে বাঁচিয়ে ছিলেন। সব ব্যাপারে সাহায্য করেছেন। ওর সঙ্গে সহজ সুন্দর ব্যবহার করেছেন সবসময়।

কিন্তু তবুও ফিরোজ কেন তাঁকে ঘৃণা করত? টাইপিস্ট অনুপমা কি মিথ্যে কথা বলেছে? কিন্তু ও মিথ্যে কথাই বা বলবে কেন? অনুপমার এ ব্যাপারে কোন ভুল হয়নি ত?

ওর কথা সত্যি কি না এটা যাচাই করবেন কি করে ? ফিরোজের মত বদমেজাজী. পাগলাটে লোকের কে এমন অন্তরঙ্গ ছিল যাকে জিজ্ঞাসা করে নিশ্চিন্ত হবেন ?

তাঁর আবার একটা অন্য কথা মনে এল । ডিস্যুজা হয়ত ফিরোজের অন্তরঙ্গ হতে পারেন নি কোনদিন। হয়ত কোনদিন কাছাকাছি আসতে পারেন নি। কিন্তু তার অন্য রিসার্চ স্কলারেরা ? তারা ত প্রায় বাধ্য হয়েই কাছাকাছি এসেছে।

ডিস্যুজা হাতঘড়িতে সময় দেখলেন। এখনো এগাবোটা বাজেনি। লাঞ্চের আগে বিশেষ কাজও নেই। অন্ততঃ ফিরোজের মৃত্যু রহস্য হদিস করার থেকে জরুরী কাজ নেই

ডিস্যুজা নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে একটা বড় হলঘর পেরোলেন। হলঘরের শেষ প্রান্তে তাঁর সিনিয়র বিসার্চ স্কলাব যোহন কাপাদিয়ার ঘর। মোহনের পাশের ঘরেই বসে একমাত্র মেয়ে রিসার্চ স্কলার নিনা ভাটিয়া। নিনাব ঘর তালা দেওয়া। তাই মোহনের ঘরের দিকে এগোচ্ছিলেন। এমন সময় রিডার প্রীতম সিং চাওলার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

প্রীতম বলল, 'গুড মর্ণিং ডক্টর ডিস্যুজা !'

'গুড মর্ণিং'

'স্যার ! আপনি কি খুব ব্যস্ত আছেন ?'

ডিস্যুজা ভাবলেন, কাজের সময় যত বাধা। প্রীতমকে উনি একটুও পছন্দ করেন না। তার কারণ, দুজনের স্বভাবে মিল নেই একটিও। প্রীতম আড্ডাবাজ হাসিখুশি। জীবনটাকেও খুব হালকা-ভাবে নিয়েছে। ডিস্যুজা গম্ভীর, সিরিয়াস টাইপের মানুষ। তাঁর কাছে পৃথিবী একটা লড়াইয়ের জায়গা। প্রায় সব সময় নানারকম শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে। সবথেকে বড় শত্রু সেই অদ্ভুত শ্বাসরোধী ভয়। ব্রিজমোহন ঠিকই বলেছে। মনের ডাক্তারের কাছে তাকে একবার যেতেই হবে। নইলে বোধহয় দমবন্ধ হয়ে কোনদিন মরেই যাবেন। সে যাই হোক ব্যস্ত আছেন একথাটা বলতে পারলেন

না। কারণ সেকথা বললেই প্রীতম জিজ্ঞেস করত কি নিয়ে আপনি এত ব্যস্ত। আর ডিস্যুজা চান না—লোকে জানুক যে তিনি ফিরোজের খুনের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। ডিস্যুজা তাই বললেন, 'না, খুব একটা জরুরী কাজ নেই কিছু।'

'তাহলে চলুন আপনার চেম্বারে। একটু আড্ডা দেওয়া যাক।'

ডিস্যুজা প্রীতমকে অনুসরণ করে একটু পরেই নিজের ঘরে পৌঁছে গেলেন। প্রীতম বেশ আরাম করে একটা চেয়ারে বসে চুরোট ধরাল। প্রীতমের দিকে চোখ ফেরালেন ডিস্যুজা। চেহারাটা বেশ ভাল ওর। আর সেটা ভাঙ্গিয়েই যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছে ডিপার্টমেণ্টে। ওর আলোচনার বিষয় বস্তুও জানা আছে।

'প্রফেসর। আপনার ক্লাশে বেশ কয়েকটা নতুন মেয়ে আমদানি হয়েছে দেখছি। এদের মধ্যে দু-একটা বেশ খাসা জিনিষ রয়েছে। আপনার ভাগ্যটা এদিক দিয়ে খুব ভাল। আমার ক্লাশে যত খেঁদি পেঁচি।'

এইরকম একটা দারুণ পরিস্থিতির মুখে প্রীতমের এই স্থূল রসিকতা ভাল লাগছে না একটুও। ইচ্ছে হচ্ছে ঠাস করে ওর গালে চড় বসিয়ে দেন। কিন্তু সেসব করার উপায় নেই। মনে মনে ভাবলেন একবার হেড অব দি ডিপার্টমেণ্ট হয়ে গেলে প্রীতমকে দেখে নেবেন। কিন্তু ফিরোজ ছোকরা যে বিপদের মাঝখানে তাকে ফেলে গেল তাতে কি আর ডিপার্টমেণ্টাল হেড হতে পারবেন কোনকালে? যাকগে সেসব কথা। এখন এই আপদ বিদায় করার জন্য বললেন, 'প্রীতম বয়স ত অনেক হোল, বিয়ে থা করছ না কেন?'

'বিয়ে করলেই তো আপনার মত অবস্থা হবে আমার। টাইপিস্ট অনুপমা কাছে আসতে চাইলেও আপনি যেমন তার থেকে সাত হাত দূরে সরে থাকেন, আমার অবস্থাও ঠিক তাই হবে। কোন সুন্দরী মেয়ের দিকে তাকাতে পারব না। আর ওদের দিকে তাকাতে না পারলে বেঁচে থেকে কি লাভ?'

'তুমি ত শুধু ওদের দিকে তাকাও না। ওদের সঙ্গে ফ্লার্ট করার

চেষ্টা করো। ওদের হাত ধরে টান। তোমার গুণের ত আর অন্ত নেই। কোনদিন একটা কমপ্লেন হলে চাকরিটা যাবে।'

'আপনার এই কথাতেই বোঝা গেল বিয়ে করলেও মেয়েদের কোন কথাই জানা নেই আপনার। মেয়েরা সব সময়ই চায় ওদের দিকে পুরুষরা নজর দিক। ওদের বিরক্ত করুক। নইলে এত সাজপোষাকের ঘটা কেন ওদের! আপনি হয়ত ভাবছেন ওদের গায়ে হাত দিলে ওরা রেগে যায়

'আঃ প্রীতম! তোমার মাত্রাজ্ঞানের অভাব বড্ড বেশী।'

ডিস্যুজাব এ কথায় প্রীতম হো হো করে হেসে উঠল। অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বলল, 'গায়ে হাত দিয়ে একদিন একস্‌পেরিমেণ্ট করেই দেখুন না প্রফেসর। দেখবেন ওরা কিছু বলছে না। প্রথমে একটু ন্যাকামো করবে হয়ত। কিন্তু তার পরেই . .।'

'প্রীতম! তুমি কি এসব আলোচনা করার জন্যেই এসেছ?'

'আপনি ত জানেন প্রফেসর। এসব কথা ছাড়া আর কিছুই আলোচনা করি না আমি। তবে আমার পয়েণ্টটা প্রুভ করেই এখন-কার মত রেহাই দেব আপনাকে। আপনার ছাত্রী নিনা ভাটিয়াকে চেনেন ত?'

'যে মেয়েটি আমার কাছে পি.এইচ ডি-র জন্য রিসার্চ করছে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ মেয়েটির কথাই বলছি। ওকেই ত একদিন বেশ ভাল করে···।'

ওকে বাধা দিয়ে ডিস্যুজা বললেন, 'আঃ প্রীতম! তুমি থামো ত।'

প্রীতম তবু থামল না।

'কিন্তু প্রফেসর! সেটা নিয়ে বেশ ঝামেলায় পড়েছিলাম। ফিরোজ বলে যে ছেলেটি গতকাল মারা গেছে সে কেমনভাবে যেন ব্যাপারটা জেনে গেল। আর আপনি ত জানেনই ফিরোজ কি টাই-পের ছেলে। ওত আমাকে প্রায় মারতেই এল। আর তখনই জানতে পারলাম ফিরোজের সঙ্গে নিনার···।' কথাটা আর শেষ করল না প্রীতম। একটু অর্থপূর্ণ হাসি হাসল শুধু।

এটা একটা নতুন খবর ডিসুজার কাছে। প্রীতমের কাছ থেকে এ ব্যাপারে আরো কিছু জানার ইচ্ছে হচ্ছিল।

ডিসুজা জিজ্ঞেস করলেন, 'ফিরোজ তাহলে তোমাকেও মারতে গিয়েছিল ?'

'আর বলেন কেন ? ব্যাটা মরে অনেককেই শাস্তি দিয়ে গেছে। এখন আবার শাস্তিতে নিনার সঙ্গে একটু।'

'ফিরোজ তাহলে নিনাকে ভালবাসত ?'

'ওসব ভালোবাসাবাসির আমি কিছু বুঝি না। আসল হচ্ছে···।'

'তার মানে ফিরোজ মারা যাওয়ায় তোমার বেশ আনন্দ হয়েছে। কি বল ?'

'আনন্দ ? তা একটু হয়েছে। কিন্তু এ ধরণের অ্যাকসিডেন্ট এর আগে ত কখনো হয়নি। আমার মনে হয় ফিরোজ খুব মানসিক অশান্তির মধ্যে ছিল। নইলে এরকম ভুল ত কোন কেমিস্ট করতে পারে না। যাকগে প্রফেসর আমি চলি এখন। যাবার আগে শুধু একটা কথা বলতে চাই। অনুপমাকে একটু পাত্তা দিন। দেখবেন কি মজা এতে। আর নিনাকে আমার হয়ে একটু সিমপ্যাথি জানাবেন।'

প্রীতম চলে গেল।

অনুপমার কথা উঠতে নিজের স্ত্রীর মুখখানি ভেসে উঠল ডিসুজার মনে। ডরিসের চোখেমুখে এখনো যৌবনের উচ্ছলতা। ছেলেমেয়ে হয়নি বলেই হয়ত একটু বেশী ছেলেমানুষ রয়ে গেছে। মাঝে মাঝে মনে হয় ডরিস হয়ত যা আশা করে তার কাছ থেকে সে সব আশা তিনি পুরণ করতে পারেন না ঠিক মত। আর তাই কোন কোন সময় দারুণ ভয় হয়—ডরিস হয়ত তাকে ছেড়ে চলে যাবে একদিন। তাই কোন পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে কথা বলতে দেখলেই দারুণ ঈর্ষা হয়। এই ত গতকাল রাত্তিরে ব্রিজমোহন আর ডরিসকে একসঙ্গে বসে থাকতে দেখে মাথায় আগুন চড়েছিল। অনেক কষ্টে সামলেছেন নিজেকে। প্রীতমকে ত বাড়িতে নিয়ে যেতে চান না কিছুতেই।

এমন কি ছাত্ররা বাড়িতে গেলে অস্বস্তি বোধ করেন। ফিরোজ অবশ্য মাঝে মাঝে তার বাড়িতে যেত। তবে কি অবচেতন মনে ফিরোজের ওপর ভীষণ একটা ঈর্ষা ছিল। আর সেই ঈর্ষার বশেই কি ফিরোজকে খুন করে ফেলেছেন নিজের অজান্তে? না না এ কি ভাবছেন ডিস্যুজা। এসব পাগলের মত চিন্তা ছাড়া দরকার।

মনটাকে অন্যদিকে ফেরানোর চেষ্টা করলেন। ডিস্যুজার মাথায় একটা নতুন চিন্তা এল। প্রীতম জানে না যে, ফিরোজের মৃত্যুটা সাধারণ মৃত্যু না, তাকে খুন করা হয়েছে, সেটা ডিস্যুজা জেনে ফেলেছেন। আর ফিরোজকে খুন করলে প্রীতমের যে লাভ হবে সেটা ও নিজে থেকেই বলে গেল। প্রীতমই খুন করল নাকি ফিরোজকে?

॥ সাত ॥

নিনাকে নিয়ে প্রীতমের সঙ্গে ফিরোজের যে মন কষাকষি হয়েছিল সে সম্বন্ধে আরো ভালভাবে খোজখবর নেবেন ঠিক করলেন ডিস্যুজা। আর একটা নতুন খবর হচ্ছে ফিরোজ নিনাকে ভালোবাসত। এ ব্যাপারটাও জানতে হবে? এইসব সাতপাঁচ ভাবছিলেন নিজের চেম্বারে বসে। এমন সময় ঘরে ঢুকল ডিটেকটিভ ব্রিজমোহন। ব্রিজমোহনকে দেখে মেজাজটা আরও খারাপ হয়ে গেল ডিস্যুজার। কিন্তু বাইরে সে ভাব প্রকাশ করলে চলবে না। জোর করে মুখে হাসি টেনে আনলেন।

ব্রিজমোহন ডিস্যুজার ঘরে ঢুকেই বলল, 'গুড মর্ণিং প্রফেসর।'

'গুড মর্ণিং।'

'আমি ভাবলাম ফিরোজের এই দুর্ঘটনা নিয়ে আরো একটু আলোচনা করা দরকার। সেজন্যই চলে এলাম। আচ্ছা, ফিরোজ প্রথমে কার কাছে যেন রিসার্চ করছিল?'

'প্রফেসর যোশীর কাছে।'

'আপনি ত সিনিয়রিটির দিক দিয়ে ডিপার্টমেণ্টাল হেড কার্লে-কারের পরেই, তাই না ?'

'হ্যাঁ।'

'উনি রিটায়ার করবেন কবে ?'

'এই বছর।'

'তার পরেই আপনার হেড হবার চান্স, তাই না ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এই দুর্ঘটনায় আপনার এই প্রোমোশনের ব্যাপারে কোন ক্ষতি হবে না ত ?'

'দুর্ঘটনার দায়িত্ব আমার ঘাড়ে আসছে কি করে সেটাই ত বুঝলাম না।' ডিস্যুজার কথায় বিরক্তি ঝরে পড়ে।

'আচ্ছা আপনি যদি হেড না হন তাহলে এরপব কি ডক্টর যোশীর হেড হবার চান্স আছে ?'

'হ্যাঁ।'

খুব নিরীহভাবে কথাবার্তা শুরু করেছিল ব্রিজমোহন। কিন্তু এখন দেখছেন ক্রমশঃ ব্যাপারটাকে আরো জটিল করে ফেলেছে। যোশীর কথা একবারও মনে আসেনি ডিস্যুজার। অথচ ফিরোজ যে খুন হয়েছে এটা একমাত্র তিনিই জানেন। কিন্তু ব্রিজমোহনের এই কথায় এখন তার সন্দেহ হচ্ছে, সেও জানে ফিরোজ খুন হয়েছে। নইলে বার বার ও ছুটে আসছে কেন ? ডিস্যুজাব চিন্তায় বাধা পড়ল ব্রিজমোহনের কথায়।

'প্রোফেসর। এই ডক্টর যোশীর কাছেই ত ফিরোজ প্রথমে কাজ করত ? তাই না ?'

'আপনি এসব খবর পেলেন কোথায় ?'

'এ ব্যাপারে দু-চারজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাই খবরটা পেয়ে গেলাম।' আচ্ছা প্রোফেসর, 'ডক্টর যোশী লোক কেমন ?'

'ভালই।'

'তাহলে ও আপনার কাছে চলে এল কেন ? শুনেছি যোশী খুব

বদমেজাজী। সেই জন্যই কি ও চলে এসেছিল আপনার কাছে?'

'তা হতে পারে। ডিস্যুজা এ আলোচনা বন্ধ করতে চাইছিলেন।'

'প্রোফেসর, ডক্টর যোশীর সঙ্গে এ ব্যাপারে একটু আলোচনা করা দরকার। চলুন না ওঁর সঙ্গে দেখা করে আসি।'

ডিস্যুজা পারতপক্ষে যোশীর কাছে যেতে চান না। কারণ লোকটা দারুণ অহঙ্কারী। নিজের পাণ্ডিত্য সব সময় জাহির না করলে শান্তি পান না। কিন্তু পুলিশকে মেনে চলা ছাড়া উপায় নেই। তাই ব্রিজমোহনকে সঙ্গে নিয়ে ডিস্যুজা যোশীর চেম্বারে গিয়ে হাজির হলেন।

ডিস্যুজা ও ব্রিজমোহনকে দেখে যোশী ত অবাক। কারণ ডিস্যুজা কোনদিন যোশীর চেম্বারে আসেন না। অন্তত যোশীর এমন ঘটনার কথা মনে পড়ছে না। আর সঙ্গের গোলগাল লোকটিকে অনেক চেষ্টা করেও চিনতে পারলেন না। তাই বললেন, 'কি ব্যাপার ডঃ ডিস্যুজা, সূর্য কি আজ পশ্চিম দিকে উঠেছে?'

'কেন?'

'আপনি হঠাৎ আমার চেম্বারে। ভুলেও ত কখনো আসেন না এদিকে। আর ইনি কে?'

একথার কোন সোজাসুজি জবাব না দিয়ে একটু দেঁতো হাসি হাসলেন ডিস্যুজা। তারপর বললেন, 'ইনি ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর ব্রিজমোহন। ফিরোজের দুর্ঘটনা নিয়ে তদন্ত করছেন।'

'তাই বুঝি? আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।'

ব্রিজমোহন আর ডিস্যুজা যোশীর সামনে দুটো চেয়ারে বসলেন। ব্রিজমোহন বলল, 'ডক্টর যোশী! ফিরোজের সম্বন্ধে দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করতেই আপনার কাছে আসা।'

'কি কথা জানতে চান বলুন?'

'ফিরোজ ছাত্র হিসেবে কেমন ছিল বলুন ত?'

'একেবারে ওয়ার্থলেস।'

'এটা আমি মানতে রাজী নই।' বলে ফেললেন ডিস্যুজা।

'ওর সাবজেক্টের কি বোঝেন আপনি ? ও যার ওপর কাজ করত সেটা আমার সাবজেক্ট, আপনার নয়। আর আমিই একমাত্র জানি যে ও কোন দিনই পি.এইচ.ডি পেত না।'

'একথা বলছেন কেন ডক্টর যোশী ? জিজ্ঞেস করল ব্রিজমোহন।'

'আমার কাছ থেকে ফিরোজের চলে যাওয়ার কারণ হচ্ছে রিসার্চের ব্যাপারে আমার সঙ্গে দারুণ বাজে তর্ক করত। যুক্তিগুলো ছিল একেবারেই হাস্যকর। তাই বিদায় করতেই চেয়েছিলাম। তারপর আমার ব্রিলিয়ান্ট স্কলার শোভনলালের সঙ্গে হাতাহাতি করে বসতেই সুবিধে হয়ে গেল। ওকে বার করে দিলাম আমার গ্রুপ থেকে। আর ফিরোজ মরায় আপনিও ত বেঁচে গেলেন ডক্টর ডিস্যুজা। কারণ ওর পি.এইচ.ডি-র ব্যাপারে আপনি ত কোনদিন ওকে সাহায্য করতে পারতেন না। আর পি.এইচ.ডি-ও ওর হত না কোনদিন।'

'ফিরোজ যে বিষয় নিয়ে কাজ করছিল সেটা আমার স্পেশাল পেপার না হতে পারে। কিন্তু তাই বলে আমি ওকে একটুও সাহায্য করতে পারব না এ ধারণা আপনার হোল কি করে ?' জিজ্ঞেস করলেন ডিস্যুজা।

'কারণ আপনার ক্যালিভার আমার জানা আছে। শুধু সিনিয়ারিটির জোরেই ত আপনি এখন ডিপার্টমেন্টাল হেড হবেন। নইলে ও পোস্ট ত আমারই পাওয়ার কথা।'

'আচ্ছা ডক্টর যোশী, ফিরোজের এই দুর্ঘটনায় ডক্টর ডিস্যুজার কেরিয়ারের কোন ক্ষতি হবে না ত ? অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি এর জন্য কর্তৃপক্ষ ওঁকে ডিপার্টমেন্টাল হেড নাও করতে পারেন কি ?'

'বলা যায় না। এই মৃত্যুটা ওঁর ইরেস্পনসিবিলিটির জন্যে যে হয়েছে সেটা ত সত্যি।'

'এসব কি বলছেন ডক্টর যোশী। আপনার কথাবার্তাগুলো এমন যে বেশীক্ষণ আপনাকে সহ্যই করা যায় না।' রাগে ফেটে পড়লেন ডিস্যুজা।

'আমাকে সহ্য করতে আপনাকে কে বলেছে ?'

'চলুন মিঃ শর্মা। এই অভদ্রের ঘরে আর একটুও থাকতে ইচ্ছে করছে না।'

ব্রিজমোহন কিন্তু একটুও বিচলিত হয়নি এই ঘটনায়। ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই দুর্ঘটনার ফলে ডিসুজার বদলে আপনি হেড অব দি ডিপার্টমেণ্ট হলেও হতে পারেন। আচ্ছা চলি আজ। পরে দেখা হবে।'

যোশীর ঘর থেকে বেড়িয়ে এল ব্রিজমোহন। বেরিয়ে এসে ডিসুজাকে বলল, 'আমার একটা কাজ রয়েছে। এক্ষুনি যেতে হবে। যোশীর সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু জানার ছিল। কিন্তু এখন আর সময় নেই, ব্রিজমোহন আর অপেক্ষা না করে বেড়িয়ে গেল।

ডিসুজা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর সিনিয়ার রিসার্চ স্কলার মোহন কাপাদিয়ার ঘরের দিকে এগোলেন। মোহনের ঘরে ঢুকে বললেন, 'মোহন! তুমি কি খুব ব্যস্ত আছ ?'

'না স্যার!' মোহন বেশ নার্ভাস হয়ে পড়ল তাকে দেখে।

'তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল। তোমার কি সময় হবে ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'তাহলে এস আমার সঙ্গে।'

ডিসুজা নিজের চেম্বারে এসে বসলেন। তার সামনের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল মোহন। ডিসুজা মোহনের দিকে চোখ ফেরালেন। মোটাসোটা গোলগাল চেহারা মোহনের। ছোট ছোট করে ছাটা চুল। চোখে আগেকার ফ্যাশানের চশমা।

ডিসুজা বললেন, 'ফিরোজের এই দুর্ঘটনার পর নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হচ্ছে। ওর সম্বন্ধে যে আমি কিছুই জানি না— এটা ভেবে বেশ লজ্জা হচ্ছে। ওর দিকে নজর দিলে হয়ত এমনটা হত না। আজ হঠাৎ মনে হল, আমার অন্য ছাত্রদেরও বিশেষ খোঁজ-খবর নিই না। যেমন ধরো, তোমার সম্বন্ধেই বা আমি কতটুকু জানি।'

একথা শুনে মোহন যেন আরো নার্ভাস, আরো লজ্জিত হয়ে

পড়ল। বলল, 'এটা কি বলছেন স্যার। আপনার বিরুদ্ধে আমার কোন নালিশ নেই।'

'কথাটা শুনতে বেশ ভাল লাগছে। কিন্তু তবুও মনের ভেতরে একটা কাঁটা বিঁধে আছে যেন। যেমন ধরো, গত এক মাসে তুমি কি কাজ করেছ তা নিয়ে আমরা কোন আলোচনা করিনি। কোন গণ্ডগোল হয়নি তো?'

'না স্যার। মার্চে থিসিস জমা দেব। আমার কাজ ত শেষ। এখন লেখা শুরু করতে হবে।'

ডিস্যুজা মাথা নাড়লেন। মোহন থায়াজোলাইডোনসের সিন-থেসিস নিয়ে কাজ করছে। ডিস্যুজা হালকা সুরে বললেন, 'তার মানে আর কিছুদিনের মধ্যেই আমার ওপর আর তোমার কোন রাগ বা বিদ্বেষ থাকবে না।'

মোহন অবাক হয়ে গেল এই কথা শুনে। ও যেন নিজের কানকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। বলল, 'কি বললেন স্যার?'

'প্রোফেসর সুব্রামনিয়াম বলেন বেশীর ভাগ পি.এইচ.ডি-র ছাত্র তার গাইডকে দু' চক্ষে দেখতে পারে না।'

'উনি নিশ্চয় রসিকতা করছিলেন। দু-একজনের সঙ্গে অবশ্য গাইডের ঝামেলা হয়। কিন্তু সকলের বেলায় কথাটা খাটে না।'

'ফিরোজের বেলায় কথাটা খাটে কি?'

মোহন প্রথমে কোন উত্তরই দিল না—যেন শুনতে পায়নি। ডিস্যুজা আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার সম্বন্ধে ফিরোজের কেমন ধারণা ছিল বল তো?'

'আমি ··মানে···আমি ওর সঙ্গে খুব বেশী মিশিনি ত। কারো সঙ্গেই ওর তেমন মেলামেশা ছিল না।'

'কিন্তু ও আমাকে পছন্দ করত না। এটা ত ঠিক?'

মোহন একমুহূর্ত কি যেন ভেবে নিয়ে বলল, 'ও ত কাউকেই পছন্দ করত না।' একথা বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। ডিস্যুজা হাত নেড়ে ওকে বসতে বললেন। 'যাচ্ছ কোথায়? তোমার সঙ্গে আমার

কথা শেষ হয়নি এখনো। তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছ না। আমি জানতে চাই, ফিরোজ আমাকে সত্যি সত্যিই অপছন্দ করত কিনা?'

মোহন যেন হতাশ হয়ে বসে পড়ল আবার। বুঝল, এই প্রশ্নের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। তাই বলল, 'ব্যাপারটা তা হলে খুলেই বলি। ফিরোজ আপনাকে একটুও পছন্দ করত না।'

'কিন্তু কেন?'

'ছেলেটা একটু অস্বাভাবিক গোছের ছিল। মানে

'আমি বুঝেছি। একজন মৃত মানুষের সম্পর্কে কোন অশ্রদ্ধা প্রকাশ করার ইচ্ছে তোমার নেই। কিন্তু এটা একটা কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। তুমি এ ব্যাপারে যা জান খোলাখুলিভাবে বললে খুশি হব।'

'স্যার, একদিন আমাদের মধ্যে প্রোফেসরদের নিয়ে কথা হচ্ছিল।'

'তাই নাকি?' নিজের ছাত্র-জীবনের কথা মনে পড়ল ডিস্যুজার। ঐ বয়সে নিজেরাই এরকম করেছেন অনেক।

'হ্যাঁ স্যার। আমাদের মধ্যে একজন বলল, ডক্টর যোশী রিসার্চের ব্যাপারে যেন একটা ডিকটেটার।' একথা শুনে ফিরোজ বলেছিল, 'এর ঠিক উল্টোটা হচ্ছেন আপনি। ছাত্র ভেসে আছে কি ডুবে গেছে, সে সম্পর্কে আপনার বিন্দুমাত্রও চিন্তা নেই।'

'তাই বুঝি?'

'কিন্তু স্যার। সেমিনারের সময় আপনি যখন কিছু বলতেন তখন আপনার দিকে ফিরোজ এমনভাবে তাকিয়ে থাকত যে আমার একটা অদ্ভুত কথা মনে হত।'

'কি কথা?'

'আমার মনে হত ফিরোজ আপনাকে দারুণ ভয় করত।'

'আমাকে ভয়? কিন্তু কেন?'

'আমি আর কিছু জানি না স্যার।'

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। একটু পরে মোহন যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'যাচ্ছি স্যার।'

ডিস্যুজা বললেন, 'এস।'

মোহন চলে যাওয়ার পর ডিস্যুজা বিড় বিড় করে নিজের মনেই বকতে লাগলেন, 'আমি এখন কি করি? মনে হচ্ছে ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়ছি। মাথাটা কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। ফিরোজ আমাকে ভয় পেত কেন সেটা যেমন করেই হোক জানতে হবে।'

ডিস্যুজার নিজেকে খুব অসহায় মনে হতে লাগল। ফিরোজের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত সবকিছুই কেমন যেন এলোমেলো কেমন রহস্যে ভরা। এই রহস্যের জাল ক্রমশঃ ঘিরে ধরেছে তাঁকে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে একমাত্র তিনি নিজেই খুন করতে পারেন ফিরোজকে। নিজের অজান্তে কাউকে খুন করা যায় নাকি? এসব কথা একটুও ভাবতে চাইছেন না ডিস্যুজা। কিন্তু না ভেবেও ত পারছেন না।

॥ আট ॥

'ম্যাড্রাস টিফিনে' একটা কেবিনে বসে আলোচনা করছিলেন ডিস্যুজা নিনার সঙ্গে।

'গতকালের ঘটনায় তুমি খুব মুষড়ে পড়েছ দেখছি।' একথার কোন জবাব দিল না নিনা।

আমার মনে হয়···(ডিস্যুজা বুঝতে পারছিলেন না কথাটা কি-ভাবে তুলবেন) তুমি···মানে···তুমি ফিরোজের···মানে···তোমাদের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব ছিল। তাই না?'

নিনা এতক্ষণ মাথা নীচু করেছিল। এই কথায় চোখ তুলে তাকাল ডিস্যুজার দিকে। আর ঠিক সেই সময় হঠাৎ ওর চোখদুটো জলে ভরে গেল। বলল, 'ঠিক ছিল ফিরোজের পি.এইচ.ডি হয়ে গেলেই আমাদের বিয়ে হবে।'

বেয়ারা এসে দু-কাপ কফি দিয়ে গেল। বেয়ারাটা আসাতে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন ডিস্যুজা। তবু একটু অন্যমনস্ক হওয়ার সুযোগ

পাওয়া গেল। লোকটা চলে যেতে বললেন, 'আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে। আমি ব্যাপারটা জানতাম না। তোমার কিন্তু আসা উচিত হয়নি।'

'তাতে কিছু হয়নি স্যার। তাছাড়া বাড়িতে বসে থাকতে আরও কষ্ট হচ্ছিল আমার।'

একটু থেমে আবার বলল, 'আপনি কি স্যার ফিরোজের সম্বন্ধেই কথা বলতে চান?'

ডিসুজা কিছু উত্তর দেবার জন্য নিজের মনের ভেতরটা হাতড়ে বেড়াতে লাগলেন। শেষে আর কিছু না পেয়ে বললেন, 'কথাটা এই মুহূর্তে বলা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু আমি ফিরোজের রিসার্চের কথাটা না ভেবেও পারছি না।'

'আপনি কি স্যার ওর কাজটা কনটিনিউ করতে চান?'

'যাকগে! এখন ও-সব নিয়ে আলোচনা করার দরকার নেই। পরে এক সময় ভেবে দেখা যাবে।'

নিনা এতক্ষণে যেন একটু ভালভাবে তাকাল ডিসুজার দিকে। কিছুক্ষণ এইভাবে তাকিয়ে থাকার পর বলল, 'ফিরোজকে আপনার একটুও ভাল লাগত না। তাই না?'

একথায় ডিসুজা বেশ বিপদে পড়ে গেলেন। কি বলবেন এখন নিনাকে? কি জবাব দেবেন এ কথার? তাই বললেন, ফিরোজের ওপর আমার অনেক আশা ছিল।'

'আপনি তাহলে এ ব্যাপারে একটা একসেপশান। কারণ, খুব অল্প লোকেরই ওর সম্বন্ধে ভাল ধারণা ছিল। আর এর জন্য তাদেরও বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না।'

নিনা কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলল, ফিরোজ ছেলেটা একটু অদ্ভুত প্রকৃতির ছিল। সব সময় একটা আবরণ দিয়ে রাখত নিজের চারপাশে। সেই আবরণ সরিয়ে ওর কাছাকাছি পৌঁছোন খুব শক্ত। কিন্তু একেবারে কাছে যেতে পারলে দেখতে পেতেন মানুষটা কত ভাল। কত মিষ্টি ওর আসল চেহারাটা।

নিনা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ধরা ধরা গলায় বলতে শুরু করল, 'আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না, কেমন করে এমনটা হয়ে গেল। ওর সঙ্গে যতটুকু মিশেছি, তাতে মনে হয় এ ধরনের ভুল করা প্রায় অসম্ভব ওর পক্ষে।'

'ফিরোজের ফ্যামিলিটা কেমন ?'

'আপনি ফিরোজেব প্রাইভেট লাইফ সম্পর্কে কিছুই জানেন না বুঝি ?'

'না আমার এখন মনে হচ্ছে ছাত্রদের সঙ্গে আরও অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ হওয়া উচিত।···তোমাকে আর কষ্ট দেওয়া বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না। ফিরোজের কথা বলতে তোমাব নিশ্চয় খুব খারাপ লাগছে।'

'ওর কথা বলতেই ভাল লাগছে। ওর সবকিছুই ধুয়ে-মুছে গেছে এখন। শুধু কথাগুলোই বেঁচে আছে। আপনি ত জানেন ফিরোজ পার্শী ছিল।'

'হ্যা।'

'ওদের পরিবারে কতগুলো বিচিত্র ব্যাপার ঘটেছিল! সে ব্যাপারগুলো আমিও খুব একটা ভাল জানি না। আমাকে কোন-দিন খুলে বলেওনি। শুধু এইটুকু জানি, ওর বাবাকে কারা যেন গুলি করে মেরেছিল। ওর মাও আত্মহত্যা করেছিলেন। একমাত্র নিকটাত্মীয় বলতে ওর এক কাকা আছেন। তিনি কেমিক্যালের ব্যবসা কবেন। ফিবোজ একা। বিরাট সম্পত্তির মালিক। কাকার সঙ্গেও ঝামেলা বাধিয়েছিল। একদিন কি নিয়ে যেন ওদের মধ্যে হাতাহাতি হয়। তার ফলে ওর কাকার একটা পা চিরদিনের মত খোঁড়া হয়ে গেছে। তারপর থেকে ও বাইরের পৃথিবীকে ভয় করতে শুরু করেছে। কাউকে বিশ্বাস করতে পারত না। এই অবিশ্বাস শেষ পর্যন্ত একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আমি কি বলছি, বুঝেছেন নিশ্চয়!'

'বুঝেছি।'

'আর ঐ ঘটনাটাই একটা পাপচক্র তৈরি করেছিল ওর মনে।

স্বাভাবিকভাবে আর পাঁচজনের সঙ্গে মিশতে পারত না। তাই তারাও ওর ওপর নিষ্ঠুর হয়ে উঠত। এই জন্যেই প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছেটাও ওকে পেয়ে বসত মাঝে মাঝেই। আর এই ইচ্ছের বশেই বোকার মত কাজ করে বসত অনেক সময়। যার জন্যে একটি ছেলের সঙ্গে সামান্য ব্যাপার নিয়ে মারপিটই করে বসল ছেলেমানুষের মত। আর প্রফেসর যোশী ওকে বের করে দিলেন গ্রুপ থেকে। এরপর থেকে নিজেকে অবাঞ্ছিত মনে করতে শুরু করেছিল। আর ক্রমশঃ বাইরের জগত থেকে নিজেকে আরও গুটিয়ে নিচ্ছিল।'

'তাই আমাকেও ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছিল ফিরোজ।'

'এ কথাটা আপনাকে কে বলেছে ?'

'কেউ বলেনি। তোমার কথা শুনে মনে হল ?'

'আপনি আমার কাছে লুকোচ্ছেন স্যার। অনুপমাই একথা বলেছে আপনাকে!'

'তুমি জানলে কি করে ?

নিনা রুমাল বার করে নাক মুছল। গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, 'এখন আর অবশ্য বলতে বাধা নেই। আমরা দুজন কাছাকাছি আসার আগে অনুপমার সঙ্গে দু একদিন সিনেমায়-টিনেমায় গিয়েছিল। অনুপমা ভাবলো ফিরোজ ওর প্রেমে পড়েছে। এরপর আর ফিরোজ ওর কাছে যেত না বলে ওর খুব রাগ। সব রাগটা এসে পড়ল আমার ওপর। এমন কি ফিরোজের মৃত্যু সংবাদটা পর্যন্ত ওর কাছ থেকেই পেয়েছি প্রথমে। ফোনে বলল, ফিরোজ মরেছে বলে ওর খুব আনন্দ হয়েছে। এমন ছেলের মরাই নাকি উচিত। ···ওঃ! ··· ওঃ। অনুপমা মেয়েটা কতখানি নীচ।··· আমি আর ভাবতে পারছি না স্যার।··· আমি আর ভাবতে পারছি না।' কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল নিনা।

ডিস্যুজা কান্নাকাটি একেবারে সহ্য করতে পারেন না। মেয়েটাকে কি বলে সান্ত্বনা দেবেন ভেবে পেলেন না। কিন্তু আরেকটা কথা ত জানতেই হবে। এখনই কথাটা জিজ্ঞেস করবেন কিনা ঠিক করতে

পারছিলেন না। শেষে জিজ্ঞাসাই করে ফেললেন।

'নিনা। তুমি একটু আগে বলছিলে, ও সকলকেই অবিশ্বাস করত তোমার বেলায়ও কি কথাটা খাটে?'

এ-কথায় নিনার কান্না থামল। মুখের ভাব ধীরে ধীরে পালটাচ্ছে। এক বিচিত্র কমনীয়তায় ভরে যাচ্ছে। একটু পরে তিনি শুনতে পেলেন নিনা যেন স্বপ্নের ঘোরে বলে চলেছে, একমাত্র আমাকেই ও বিশ্বাস করত আর তার প্রমাণও আছে আমার কাছে।

'কি প্রমাণ?'

'কলেজে চলুন দেখাব। আমার ঘরেই রাখা আছে সেটা।'

ও'রা কলেজে ফিরে এলেন। ডিস্যুজা নিজের চেম্বারে অপেক্ষা করতে লাগলেন নিনার জন্য। একটু পরে নিনা এল। হাতে একটা কাগজ।

নিনা বলল, 'ইদানিং ফিরোজের কেবলই ভয় হোত, ওকে কেউ মেরে ফেলবে। আর ও মরে গেলে আমার যাতে টাকার কোন অভাব না হয় তাই এই উইল করে রেখে গেছে আমার নামে।'

ডিস্যুজা উইলটা উল্টে-পাল্টে দেখলেন। উইলে ফিরোজের সই ছাড়া আরও তুজন সাক্ষীর সই রয়েছে। উইলে লেখা আছে, ফিরোজের অবর্তমানে ওর সব সম্পত্তির অধিকারিণী হবে নিনা।'

ডিস্যুজা জিজ্ঞেস করলেন, 'এ উইলের কথা ফিরোজের কাকা জানে?'

'না।'

'তোমাকে একটা পার্সোন্যাল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি, কিছু মনে কোরো না। তোমার বাড়ির অবস্থা কেমন?'

'আমরা খুব গরীব। বাড়িতে আমি আর আমার বিধবা মা। রিসার্চ স্কলারশিপের টাকাতেই কোন রকমে চলে যায় আমাদের।'

'সে কথা থাক। এখন ত এই উইলের জোরেই তুমি বিরাট সম্পত্তির মালিক হবে।'

'এ সম্পত্তি আমার নিতে ইচ্ছে করছে না একটুও।'

'এসব ছেলেমানুষি ছাড়। ওর কাকাকে জানিয়ে দাও ব্যাপারটা। আর উকিলের পরামর্শ নাও।'

'এসব কথা আমি এখন ভাবতেই পারছি না।'

ডিস্যুজার ভয় হল আবার কান্নাকাটি শুরু করবে নিনা। ওকে বাড়ি চলে যেতে বললেন। নিনা ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল ডিস্যুজার চেম্বার থেকে।

ডিস্যুজার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। এই অবস্থাটা ভোলার জন্য একটা কিছুতে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চাইলেন। তাই ল্যাবোরেটরি সেফটির ওপর লেকচার নোটস তৈরি করতে শুরু করলেন। অবশ্য খুব বেশীক্ষণ নিজেকে এভাবে আটকে রাখতে পারলেন না। ফিরোজের চিন্তা তাকে পেয়ে বসল আবার।

যে ফিরোজকে কলেজের কেউ দুচক্ষে দেখতে পারত না তাকে দু-দুটো মেয়ে ভালবাসত। ব্যাপারটা খুব আশ্চর্য্য মনে হল ডিস্যুজার।

এই খুনের মোটিভটা আরও জটিল হয়ে উঠেছে। এখন আর শুধু ফিরোজের ওপর প্রফেসর আর ছাত্রদের রাগটাকেই একমাত্র খুনের মোটিভ ধরলে চলবে না। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে একটি যুবতী মেয়ের ব্যর্থ প্রেম।

আরও একটা ব্যাপার আশ্চর্য ঠেকছে ডিস্যুজার কাছে। ফিরোজের প্রেমিকারা—নিনা অথবা অনুপমা—এরা কেউই সুন্দরী নয়। এ চিন্তাটা অবশ্য একটু বোকা বোকা। সব রকম মেয়েরই বিয়ে হয়। সবরকম ছেলেরও। শুধু যদি সুন্দর ছেলে আর মেয়েদেরই বিয়ে হত তাহলে মনুষ্যজাতি পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত এতদিনে।

তাছাড়া মানুষের রূপটাই সব নয়। গুণ অনেক সময় রূপকে ছাড়িয়ে যায়। সহানুভূতি, সমবেদনা, রূপের থেকে বড় হয়ে ওঠে অনেক সময়। আর যে ফিরোজ সবসময় বাইরের পৃথিবীটাকে ভয় করেছে, অবিশ্বাস করেছে, তার পক্ষে একটা রূপহীনা মেয়ের দিকে ঝোঁকাই স্বাভাবিক।

একটা সুন্দরী মেয়ের জন্য অন্য ছেলেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামার সাহস কোথায় পাবে ফিরোজ? যদি সুন্দরী মেয়েটি ওকে প্রত্যাখান করে? তখন? এই অসাফল্য হয়ত অন্য সব ব্যথার থেকে অনেক বেশী অসহনীয় হয়ে উঠবে ওর কাছে। তাই ফিরোজ এ ব্যাপারে কোন ঝুঁকি নেয়নি। এমন মেয়েকে বেছে নিয়েছে যাকে হারানোর আশঙ্কা প্রায় নেই বললেই চলে।

আর এই ধবনের মেয়ে একবার ভালবাসা পেয়ে যদি অন্য কারুর কাছে হেরে যায় ভালবাসার খেলায়, তাহলে সে যে কি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পাবে সেটা বোঝাব ক্ষমতা ডিস্যুজার আছে।

টাইপিষ্ট অনুপমা নায়ারের ঘৃণার তীব্রতা অনুভব করতে পারছেন ডিস্যুজা। কিন্তু এই ঘৃণা কি এতই তীব্র হয়ে উঠতে পারে যা অনুপমাকে খুনী করে তুলবে? আর যদি তাই হয় তাহলেও এমনভাবে খুন করার বুদ্ধি বা যোগ্যতা কি অনুপমার আছে? ওর কেমিস্ট্রির জ্ঞান কি এতটা আছে যার সাহায্যে একটা কেমিক্যালের বদলে আর একটা কেমিক্যাল দ্বিধাহীন চিত্তে ও রেখে আসতে পারে? ফিরোজের রিসার্চ সম্পর্কে কি ও এতটা ওয়াকিবহাল ছিল? ফিরোজ হয়ত নিজের রিসার্চের গল্প করেছে অনুপমাব কাছে। আর অনুপমাও হয়ত কলেজে কেমিস্ট্রি পড়েছে।

সেকথা ভাবলে নিনা ভাটিয়াকেই বাদ দেওয়া যায় কি? ফিরোজ একটা মেয়েকে ছেড়েছে যখন, আর একটা মেয়েকে ছাড়াও তার পক্ষে কিছু বিচিত্র নয়। আর নিনাকে ছাড়লে, অনুপমার থেকে কিছু কম ঘা খাবে না ও। আর পড়াশুনা অনেক বেশী করেছে বলে নিনার পক্ষে এই ধরণের খুন করা অনেক সহজ।

ফিরোজের মত আত্মকেন্দ্রিক পাগলাটে ছেলের পক্ষে খুব বেশীদিন একটি মেয়েকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা শক্ত। সে মেয়ে যত ভালই হোক আর যত সহানুভূতিই দেখাক। সামান্য কথা কাটাকাটি থেকেই হয়ত তুমুল কাণ্ড বেধে যেতে পারে।

নিনা হয়ত এসব কথা ভেবেই বিয়ের ব্যাপারে তাগাদা দিচ্ছিল

ফিরোজকে। হয়ত আর একটা মেয়ে এর মধ্যে ভাব জমাতে চেয়েছে ফিরোজের সঙ্গে। হয়ত! হয়ত। হয়ত! আর পারছেন না ডিস্যুজা। এত ভাবা যায় না। ভাবলে ক্রমশঃ ভাবনার সমুদ্রে তলিয়ে যাবার উপক্রম হয়। অথচ না ভেবে ত উপায় নেই।

নিজের অজান্তেই ভাবতে শুরু করলেন ডিস্যুজা। নতুন যে তথ্যটা জানতে পেরেছেন এক্ষুণি, সেটাও কম মারাত্মক নয়। উইলের ব্যাপারটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আসলে নিনা হয়ত ফিরোজকে চায়নি, ওর টাকাটাই হাতাতে চেয়েছিল শুধু। আর নিনা কেমিস্ট্রি যতটা জানে তা দিয়ে অনায়াসে মারতে পারে ফিরোজকে। কিন্তু নিনার অবস্থা দেখে ফিরোজের মনে হয়েছে মেয়েটা খুব আঘাত পেয়েছে এই মৃত্যুতে। এমনও ত হতে পারে—বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দিয়েছে নিনা। কিন্তু শাস্তি দেওয়ার পরেও ওর ভালবাসা মরে যায়নি। বরং আরো তীব্র, আরো প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে।

কিন্তু নিনার বিরুদ্ধে প্রমাণ কি?

সব গুলিয়ে যাচ্ছে। কেমন যেন সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। রহস্যের জাল ছিঁড়তে গিয়ে ক্রমশঃ জড়িয়ে পড়ছেন ডিস্যুজা।

॥ নয় ॥

কাঁটায় কাটায় ঠিক সকাল আটটায় হাজির হলেন সুব্রামানিয়াম। একটুও ভূমিকা না করে শুরু করলেন ল্যাবোরেটরির প্ল্যান নিয়ে আলোচনা। কোথা দিয়ে গ্যাস যাবে। কোথায় বসবে ঠাণ্ডা আর গরম জলের পাইপ। কোন কোন ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি কেনা হবে। এই সব নিয়ে আলোচনা চলতে থাকল। এসবের মাঝখানে ডিস্যুজা আবার জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'কিন্তু স্যার! এত টাকা আপনি পাবেন কোত্থেকে?'

প্রথমে এর কোন উত্তর দিলেন না। রহস্যময় হাসি হাসলেন একটু। তারপর বললেন; 'তোমাদের ধারণা বুড়ো সুব্রামানিয়ামের বিষয়-বুদ্ধি নেই একেবারে। টাকার কথা চিন্তা না করেই এই বিরাট

প্রোজেক্টে হাত দিয়েছি আমি। তাই না?'

'না স্যার! মানে···।'

'এতে লজ্জা পাবার কিছুই নেই। তোমরা কিন্তু একটা জায়গায় দারুণ ভুল করছ। আমি সব ব্যাপারেই খরো। যা করি তাতে কোন ফাঁক থাকে না, ফাঁকি থাকে না। টাকার সমস্যা সমাধান সবার আগে করেই প্রোজেক্টে হাত দিয়েছি।'

'সরকার কি সাহায্য করছেন এ ব্যাপারে?'

'ফুঃ! সরকারের আশায় বসে থাকলেই হয়েছিল আর কি?'

'তবে এত টাকা আপনি পাচ্ছেন কোথা থেকে?'

এ-কথায় সুব্রামানিয়াম যেন একটু বিরক্ত হলেন। বললেন, 'এত কৌতূহল ভাল নয় ডিসুঝা। শুধু এইটুকু বলতে পারি আমাদের চেনাশুনো একজন কোটিপতি কেমিক্যালের ব্যবসাদার এই টাকা দিচ্ছে। তার নামটা কিন্তু জানতে চেও না। বলা যাবে না।'

ব্যাপারটা বেশ রহস্যময় মনে হচ্ছে। কিন্তু ডিসুঝা বুঝলেন সুব্রামানিয়ামের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশী কিছু আশা করা বৃথা।

আলোচনা শেষ হয়ে গেছে। সুব্রামানিয়াম বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। প্রফেসর কার্লেকারের সেই ল্যাবোরেটরির সেফটি লেকচারের কথা মনে পড়ল ডিসুঝার। উনি বললেন, 'স্যার! শুনুন একটা কথা ছিল।'

সুব্রামানিয়াম ঘুরে দাঁড়ালেন।

'কি কথা।'

'আমি আগামী সপ্তাহ থেকে ল্যাবোরেটরিতে কাজ করতে হলে যে সব নিয়ম মেনে চলা উচিত তার ওপর একটা লেকচার সিরিজ চালু করছি। আপনি যদি স্যার এর ওপর দুটো একটা লেকচার দেন তাহলে খুব ভাল হয়।'

সুব্রামানিয়াম ভুরু কোঁচকালেন।

'ল্যাবোরেটরির সেফটি প্রিকশান? ওহে—হ্যাঁ—মনে পড়েছে তোমার ছাত্র ফিরোজ কাল অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে তাই না?'

ডিস্যুজার মনে হল, কি আশ্চর্য। বুড়ো তাহলে জানে!

মুখে বললেন, 'হ্যাঁ। এই লেকচার শুরু করার সেটাও একটা কারণ।'

কিন্তু এই কথায় হঠাৎ সুব্রামানিয়াম যেন ক্ষেপে উঠলেন। তাঁর মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল। ঈষৎ কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'ফিরোজের মৃত্যুর জন্য তুমিই দায়ী। তুমিই ওকে মেরেছ। ডিস্যুজা তুমিই ওকে মেরেছ।'

বৃদ্ধ সুব্রামানিয়ামের এই কথায় ভয়ে ডক্টর ডিস্যুজাব হাত-পা যেন ঠাণ্ডা হয়ে এল। উনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। এখন ভয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন আবার।

এসব দেখে কিন্তু সুব্রামানিয়ামের কোন ভাবান্তর ঘটল না। উনি আস্তে আস্তে বললেন, 'ডিস্যুজা; ছেলেটার মৃত্যুর জন্য তুমিই যে দায়ী একথা অস্বীকার করার উপায় তোমার নেই।'

ডিস্যুজা বললেন, 'স্যার! আমি···আমি··

'তুমি ওর রিসার্চ গাইড ছিলে। তাই ওর প্রত্যেকটা কাজের দায় দায়িত্বও তোমার। ফিরোজ কি ধরণের ছেলে তা তোমার জানা উচিত ছিল। ওর সমস্ত কাজ সমস্ত চিন্তা তোমার নখের ডগায় থাকা উচিত ছিল। ওকে ধরে বেঁধে কাজ করানোর দায়িত্ব তোমার। আর কাজ করতে না চাইলে ডক্টর যোশীর মত ঘাড় ধরে বেব কবে দেওয়ার দায়িত্বও তোমার।'

'মানে আপনি বলতে চাইছেন·· আমার নৈতিক দায়িত্ব।' একথা বলে ডক্টর ডিস্যুজা বেশ স্বস্তি অনুভব করলেন। যেন একটি ছেলের মৃত্যুর নৈতিক দায়িত্ব কিছুই না। ডিস্যুজা বললেন, 'স্যার! আগের দিন চলে গেছে। এখন আর ছাত্রদের সব কাজের ওপর চোখ রাখা সম্ভব নয় প্রফেসারদের।'

'তুমি অবশ্য এই কথাই বলবে। আর এর জন্য তোমায় দোষও দিচ্ছি না। এখনকার চলতি ধারণা হচ্ছে রিসার্চ একটা ছেলেখেলা। একটা ল্যাবোরেটরিতে কেউ বছর দুয়েক কাটালেই যেন তাকে কনসোলেশান প্রাইজ হিসেবে একটা পি.এইচ.ডি দেওয়া উচিত।

আমাদের সময় পি.এইচ.ডি-র জন্য রীতিমত খাটতে হত। এখনকার মত ছেলেরা রিসার্চ স্কলারশিপ পেত না ঝুড়ি ঝুড়ি। আমার ছাত্ররা উপোস করে রিসার্চ করত। দিন রাত খাটত। এত খেটেও আবার অনেকে ডক্টরেট পেত না। কিন্তু যারা পেত তারা জানত যে তারা যা শিখেছে তা খুব অল্প লোকেই জানে। আমাদের তখনকার পেপারগুলো পড়ে দেখো তুমি দেখলেই বুঝবে।'

'আপনি ত জানেন স্যার আপনার সব পেপারই আমি পড়েছি। আর এও জানি যে, আপনার বেশীর ভাগ পেপারই ক্লাসিক এবং ফাণ্ডামেন্টাল।'

'হু।' বৃদ্ধ সুব্রামানিয়ান ডিস্যুজার এ কথায় যেন একটু প্রসন্ন হলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন 'কিন্তু ঐ পেপারগুলো ক্লাসিক হোল কি করে? এর একটাই কারণ আছে। সেটা হচ্ছে যে আমি ছাত্রদের এই ধরনের হাই স্ট্যাণ্ডার্ডের কাজ করতে বাধ্য করেছি। আমি রবিবারে এসেছি। ছাত্ররাও রবিবারে এসেছে। দরকার হলে সারারাত কাজ করেছি। ছাত্ররাও থেকেছে আমার সঙ্গে সারারাত। আমি ওদের ওপর সদাসর্বদা নজর রেখেছি। ওদের সব চিন্তা আমার সামনে খোলা পাতার মত ছিল। ওরা প্রতিসপ্তাহে ওদের ল্যাবোরেটরি নোটবুকের ডুপ্লিকেট শিট আমাকে দিয়ে যেত। আমি ওদের বসে বসে সেই রেজাল্ট মেলাতাম। কিছু মনে কোর না, ফিরোজের ডুপ্লিকেট শিটগুলোর কতটা তুমি চেক করেছ?'

ডিস্যুজা আমতা আমতা করে বললেন, 'এ ব্যাপারে অবশ্য আমার কিছু গাফিলতি ছিল।' ডিস্যুজার হঠাৎ কেমন যেন গরম বোধ হতে লাগল। বৃদ্ধ সুব্রামানিয়াম একটু চরমপন্থী মানুষ। কিন্তু ওঁর কথাগুলো অপ্রিয় সত্য।

ডিস্যুজা বললেন, 'স্যার, ফিরোজের সঙ্গে কি আপনার পরিচয় ছিল?'

'ঠিক পরিচয় বলতে যা বোঝায় তা অবশ্য ছিল না। কিন্তু ওর সব খবরই আমার জানা ছিল। ওর কেন এ ডিপার্টমেন্টে যতগুলো

ছেলেমেয়ে রিসার্চ করে তাদের অ্যাকাডেমিক সব খুঁটিনাটি খবরই আমার জানা। এটা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে আমার।'

'ফিরোজকে আপনার কেমন লাগত ?'

'ছেলেটাকে প্রথম থেকেই আমার কেমন যেন ডিজঅনেস্ট বলে মনে হয়েছে। তার কারণ যে ও একবার টুকতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। সে খবরটা আমার জানা ছিল।'

'এ খবরটা আমি জানতাম না।'

স্কলার নেবার আগে তার ব্যাকগ্রাউণ্ডটাও একটু দেখতে হয়। আমি কিছুতেই ফিরোজকে রিসার্চ স্কলার হিসেবে নিতাম না। সেদিন কাগজে পড়লাম অ্যামেরিকায় এক প্রফেসর ছাত্রের রিসার্চে জালিয়াতি ধরতে পেরে তাকে খুন করেন নিজের মান বাঁচানোর জন্য। পরে অবশ্য তিনি গ্যাস চেম্বারে প্রাণ দিয়েছেন। তাই বলছি এসব ছাত্র না নেওয়াই ভাল।

সুব্রামানিয়ামের এই কথায় অবাক হয়ে গেলেন ডিস্যুজা। ফিরোজের সম্বন্ধে উনি যা না জানেন সুব্রামানিয়াম তা জানেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও সব খোঁজ-খবর রাখেন। সুব্রামানিয়ামের কাছে ডিস্যুজা চিরদিন ছেলেমানুষই রয়ে গেলেন।

সুব্রামানিয়ামের কি একটা কথা যেন মনে পড়ল। তাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি ফিরোজের কাজটা কনটিনিউ করতে চাও ?'

'সেই কথাই ত ভাবছি।'

'ওসব ঝামেলায় যেও না। মারা পড়বে।'

'আপনি কি করতে বলেন ?

'তোমাকে দু'একটা সাজেশান দিচ্ছি। সেগুলো মেনে চললে তোমার ভালই হবে।'

বৃদ্ধ সুব্রামানিয়ামের কথায় অবাক হলেন ডিস্যুজা।

সুব্রামানিয়াম ভাবের ঘোরে বলে চললেন 'এমন একটা কিছু করো যা আনকনভেনশনাল। যাতে সাধারণতঃ কেউ হাত দেয় না।'

'এমন কি করার আছে যা আর কোন কেমিস্ট চেষ্টা করে দেখে নি ?'

ওঁদের কথায় বাধা পড়ল। ডরিস ঘরে ঢুকে বলল, 'শোয়ের সময় প্রায় হয়ে এল। তোমরা কি এখনও উঠবেনা ?'

ডরিসের মুখ দেখে মনে হচ্ছে খুব রেগে আছে ও।

দারুণ অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন ডিস্যুজা। কিন্তু বৃদ্ধ সুব্রামানিয়ামের কোন হুস নেই। ডিস্যুজা বললেন, 'তুমি তৈরি হয়ে নাও। আমাদের এক্ষুণি হয়ে যাবে।' ডরিস ভেতরে চলে গেল।

সুব্রামানিয়াম যেন ডরিসকে দেখতেই পান নি। তিনি একই স্বরে বলে চললেন, 'তোমাদের ঐ পোষা কুকুরটাকে দেখতে পাচ্ছ ?'

ডিস্যুজা বুঝলেন তাঁর কথা কোনদিকে ঘুরছে। তিনি ধীরে ধীরে সেই রিসার্চ প্রোজেক্টের কথাই তুলবেন আবার। তবুও কুকুরটার দিকে চোখ ফেরালেন ডিস্যুজা। কুকুরটা চোখ বুঝে ল্যাজ গুটিয়ে শুয়ে আছে। ওকে একটা বুড়ো মানুষের মত দেখাচ্ছে।

ডিস্যুজা বললেন, 'কুকুরটাকে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু···।' 'কুকুরটা মাংসাশী। বাঁদরেরা কিন্তু মাংস খায় না। অথচ বাঁদরের সঙ্গে মাংসাশী মানুষের অনেক মিল। কুকুরের সঙ্গে মানুষেব কিন্তু প্রায় কোনই মিল নেই। এই তিনটি প্রাণীর খাদ্য থেকে এদের দেহের কেমিস্ট্রি সম্বন্ধে নিশ্চয় কিছু বলা যায়।'

'ব্যাপারটা এখনও ঠিক বুঝলাম না।'

আমি কমপ্যারেটিভ বায়োকেমিস্ট্রির কথা বলছি। বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীদের ভেতরকার তফাৎটা কোথায় তা জানতে হলে এই কমপ্যারেটিভ বায়োকেমিস্ট্রি না হলে আমাদের চলবে না। যারা এই কাজ করছে তাদের মধ্যে খুব অল্প কয়েকজনই অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি জানে। আর তুমি সেই অল্প কয়েকজনেরই একজন হবে। এই জন্যেই ত এত কষ্ট করছি আমি। রিসার্চ ল্যাবোরেটরি তৈরি করছি। সেখানে কাজ করব তুমি আমি আর কিছু ব্রিলিয়্যাণ্ট ছাত্র যারা অনেস্ট এবং সিনসিয়ার। বুঝেছ ব্যাপারটা।

'হ্যাঁ স্যার ?'

'আমি এখন তাহলে চলি।'

সুব্রামানিয়াম চলে যেতেই ডরিস এসে হাজির হল। সাজগোজ করে ওকে বেশ ভালই দেখাচ্ছে।

ডরিস বলল, 'বুড়োটা মরেও না।'

'আঃ ডরিস কি বলছ তুমি ?'

'ঠিকই বলছি। সকালটাই মাটি করে দিল। একটা কথা তোমায় বলতে ভুলে গেছি।'

'কি কথা ?'

'কাল রাত্তিরে প্রীতম ফোন করেছিল ?'

'প্রীতম হঠাৎ ফোন করল কেন ?'

'তোমার সঙ্গে কথা বলবে বলে ?'

'কি কথা ?'

'তা আমি কেমন করে জানব ? ও শুধু জানতে চাইল প্রফেসর কার্লেকারের ওখানে আজ সন্ধ্যায় আমবা যাচ্ছি কিনা ?'

'কার্লেকারের বাড়িতে যাব কেন ?'

'তোমার ত কিছুই মনে থাকে না। আজ ত ওর মেয়ের জন্মদিন।'

'ও হ্যাঁ মনে পড়েছে।'

'প্রীতমকে বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছিল। আর সেই জন্যেই আমার মনে হচ্ছে ও কোন খারাপ খবরই দিতে চাইছে তোমাকে।'

ডিস্যুজা যেন ডরিসের কথাগুলো শুনতেই পেলেন না। একটা কথা ভেবে আশ্চর্য হলেন যে, সুব্রামানিয়ামও ফিরোজকে ভাল চোখে দেখতেন না। আবার ওর কাজটা কনটিনিউ করতে বারণই বা করছেন কেন ? কমপ্যারেটিভ বায়োকেমিস্ট্রির প্রজেক্ট নিয়ে এত মাতামাতি করছেন কেন উনি ? এত টাকাই বা কে দেবে ? ভাবনায় তলিয়ে যেতে শুরু করলেন ডিস্যুজা।

॥ দশ ॥

কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর ইনচার্জ কার্লেকারের কোয়ার্টার্স এই ক্যামপাসের মধ্যেই। বেশ ভাল একটা দোতলা বাড়ি পেয়েছেন

তিনি। সামনে ফুলের বাগান। ঝাউগাছ দিয়ে বাগানের সীমানা ঘেরা। কম্পাউণ্ডের ভেতরে ঢুকলেই ফুলের মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যায়।

ডিস্যুজা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কার্লেকারের বাড়ীতে পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গে যে ভদ্রমহিলা ও'দের অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এলেন তিনি আর কেউ নন—স্বয়ং মিসেস কার্লেকার। ছোটখাটো চেহারার এই মহিলাটি দেখতে এমন কিছু সুশ্রী নন। অথচ চেহারায় রয়েছে আভিজাত্যের একটা সুস্পষ্ট ছাপ। পোশাক আশাকও খুব দামী অথবা ঝকমকে নয়। কিন্তু তবুও মহিলাকে দেখলে ভাল লাগে। বেশ একটা শ্রদ্ধার ভাব জাগে মনে।

আরও কয়েকবার কার্লেকারের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রাখতে এসে দেখেছেন ডিস্যুজা ভদ্রমহিলা নিমন্ত্রিতদের যত্ন আত্তি করেন খুব। ডিপার্টমেন্টের প্রত্যেকটি লোককেই নাম ধরে ডাকেন। তাদের সব খুটিনাটি খবর ওঁর নখদর্পণে।

মহিলা বললেন, 'কেমন আছেন প্রফেসর ডিস্যুজা? ডরিস তোমাকে আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।··প্রফেসর আপনার ছাত্র ফিরোজের অ্যাকসিডেন্টের কথা শুনলাম। বড়ই দুঃখের কথা। এত অল্প বয়েসে ছেলেটা চলে গেল।···ছেলেটার ত যা হবার হল। কিন্তু আপনার কথা ভেবে আমার বেশী কষ্ট হচ্ছে।···একবার ত ভাবলাম এই পার্টি দেওয়াটা বন্ধ রাখি। কিন্তু তখন সব ঠিক হয়ে গেছে। কি আর করা যাবে! চলো তোমরা ভেতরে।'

ডিস্যুজা ডরিসের সঙ্গে ভেতরে গেলেন। কার্লেকারের মেয়ে শোভনাকে দেখতে পেলেন। শোভনা এই ইউনিভারসিটিতেই ইংলিশে এম.এ. পড়ে। মেয়েটি এমনিতেই বেশ সুন্দরী। এখন সেজেগুজে আরও অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে। ওরা ভেতরে ঢুকতেই শোভনা হাসিমুখে এগিয়ে এল। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর ডরিস নিজে হাতে বোনা একটা স্কার্ফ উপহার দিল শোভনাকে। শোভনাকে দেখে মনে হল স্কার্ফটা পেয়ে খুব খুশী হয়েছে।

পাশের ঘরে প্রীতমের গলা শোনা যাচ্ছিল। ওর স্বভাবই এই।

আস্তে কথা বলে না প্রীতম কখনো। সবার থেকে জোরে কথা না বললে শান্তি হয় না ওর।

পাশের ঘরে বুফে ডিনারের আয়োজন হয়েছিল। খাবার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে বক বক করছিল প্রীতম। ওর দুপাশে দুজন ল্যাব অ্যাসিস্টান্ট (মুখার্জি আর বিশ্বনাথ) একমনে ওর কথা গিলছিল। প্রীতম এই ধরণের শ্রোতা খুব পছন্দ করে।

প্রীতম বলছিল, 'আর একটা মাত্র এই ধরণের কেস আমার জানা আছে। আমাদের চণ্ডিগড়ের প্রফেসর গুরণাম সিং। ভদ্রলোক নিজেরই রিসার্চ স্কলার একটি মেয়েকে বিয়ে করেছেন। মেয়েটা খুব একটা সুন্দরীও না—আবার খুব একটা খারাপ দেখতেও নয়।

'গুরণামের বয়েস তখন চল্লিশ হবে। ব্যাচিলার মানুষ। দেখতে শুনতে খারাপ না। কিন্তু কনফার্ম'ড ব্যাচিলার। ভদ্রলোক পড়াশুনা নিয়েই থাকতেন। আমার ধারণা উনি যে সব জার্ণাল নিয়ে পড়তেন তাতে মেয়েদের সম্বন্ধে কোন কথা থাকত না বলে উনি হয়ত ভাবতেন মেয়েরা আসলে ছেলেই শুধু একটু অন্য ধরণের পোষাক পরে।'

কথাটা বলে এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল প্রীতম। চারপাশটা চোখ বুলিয়ে নিল। ও জানে এই সময়ে লোক হেসে উঠবে। কিন্তু এই হাসিতে ও নিজে যোগ দেবে না। ও গম্ভীরভাবে এগিয়ে গিয়ে একটা কোকাকোলার বোতল তুলে নিয়ে ছিপি খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। হাসির ঢেউটা একটু স্তিমিত হলে কোকাকোলাটা একটু একটু সিপ করতে করতে বলল—

কিন্তু প্রফেসর গুরণাম সিং শেষ কালটায় যা করে বসলেন তার থেকে মনে হয় কেমিক্যাল জার্ণাল ছাড়াও অন্য সাবজেকটের জার্ণালও কিছু কিছু পড়তে শুরু করেছিলেন ইদানিং। অথবা কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রাইভেট কিছু জ্ঞান দিয়েছিল। তা না হলে হঠাৎ এই মেয়েটিকে দুম করে একদিন বিয়ে করে বসলেন কেন গুরণাম সিং ?

ল্যাব অ্যাসিষ্টাণ্ট মুখার্জি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'স্যার কদিন আগে ব্যাপারটা ঘটেছিল বলুন ত ?' প্রীতম একটা কাটলেট প্লেটে তুলে

নিয়ে একটু চেখে দেখল। তারপর বেশ ধীরে সুস্থে বলল 'বছর দশেক আগে। যদ্দুর জানি এখনও ওদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়নি। কিন্তু সমস্যাটা সেখানে নয়। আসল সমস্যা হচ্ছে এই যে ধরো তোমার একটি সুন্দরী রিসার্চ স্কলার আছে। তাকে বেশ ভাল লাগল তোমার। ঠিক করলে বিয়ে করবে তাকে। এই পর্যন্ত বেশ স্বচ্ছন্দে কল্পনা করা চলে। কিন্তু এর পর ত আর ভাবাই যায় না। আমি ত ভাবতেই পারি না কি করে তাকে ভালবাসা জানাবে তুমি ? কি করে বিয়ের স্টেজ পর্যন্ত পৌছবে ? আসল সমস্যাটা ত সেইখানে।'

ল্যব অ্যাসিষ্ট্যান্ট বিশ্বনাথন একটু সিরিয়াস টাইপের মানুষ। সে বলল, 'আমার ত মনে হয় একজন প্রফেসর তার ছাত্রীর সঙ্গে মেলামেশার অনেক সুযোগ পান। সর্বশেষ প্রবলেম নিয়ে যখন আলোচনা হয় তখন ত খুব কাছে পান ছাত্রীকে।'

প্রীতম যেন বিশ্বনাথনের এ কথায় বেশ বিরক্ত হয়েছে এমন একটা ভাব দেখাল। ও বলল, 'আঃ! তুমি আমার আসল পয়েণ্টই ধরতে পারনি। আমি শুকনো আলাপ আলোচনার কথা বলিনি। সেত সবাই পারে। আমি বলছি আর একটু অন্তরঙ্গ হওয়ার কথা। প্রফেসর যখন নার্ভাসভাবে একটু কাছাকাছি আসার চেষ্টা করছে সেই সময় যদি মেয়েটি চেঁচিয়ে ওঠে, তখন ?'

এই সময় মিসেস কার্লেকার ঘরে ঢুকতে প্রীতমের কথার স্রোতে বাধা পড়ল। একটি বেয়ারাকে কি যেন একটা নির্দেশ দিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন মিসেস কার্লেকার।

ডিস্যুজা প্রীতমের কথা ভাবছিলেন এতক্ষণ। একটা শিক্ষিত মানুষ যে কি করে এমন অমার্জিত ভাব প্রকাশ করতে পারে, ইচ্ছে করে এমন চাষাড়ে হয়ে উঠতে পারে মজা করার জন্য তার কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ খুঁজে পান না ডিস্যুজা। অথচ সকলেই জানে লোকটা উচ্চ শিক্ষিত, যথেষ্ট কালচার্ড, আর একজন বেশ নামী কেমিস্ট। ইচ্ছে করলে এমন অভদ্র ইতরের মত কথাবার্তা ডিস্যুজাও বলতে পারেন সময় বিশেষে। মনে হয় সকলেই পারে।। কিন্তু প্রীতমের সঙ্গে

তাদের তফাৎ হচ্ছে এই যে লোকেরা যা ভাবে ও তাই করে।

মিসেস কার্লেকার চলে যেতেই ও আবার সুরু করল, 'মানে ব্যাপারটা হচ্ছে মেয়েদের ঠিকমত ট্যাকল করা। এইটেই সবথেকে শক্ত। ঠিক টেকনিকটি না জানলেই সমুহ বিপদ···?' কথা বলতে বলতে পেছন ফিরে তাকিয়েই ডিস্যুজাকে দেখতে পেল প্রীতম, ডিস্যুজাকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বলল, 'আররে, প্রফেসর ডিস্যুজা যে। সবকথাই শুনেছেন তাহলে?'

'না শুনে আর উপায় কি বল? তোমার যা গলা।'. এই বক্রোক্তিতে একটুও দমে না গিয়ে প্রীতম বলল, 'এইবার ঠিক লোককে পাওয়া গেছে। ডিস্যুজাকে সব মেয়েই পছন্দ করে। আপনাকেই প্রবলেমটা সলভ করতে হবে। আসলে এই মেয়ে পটানোর টেকনিকটা কি বলুন ত?'

ডিস্যুজা বললেন, 'সমস্যাটা যদি একজন প্রফেসর আর একটি ছাত্রীর সম্বন্ধ নিয়ে হয়ে থাকে তাহলে তার সমাধান তোমার থেকে ভালভাবে কেউ করতে পারবে বলে মনে হয় না। এ লাইনে তোমার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স সকলের থেকেই বেশী।'

মৃদু হাসির গুঞ্জন উঠল একথায়। প্রীতম একটুও দমল না। একটুও রাগল না। এইটেই ওর বিশেষ গুণ। লোকে ওকে নিয়ে রসিকতা করলে খুব স্পোর্টিংলি নেয় সেটা। সকলের থেকে বেশী হাসে ও নিজেই এটা অনেকদিন প্র্যাকটিশ করে করে আয়ত্তে এনেছে ও। এখন ওর হাসিটাকে নকল হাসি মনে হয় না আর।

বেশ কিছুক্ষণ পরে হাসিটা থামিয়ে খুব নীচু গলায় ডিস্যুজাকে বলল, 'একটা কথা প্রফেসর! আপনার কি একটু সময় হবে?'

ডিস্যুজা ইশারায় দূরে একটা ফাঁকা জায়গা দেখিয়ে সরে গেলেন শর্মার কাছ থেকে। যাবার সময় বলে গেলেন 'একটু ঘুরে আসছি।'

লোকজন আসতে আরম্ভ করেছে একে একে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরটা প্রায় ভর্তি হয়ে গেল। একটু পরেই আবার টেবিলের চারপাশে

লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে যাবে সকলে। খেতে শুরু করবে নিজেদের রুচিমত।

ডিস্যুজা প্রফেসর কার্লেকারকে এড়িয়ে গেলেন। বুঝলেন না কার্লেকার তাঁকে লক্ষ্য করছেন কি না। তার মনে হল ভদ্রলোক খুব অন্যমনস্ক।

ডিস্যুজা ডক্টর যোশীর একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেলেন। তাঁকে দেখেই একটা ছোট জটোলার মধ্যে মিশে যাবার ভান করলেন। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলেন প্রীতম ধীরে ধীরে ওঁর দিকেই এগোচ্ছে। যাক! বাঁচা গেছে। যোশী নিশ্চয় তাকে অনেক সহানুভূতির কথা বলত। তার এই কুমিরকান্না শোনার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই ডিস্যুজার। পৃথিবীতে যোশীর মত লোকেরাই ওপরে ওঠে ডিস্যুজারাই সরে গিয়ে পথ করে দেয় তাদের।

কথাটা মনে হতেই মেজাজটা আরো বিগড়ালো। ইউনিভারসিটি এই পৃথিবীরই একটা অংশ। সাধারণ জাগতিক জংলি নিয়মগুলো ইউনিভারসিটি ক্যাম্পাসের বাইরেই শেষ হয়ে যাবে একথা ভাবাই একটা বিরাট বোকামি। আসলে এটা বড় জঙ্গলের ভেতরে একটা ছোট জঙ্গল। এটা বাইরের জঙ্গলের থেকেও খারাপ। কেননা যেসব মানুষ বাইরের বিপদ এড়াতে ভেতরে ঢুকে বসে আছে—বিপদের মুখোমুখি দাঁড়াবার ক্ষমতা তাদের নেই। তাই বিপদের সামনে পড়লে তাদের অবস্থা হয় খুব শোচনীয়। তারা সে সময় সাধারণ মানুষের থেকে অনেক বেশী নোংরা কাজ করে বসে।

যোশীর গলার স্বর ক্রমশঃ উচ্চগ্রামে উঠেছে। এই ফিজিক্যাল কেমিস্ট ভদ্রলোক চারপাশের মানুষগুলোকে উদ্দেশ্য করে বেশ জোর গলায় বলছে 'ক্যান্সারটা আসলে কি? একটা রোগ। কিন্তু 'রোগ' বস্তুটাই বা কি? এমন এক সময় ছিল যখন পণ্ডিতরা ভাবতেন শরীরের ভেতরে যখন বিভিন্ন রসের ভারসাম্য নষ্ট হয় তখনই হয় অসুখ। যখন 'পাস্তুর' জীবাণুর কথা বললেন, লোকে তখন হেসেই উড়িয়ে দিল কথাটা। কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুযায়ী তিনি সত্যি

কথাই বলেছিলেন। আর একটা কথা সব থেকে বেশী করে মনে রাখার মত। পাস্তুর ডাক্তার ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন কেমিস্ট। ডাক্তারদের প্রায় ধরে বেঁধে জীবাণুর ব্যাপারটা বোঝাতে হয়েছে তাঁকে।

এখন ডাক্তারেরা অসুখ মানেই জীবাণু অথবা ভাইরাস ভাবে। তাদের কান ধরে আরও একটু গভীরে ঢোকানোর সময় এসেছে। আমরা এখন জেনেছি শুধু জীবাণুতেই অসুখ হয় না। শরীরে কোন কোন কেমিক্যালের অভাব হলেও অসুখ হতে পারে। অনেক সময় জন্মের থেকেই কোন কোন হরমোন অথবা এনজাইমের অভাব হয়। কেন এমন হয় সেটা স্টাডি করা দরকার। আর একমাত্র ফিজিক্যাল কেমিস্টরাই পারে এ কাজ করতে।

'আমি গত বছর ইউ জি সি'র কাছে একটা রিসার্চ প্রজেক্ট পাঠিয়েছিলাম এই ব্যাপারে। আমি চেয়েছিলাম লাখ চারেক টাকা। তারা ত রেগেমেগেই অস্থির। শেষে বলে পঞ্চাশ হাজার দেবে। বুঝুন ব্যাপারটা। পঞ্চাশ হাজারে কি হবে? এত বড় একটা বেসিক রিসার্চ। ওখানে সব মুখ্যুগুলো বসে আছে। কি আর করা যাবে!'

ডিস্যুজা সরে এলেন ওখান থেকে। আর শুনতে ভাল লাগছে না।

হঠাৎ কে যেন এসে তার কাঁধে হাত রাখতেই চমকে উঠলেন। পেছন ফিরে দেখতে পেলেন প্রীতম দাঁড়িয়ে রয়েছে।

প্রীতম হাত ধরে কাছে টেনে এনে বলল, 'ডিস্যুজা, আপনার সঙ্গে একটা বিশেষ জরুরি কথা আছে।'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস।'

'সিরিয়াস কি না জানি না। তবে আমার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা আপনাকে জানানো দরকার। একটু থেমে গলাটা আরো নীচু করে প্রীতম বলল, ফিরোজের সম্বন্ধেই কিছু বলতে চাই আমি।'

'ফিরোজ?'

'শ শ শ আস্তে। কে শুনে ফেলবে। একটা শাদা পোষাকের পুলিশ ফিরোজের অ্যাকসিডেন্ট নিয়ে সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বেড়াচ্ছে।'

'কেন ?'

'তা জানি না। সে আমার সঙ্গে কথা বলেনি এখনও। কিন্তু আমার ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলেছে। তাদের কাছ থেকে যতদূর জানতে পেরেছি তাতে মনে হয় এই লোকটা সন্দেহ করছে—ফিরোজের মৃত্যুটা হয়ত অ্যাকসিডেণ্ট নয়।'

॥ এগার ॥

ডিস্যুজা প্রীতমের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। তার কাছ থেকে এই ধরনের কথা শুনবেন এ যেন স্বপ্নেও ভাবেন নি।

ডিস্যুজার ভাবভঙ্গিতে প্রীতম যেন একটু ঘাবড়ে গেল। একটু আমতা আমতা করে বলল, 'মানে আমার মনে হল, ব্যাপারটা আপনাকে জানানো দরকার। তাই···'। ডিস্যুজা ঝট্ করে নিজেকে সামলে নিলেন। গলার স্বরটাকে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক করে বললেন, 'ফিরোজের মৃত্যুটা অ্যাকসিডেন্ট ছাড়া আর কি হতে পারে?'

প্রীতম বলল, 'কথাটা যখন উঠলই তখন বলে ফেলাই ভাল। ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমারও একট সন্দেহ আছে। যে কেমিস্ট্রির কিছুই জানে না তার পক্ষে সায়নাইডকে অ্যাসিটেট ভাবা সম্ভব। কিন্তু ফিরোজকে ত আর তেমন আনাড়ী ভাবা যায় না।'

'ডিটেকটিভ কি এই কথাই বলছে ?'

'এ সম্বন্ধে ডিটেকটিভের যে কি ধারণা তা অবশ্য সঠিক আমার জানা নেই। কিন্তু এটুকু জানি যে সে আমার ছাত্রদের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করেছে। সে জানতে চেয়েছে ইদানিং ফিরোজের মেজাজ খাবাপ ছিল কি না ? তার রিসার্চের কাজ কেমন এগোচ্ছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি।'

একটা বেয়ারা ট্রেতে সাজিয়ে কিছু অরেঞ্জ স্কোয়াশ নিয়ে এল। ডিস্যুজা সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিলেন একটা গ্লাস। ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিল। এক চুমুকেই গেলাসটা শেষ করে দিয়ে বললেন, তুমি একটু ঝেড়ে কাশোত প্রীতম ! আসলে তোমার বক্তব্যটা কি ?'

'আমার মনে হয় পুলিশ কেসটাকে সুইসাইড বলে মনে করছে।'

ডিস্যুজা এটাই আশা করেছিলেন। কিন্তু কথাটা শুনতে বেশ খারাপ লাগল। তবু আত্মহত্যা খুনের থেকে ভাল। এই আত্মহত্যার ফাঁক দিয়ে তিনি বেরিয়ে যাবেন। খুনের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হবে না তাকে। তাই বললেন 'কিন্তু সুইসাইড কেন?'

'সুইসাইড নয় কেন?'

'ফিরোজের রিসার্চের কাজ ত বেশ ভালভাবেই এগোচ্ছিল।'

'তাতে কি? ওর প্রাইভেট লাইফ সম্বন্ধে কতটুকু জানেন আপনি?'

'তুমি বা এমন কি জান যাতে এত জোর দিয়ে বলছ ফিরোজ সুইসাইড করেছে?'

কথাগুলো বলার সময় গলার স্বরটা একটু উচ্চগ্রামে উঠে গিয়েছিল ডিস্যুজার। আসলে সকাল থেকে এই সন্ধ্যে পর্যন্ত এমন সব ঘটনা ঘটছে যে নিজেকে পুরোপুরি সংযত রাখা সম্ভব হচ্ছিল না তার পক্ষে।

প্রীতম আবার কারো মেজাজ সহ্য করতে পারে না। ডিস্যুজার এই ধরণের কথায় বেশ ক্ষেপে গেল। বলে উঠল, 'দেখুন, ও ভাবে মেজাজ দেখাবেন না। আপনাকে সাহায্যই করতে চাইছিলাম খবরটা জানিয়ে। আমি ভাবতেই পারিনি ব্যাপারটা আপনি অন্য-ভাবে নেবেন। যাকগে, মনে করুন কিছুই বলিনি আপনাকে।'

প্রীতমের এই কথায় রাগটা যেন আরও বেড়ে গেল ডিস্যুজার তিনি বললেন, 'এই খবরটা এমন কিছু জরুরি বলে ত মনে হচ্ছে না। ফিরোজ শা সুইসাইড করে থাকলে আমার তাতে কি?'

পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল, 'ফিরোজ শা সুইসাইড করেছে না কি?'

পেছন দিকে তাকিয়ে দেখলেন, ফিরোজের প্রথম দিককার গাইড ডক্টর যোশী দাঁড়িয়ে আছেন। যোশীকে দেখে ডিস্যুজা যেন আগ্নেয়গিরির মত উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন। একটু শ্লেষ মেশানো সুরে বললেন 'খবরটা কি প্রীতমের কাছ থেকে আগেই পান নি?'

এ প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে যোশী বললেন, 'প্রীতমের কথাটা

সত্যি বলেই মনে হচ্ছে আমার। ছেলেটা পাগল ছিল। একেবারে বদ্ধ পাগল। সমস্ত কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেনটাই যে মরার সময় সঙ্গে নিয়ে যায়নি এটাই ভাগ্য আমাদের।'

ডিস্যুজার কেমন যেন অসুস্থ মনে হচ্ছে নিজেকে। তার দুপাশে দুজন দাঁড়িয়ে। একপাশে শর্মা—অন্যপাশে যোশী। দুজনেরই দৃঢ় বিশ্বাস ফিরোজ শা আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু কেন? ডিস্যুজার মন বলছে, আত্মহত্যা খুনের থেকে অনেক ভাল। খুনের দায় এড়াতে পারবেন এভাবে। কিন্তু সব জেনে শুনেও কেবলই ডিস্যুজা জানতে চাইছিলেন আসল সত্যটা। আর কেবলই মনে হচ্ছে আসল সত্যটা জানতে পারলেই সব দায় থেকে বেঁচে যাবেন।

সারা ঘরের লোক···ওদের কথা শুনছে।

ডিস্যুজা গোঁয়াড়ের মতো আবার আগের প্রশ্ন তুললেন, 'ফিরোজ আত্মহত্যা করতে যাবে কোন দুঃখে? আর মাস ছয়েকের মধ্যেই ত ও ডক্টরেট পেয়ে যেত।'

যোশী বললেন, 'ও যে ছ মাসের মধ্যে ডক্টরেট পেত এ সম্বন্ধে আপনি এত নিশ্চিত হলেন কি করে? ওর কাজ কেমন চলছিল?'

'কাজ খুব ভালই চলছিল'

'আপনি জানলেন কি করে?'

ডিস্যুজা একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু জবাব দিতে গিয়েও থেমে গেলেন। বুঝলেন কি ভুল করে ফেলেছেন। যোশীর ফাঁদে এমনভাবে পা দিলে সেখান থেকে আর বেরোবার উপায় থাকবেনা। তিনি চুপ করে থাকলে ডক্টর যোশীই কথা বলিয়ে নেবেন তাকে দিয়ে।

যোশী বললেন, 'ফিরোজ নিশ্চয় আপনাকে বলেছিল, তার কাজ ভালই এগোচ্ছে।'

''হ্যাঁ।'

'ও যে সত্যি কথাই বলেছে তা আপনি বুঝলেন কি করে?'

'ওর এক্সপেরিমেন্টাল রেজালটের ডুপ্লিকেট শিটসগুলো আমার কাছেই আছে।'

ডিস্যুজার এই কথায় ডক্টর যোশী বেশ খুশী হয়েছেন বলে মনে হল। তার মুখখানা হাসিতে ভরে গেল। শর্মার মুখও হাসিতে উজ্জ্বল। ডিস্যুজা চারপাশে তাকিয়ে দেখলেন সারা ঘরের লোক নিজেদের কথাবার্তা থামিয়ে ওদের কথা শুনছে। আরও দেখলেন, তার স্ত্রী ডরিস নিজের রুমালটা হাত দিয়ে মোচড়াচ্ছে, আর নীচের ঠোঁটটা কামড়াচ্ছে। ওর খুব অস্বস্তি হলে অথবা রেগে গেলেই এসব লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়।

ডিস্যুজা জানেন যে এই ঘরের কোন কেমিস্টকেই একথা বিশ্বাস করাতে পারবেন না যে ফিরোজ শার রিসার্চের কাজ পরীক্ষা করে দেখবার মত কাইনেটিক্সের বিদ্যে তার আছে।

ডক্টর যোশী বেশ রসিয়ে রসিয়ে বললেন, 'আমি ফিরোজের প্রথম-দিকের থিওরিগুলো জানি। সেগুলো সবই আজগুবি। ওর থিওরি-গুলো প্রমাণ করতে দিতে রাজী হয়েছিলাম এই কারণে যে ওগুলো প্রমাণ করতে গিয়ে নতুন কিছু চোখে পড়বে। তার থেকেই হয়ত ওর পি. এইচ. ডি-র কাজটা হয়ে যাবে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সেটা সম্ভব হয়নি। ফিরোজকে নিয়ে কাজ করা কোন সুস্থ্য মস্তিষ্ক মানুষের পক্ষেই অসম্ভব। তারপর সে আপনার কাছে গেল। আর সেই যাওয়াই তার কাল হল। কারণ ওর প্রবলেমগুলো বোঝার ক্ষমতা একমাত্র এই লাইনের একস্‌পার্ট ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়।'

এতক্ষণে বোঝা গেল যোশীর রাগটা কোথায়। যোশীকে একে-বারেই পাত্তা দিত না ফিরোজ। ডিস্যুজা একটু ঠেস দিয়ে বললেন, 'আপনাকে কনসাল্‌ট না করে ফিরোজ যে পাপ করেছে তার জন্য এখন ত আর কোন শাস্তি দেওয়া যাবে না।

'সে আমাকে কনসাল্‌ট করল কি না করল—তাতে কিছুই যায় আসে না। আমি শুধু এটাই বলতে চাই যে, একটা ভুল থিওরিকে একসপেরিমেণ্ট করে প্রমাণ করতে গিয়ে বারবার ফেলিওর হয়েছিল বলেই শেষকালে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। আপনাকে যতই বলুক তার কাজ ভালভাবেই এগোচ্ছে, আসলে ও

বুঝতে পেরেছিল তার পক্ষে পি. এইচ. ডি. পাওয়া সম্ভব নয়।

ডিস্যুজা কিন্তু যোশীর কথা বিনা তর্কে মানতে রাজী নন। তিনি বললেন, 'আমি ভাল ফিজিক্যাল হয়ত নই, কিন্তু একেবারে গণ্ডমুর্খও ত নই। কোন কাজ ভালভাবে এগোচ্ছে কিনা রিপোর্ট পড়ে সেটুকু বোঝার ক্ষমতা আমার আছে।'

এইসব কথা বলার সময় ডিস্যুজা এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর গলার স্বর কাঁপছিল। উত্তেজনায় চারপাশের সব কিছুই ঝাপসা দেখছিল। মনে হচ্ছিল ঘরের সব মানুষ তার দিকে চেয়ে আছে।

জানোয়ার! চারদিক থেকে কতগুলো জানোয়ার তাকে ঘিরে ধরেছে। ওঃ! দুদিন দুরাত্রি যে কিভাবে কেটেছে তা ঈশ্বরই জানেন। কি করে যে এর থেকে মুক্তি পাব কে জানে।

এটা যদি অ্যাকসিডেন্ট হয় তাহলেও সবাই ডিস্যুজাকেই দোষ দেবে। যদি আত্মহত্যা হয় তবে ত কথাই নেই। সকলে ধরে নেবে ডিস্যুজা ঠিকমত গাইড করতে পারেন নি বলেই ফিরোজকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে। আর সব থেকে বেশী যে ভয়টা করছেন সেটা যদি ঘটে—অর্থাৎ যদি জানা যায়—এটা আসলে খুন তাহলে ত সব্বাই ধরে নেবে মান বাঁচাতে গিয়ে ডিস্যুজাই খুন করেছে ফিরোজকে।

মুহূর্তের মধ্যে এতগুলো কথা ডিস্যুজার মনে খেলে গেল। একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'প্রফেসর যোশী! ফিরোজের আত্মহত্যা সম্বন্ধে এত নিশ্চিত রয়েছেন দেখে আমার কিন্তু মনে হচ্ছে আপনার ভেতরে ভেতরে একটা অপরাধবোধ রয়েছে।'

'কিসের অপরাধবোধ?'

'আপনি ফিরোজকে নিজের গ্রুপ থেকে বার করে দিয়েছিলেন। একটু আগেই ত বললেন, আপনার মতে ফিরোজের থিওরিগুলো সব ভুল। সে কথা তাকে জানিয়েও ছিলেন। আর একথাও স্পষ্ট যে ওকে দুচক্ষে দেখতে পারতেন না। ফিরোজ হয়ত তাই ভেবেছিল, আপনার কাজ করলে ও কোনদিন পি.এইচ.ডি. পাবে না। আর সেই জন্যেই হয়ত ফিরোজ যখন আপনাকে ছেড়ে আমার কাছে চলে এল

তখন থেকে একটা অপরাধবোধ আপনার মনের মধ্যে গেঁথে গেছে।

একথা শুনে রাগে চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল প্রফেসর যোশীর। কাঁপতে কাঁপতে কি যেন বললেন। কথাগুলো একটুও বোঝা গেল না।

প্রীতম বলল, আমার মনে হয় ব্যাপারটা পুলিশের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

ডিস্যুজা কিন্তু আজ কাউকেই অত সহজে ছেড়ে দিতে চাইলেন না। প্রীতমের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এম.এস.সি পার্ট ওয়ানে সিনথেটিক্ অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে যে খুব খারাপ নম্বর দিয়েছিলেন ফিরোজকে তার কি কোন জাস্টিফিকেশন আছে?'

কথাটা শুনে বেশ থতিয়ে গেল শর্মা। বলল, 'পেপারটায় ও খারাপ করেছিল বলেই কম নম্বর দিয়েছিলাম।'

'কিন্তু ওর ফাইন্যাল একজ্যামের পেপারটা আমিই দেখেছিলাম। আমি একজন অর্গানিক কেমিস্ট—একথা ত সকলেই মানবে। ফিরোজের ফাইন্যাল পেপারটা মোটেই খারাপ ছিল না।'

'ফিরোজ আমারটায় খারাপ করেছিল বলেই কম নম্বর পেয়েছিল।'

কথার মাঝখানে মিসেস কার্লেকার এসে পড়লেন। বললেন, 'সবকিছু রেডি। আপনারা কাইণ্ডলি চলে আসুন।'

প্রীতম আর যোশী একদিকে সরে গেল। ডিস্যুজা ধীরে-সুস্থে ডাইনিং হলে পৌঁছোলেন। তখনও তার চারপাশে ধোঁয়াটে ভাবটা কাটেনি যেন।

ডিস্যুজাকে দেখতে পেয়ে ডরিস ছুটে এল। ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছিল? এত চেঁচামেচি করছিলে কেন?'

ডিস্যুজার রাগ তখনো কমেনি। বললেন, 'এখন আমায় কিছু জিজ্ঞাসা কোর না প্লীজ।'

বাড়ি ফিরে এসে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলেন ডিস্যুজা আর ডরিস। ডিস্যুজাই অবশ্য মুখ খুললেন প্রথমে।

'হাজার বললেও আর কোনদিন যাব না ওদের পার্টিতে।'

'ব্যাপারটা কি হয়েছিল খুলে বলবে ত !' ডরিসের গলার স্বর খুব শান্ত। এটা খুব অদ্ভুত ঠেকছে ডিস্যুজার কাছে।

'প্রীতম বলছিল, পুলিশ ফিরোজের মৃত্যুটা আর অ্যাকসিডেণ্ট বলে মনে করছে না। ওর নিজের মতও তাই। কোন কেমিস্টই অবশ্য স্বপ্নেও ভাবতে পারে না ফিরোজ এ ধরণের একটা ভুল করবে। আমার মনে হয়, ডিপার্টমেণ্টেরই কোন লোক পুলিশকে জানিয়েছে ব্যাপারটা।'

'কিন্তু কেন ? কার এত মাথাব্যথা ?'

'ডিপার্টমেণ্টে এ ধরণের লোক বেশ কয়েকজন আছে। তাদের মধ্যেই কেউ হয়ত পুলিশকে জানিয়েছে। তবে এটা ঠিক যে সকলেই ব্যাপারটাকে সুইসাইড বলে মেনে নিতে রাজী আছে। তার কারণ আত্মহত্যার নৈতিক দায়িত্ব পরবে আমার ওপর। আর এতে আমার শত্রুরা বেশ খুশীই হবে। কিন্তু বেটাচ্ছেলেদেব আমিও রেহাই দেব না।' তাদের মধ্যেই খুনী লুকিয়ে নেই ত ?

'কিন্তু···?'

'কোন কিন্তু নয়। এটা একটা খুন। আর তারা বেশ ভাল-ভাবেই জানে সেটা। নইলে ফিরোজের মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে প্রচার করার দায়িত্বটা হঠাৎ তারা নিল কেন ? কেউ এত জটিলভাবে আত্ম-হত্যা করে না। সোডিয়াম সায়নাইড তার হাতের কাছেই ছিল। আত্মহত্যার প্রয়োজন হলে একটু গুঁড়ো বোতল থেকে মুখে ঢেলে দিলে অতি সহজেই কাজ হাসিল হত। তাব জন্যে এত কাণ্ড করার দরকার ছিল না।'

সে রাতে বেশ নাক ডাকিয়েই ঘুমোলেন ডিস্যুজা। গত দুদিনের ক্লান্তির সঙ্গে মিশেছিল পার্টির উত্তেজনা। মনটা বেশ তৃপ্ত ছিল। তাই ঘুমটাও হয়েছিল বেশ জমাটে।

সকালে উঠে দেখলেন আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ জমেছে। বাতাসেও বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। মেঘলা আকাশ মনটাকেও দিল মেঘলা করে।

ব্রেকফাস্টের পর ডরিসকে বললেন, কলেজে যাচ্ছেন। সে

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল আজ রবিবারেও কলেজ যাচ্ছেন কেন।

ডিসুাজা বললেন, 'আজ রবিবার বলেই যাচ্ছি। ফিরোজের রিসার্চের নোটবুকগুলো পড়তে হবে।'

'কেন ?'

'কাল যোশীর কথা শোননি তুমি ? তিনি মনে করেন ফিরোজের কাজ মোটেই এগোচ্ছিল না। আর যে টকু এগোচ্ছিল সেটকু বোঝার ক্ষমতাও নাকি আমার নেই।'

'ফিরোজের কাজটা বুঝতে কোন অসুবিধে হবে না ত ?'

স্ত্রীর এ কথায় বেশ দমে গেলেন। ডরিসও তাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। বললেন, 'জানি না। সাবজেক্টটা ত ঠিক আমাব নয়। তবে যদি কাজটা কমপ্লিট করতে পারি তাহলে-- '

'আমার যেন কেমন ভয় ভয় করছে।'

হঠাৎ কি মনে হল ডিসুাজার। ডরিসেব কাছে এসে তার পিঠে হাত রাখলেন। বললেন, 'ভয় পেলে চলবে না। আসল সত্যিটা বার করতেই হবে। আর সেটা আমি বার করবই।'

ডরিস কিছু না বলে ডিসুাজার বুকের ওপর মাথা রাখল। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে একটা কথা মনে এল ডিসুাজার। যারা সুইসাইডের কথা বলে চালাতে চাইছে তাদের মধ্যেই খুনী লুকিয়ে নেই ত ? অর্থাৎ যোশী কিম্বা প্রীতম কি খুন করেছে ফিরোজকে ?

কিন্তু ফিরোজকে ওরা খুন করতেই বা যাবে কেন ?

॥ বার ॥

আজ রবিবার। কলেজে তাই লোকজন নেই। ডিসুাজা চাবির রিংটা বার করলেন ব্যাগ থেকে। চাবি দিয়ে ফিরোজের ল্যাবোরেটরির দরজা খুলে যে দৃশ্য দেখলেন তাতে অবাক না হয়ে পারলেন না। শুধু অবাক নয়। উত্তেজনায় আর একটু হলে চিৎকার করে ফেলতেন। অনেক কষ্টে সামলালেন নিজেকে। দু-এক

সেকেণ্ড পরে একটু যেন ধাতস্থ হলেন। উত্তেজনাটা অবশ্য পুরোপুরি কমেনি তখনও। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'একি! নিনা, তুমি এখানে কি করছ?'

নিনা ভাটিয়া ফিরোজের টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে বসে একটা বাঁধানো ল্যাবোরেটরি নোটবুক পড়ছিল। প্রফেসরকে দেখে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। কোন উত্তর না দিয়ে নোটবুকের পাতাগুলো নার্ভাস হয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো।

ডিস্যুজা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'নিনা তুমি এই ল্যাবে ঢুকলে কি করে?'

নিনা সেকথার সোজাসুজি কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'আমি··· আমি ওর কাগজপত্রগুলো একটু উল্টে-পাল্টে দেখছিলাম স্যার ··· যদি এমন কিছু পেয়ে যাই···।'

নিনা কথাটা শেষ করতে পারল না। ডিস্যুজাই কথা যোগালেন। 'এমন কিছু তুমি খুজছিলে যা ফিরোজের কথা মনে করিয়ে দেবে। তাই না?'

নিনাকে দেখে বুকের ভেতরটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল ডিস্যুজার। ··দুটি কেমিস্ট্রি-স্কলারের ভালবাসা কোন চিহ্নে বেঁচে থাকবে? ফিরোজের অনেক দিনের ব্যবহার করা টেস্টটিউবে না ল্যাবোরেটরির নোটবুকে নাকি আর কিছুতে? ডিস্যুজা কি বলে যে নিনাকে সান্ত্বনা দেবেন ভেবে পেলেন না।

নিনাকে সান্ত্বনা দেওয়ার কথা কিন্তু একটু পরেই ভুলে গেলেন ডিস্যুজা। পুরোন সমস্যায় ফিরে এলেন আবার। আশ্চর্য মানুষের মন! ভাবছিলেন নিনা ফিরোজের ল্যাবোরেটরিতে ঢুকলো কি করে? যতদূর মনে পড়ছে এখান থেকে বেরোবার সময় দরজায় চাবি দিয়েই বেরিয়েছিলেন। বেরিয়ে যাবার পর কেউ হয়ত ঢুকেছিল এই ল্যাবে। আর সে হয়ত যাবার সময় দরজা খোলা রেখেই গিয়েছিল। কিন্তু সে লোকটি কে? ডিটেকটিভ ব্রিজমোহন নয়ত?

ডিস্যুজার এখন মনের অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে সব জায়গায়

ডিটেকটিভ ব্রিজমোহনকে দেখতে পাচ্ছেন। ফিরোজের ল্যাব-পার্টনার সুরেন্দ্র কাপুরের কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন। তার কাছেও ত এ ঘরের চাবি আছে। ভুলটা তারও হতে পারে।

কিন্তু জটীল সমস্যার সমাধান নিনাই করে দিল এক কথায়। বলল, 'তার কাছে এই ল্যাবের একটা চাবি আছে।'

'তাই নাকি! কিন্তু চাবিটা তুমি পেলে কি করে?'—ডিস্যুজা জানতে চাইলেন।

'ফিরোজই আমাকে দিয়েছিল চাবিটা।'

কথাটা শুনে এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন ডিস্যুজা। তারপর উঠে গিয়ে ল্যাবের দরজাটা বন্ধ করে এলেন। নিনার কাছাকাছি একটা টুলের ওপর বসে নিনার দিকে ভালভাবে তাকালেন। নিনা তখনও একভাবে ফিরোজের চেয়ারে বসে আছে। মেঘ-ভাঙ্গা সামান্য রোদ্দুর জানালার কাঁচ দিয়ে নিনার পিঠে এসে পড়ছে।

খুব একটা খারাপ দেখাচ্ছে না ত? কথাটা ভেবে অবাক হলেন ডিস্যুজা। নিনা অবশ্য লম্বা অথবা ছিপছিপে না। কোন ফিলমে ওকে হিরোইন করা যায় না। কিন্তু ওর চোখ দুটো ভাসাভাসা: গায়ের রং বেশ পরিষ্কার। আগে যতটা সাদামাটা মনে হয়েছিল ততটা সাদামাটা ত নয় ও।

আগে ফিরোজের মেয়ে বন্ধুদের সম্বন্ধে যে ধারণা করেছিলেন সেটা এখন আর ঠিক বলে মনে হচ্ছে না। একটা সাধারণ মেয়েব প্রেমে যেভাবে পড়ে ফিরোজও ঠিক সেইভাবেই ভালবেসেছিল নিনাকে।

ডিস্যুজা বললেন, 'আমি জানতাম না ব্যাপারটা। এই ল্যাবের চাবি কি তোমার খুবই দরকার হয়ে পড়েছিল···তোমাদের পার্সোন্যাল ব্যাপারে নাক গলাবার ইচ্ছে আমার নেই একটুও। কিন্তু বুঝতেই পারছ ব্যাপারটা এখন বেশ সিরিয়াস হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই।

'আমি জানি আপনি কি ভাবছেন আমাদেব সম্পর্কে। আপনার কাছে আর কোন কথা লুকিয়ে রেখে লাভ নেই। আমরা ছুটীর পর মাঝে মাঝে এখানে আসতাম। দুজনের কাছে চাবি থাকায় আমাদের

এই যাওয়া আসা কেউ টের পেত না। এসব কথা কাউকে বলবেন না স্যার।'

'ঠিক আছে নিনা। এসব কথা আর কেউ জানতে পারবে না।'

'থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা যা করেছি তা খুব অন্যায়। কিন্তু আমাদের কোন উপায় ছিল না।'

'ধরা পড়লে আমাদের সকলেরই ক্ষতি হত।'

'ঠিক কথা স্যার। আপনাকে ত আগেই বলেছি ফিরোজের পি. এইচ. ডি. হয়ে গেলেই আমরা বিয়ে করতাম। দুজনের দেখাশোনার ভাল নিরিবিলি জায়গা ছিল না বলেই এটা করতে হয়েছে। অবশ্য আপনি যদি চান আমি কলেজ ছেড়ে দিতে পারি আর কিছুই ভাল লাগছে না এখন।'

'সে কি কথা! যা ঘটে গেছে তা নিয়ে কান্নাকাটি করে কোন লাভ আছে কি? কাজের মধ্যে থাকলে তবু সময়টা কেটে যাবে। নইলে ত কেবলই ফিরোজের কথা মনে হবে তোমার।'

এই সব কথা বলছিলেন যখন মনে মনে কিন্তু ঠিক সেই সময় আর একটা সন্দেহ ঘোরাফেরা করছিল। নিনা যদি অন্তঃস্বত্ত্বা হয়? হয়ত ফিরোজকে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছিল নিনা আর ফিরোজের যা বদমেজাজী স্বভাব। হয়ত খুব খারাপ ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেছে ওকে। আর তারই কি প্রতিশোধ নিয়েছে নিনা ফিরোজকে খুন করে?

নিনা ততক্ষণ উঠে দাঁড়িয়েছে। ও দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই ডিস্যুজা বললেন, 'নিনা! শোন. তোমাকে আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করার আছে।'

নিনা মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকল। ডিস্যুজাও চুপ করে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। কথাটা কিভাবে বললে ঠিক হবে সেটাই ভাবতে সময় নিলেন কিছুটা। শেষে কোন উপায়ন্তর না দেখে সব থেকে সোজা রাস্তাটা বেছে নিলেন।

'তোমাকে একটা খুব পার্সোন্যাল প্রশ্ন করছি। আশা করি তুমি কিছু মনে করবে না।'

'কি প্রশ্ন স্যার ?'

প্রফেসর প্রীতম চাওলার সঙ্গে তোমার কোনদিন কোন ঝামেলা হয়েছে কি ?'

'ঝামেলা ? প্রফেসর চাওলার সঙ্গে ?' অবাক হয়ে চোখ কুঁচকে তাকাল নিনা।

ঘটনাটা আরও একটু খোলাখুলি বললে এই দাঁড়ায়—প্রীতম কি কোনদিন তোমার সঙ্গে ফ্ল্যাট করার চেষ্টা করেছে ?'

'এটা মোটেই কোন প্যার্সোন্যাল প্রশ্ন নয়। উনি সব মেয়ের সঙ্গেই যেমন ফ্ল্যাট করেন আমার সঙ্গেও তেমনই করেছেন। তবে এমন কিছু করেননি যাকে মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া বলা যায়।'

'ফিরোজ কি এটা জানত ?

কথাটা শুনে কেমন যেন কুঁকড়ে গেল নিনা। বলল, 'একথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন স্যার ?'

'একথা জিজ্ঞাসা করছি এই জন্যে যে আমার ধারণা ফিরোজ ব্যাপারটা জানত।'

নিনা একথার কোন জবাব দিল না। ডিসুজা ঘটনাটা আরও পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন।

প্রীতমের যা স্বভাব তাতে ও মেয়েদের সম্বন্ধে যে সব কথা বলে তা সকলেই জেনে যায়। ফিরোজও নিশ্চয় জেনেছিল সেকথা। আর ও হয়ত এই নিয়ে চাওলার সঙ্গে ঝগড়াও করে থাকতে পারে।'

নিনা একথায় রেগে গিয়ে বলল, প্রফেসর চাওলার এসব ব্যাপার-গুলো কেউই সিরিয়াসলি নেয় না। অনেক সময় ওকে বেশ অসহ্য মনে হয়। কিন্তু উনি মোটেই হার্মফুল নন। যদি কোন মেয়ে ওর কথাগুলো সিরিয়াসলি নেয়—তাহলে সঙ্গে সঙ্গে উনি ভয়ে পেছন ফিরে দৌড়তে শুরু করবেন।'

'কিন্তু ফিরোজ ব্যাপারটা বেশ সিরিয়াস মনে করেছিল। আর প্রীতমকে সেটা জানিয়েওছিল, তাই না ?'

'আমার শরীরটা খারাপ লাগছে স্যার—আমি এখন চলি।' নিনা

দরজার দিকে যেতে যেতে হঠাৎ পেছন ফিরে জিজ্ঞাসা করল, 'স্যার! ফিরোজের রিসার্চ নোটবুকটা কি আপনার কোন কাজে লাগবে?'

'কয়েকদিন ওটা আমার কাছে রাখতে চাই। আমার কাজ হয়ে গেলেই ওটা তোমায় দিয়ে দেব।'

'ঠিক আছে স্যার! আমি এখন চলি।'

মিনিট কয়েক পরে ডিস্যুজা ল্যাবের জানলা দিয়ে দেখতে পেলেন নিনা কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেণ্টের মেন গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

নিনা ওর শেষ প্রশ্নের কোন উত্তর দেয়নি। উনি ধরে নিলেন ফিরোজ আর প্রীতমের ব্যাপারটা যা ভেবেছেন সেটাই ঠিক।

ফিরোজ সামান্য কারণে ঈর্ষায় জ্বলবে এটাই স্বাভাবিক। ছেলেবেলা থেকেই ভয় ওর যা কিছু আছে সব চারপাশের মানুষেরা কেড়ে নেবে। সকলকে তাই ওর এত অবিশ্বাস, এত ভয়। প্রীতমকে অন্য সকলে হাসি-তামাশার খোরাক ভাবলেও ফিরোজ ওকে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবেই দেখেছিল। আর প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে বোঝাপড়াটা ফিরোজ খুব খারাপ ভাবেই করে। খুব সম্ভব প্রীতমকে ভয় দেখিয়েছিল ফিরোজ এ ব্যাপাবে কর্তৃপক্ষকে কমপ্লেন করবে বলে।

একজন প্রফেসর কলেজের বাইরে মাতাল হলে কারো কিছু বলার নেই। ক্লাশে খারাপ পড়ালে অথবা ছাত্রদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে কিছু করার নেই। চাকরি পার্মানেণ্ট হলে এসব কারণে তার চাকরি যায় না। কিন্তু একটা কারণে যে কোন সময় তাকে তাড়ানো যায়। কলেজ ক্যামপাসের ভেতরে চরিত্রহীনতা প্রফেসরের পক্ষে মারাত্মক অপরাধ। আর চাওলা সব সময় সে বিপদের সীমানা ঘেষেই চলাফেরা করে এসেছে। একটি নালিশের ধাক্কায় সেই সীমানার ওপারে গিয়ে পৌঁছতে পারে অনায়াসে।

ফিরোজ কি নালিশ করবে বলে শাসিয়েছিল প্রীতমকে? এই ভয়ে কি কেউ কাউকে খুন করতে পারে? নাকি ফিরোজকে কম নম্বর দেওয়ার কারণটা এই? এর থেকে অবশ্য প্রীতমের একটা মোটিভ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু ফিরোজকে খুন করার সুযোগ পাবে কি করে?

ও জানবে কি করে ফিরোজ কিভাবে একসপেরিমেণ্ট করে ?

ফিরোজের ক্যাবিনেটে সোডিয়াম অ্যাসিটেট সলিউশান ভর্তি ফ্লাসক সাজানো রয়েছে ?

এসব সমস্যার কোন সহজ সমাধান মাথায় এল না ডিস্যুজার। তাই ফিরোজের রিসার্চ নোটবুকগুলো ওলটাতে শুরু করলেন। মোট পাঁচটা নোটবুক রয়েছে। ফিরোজের কাজ খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এত সুন্দর হাতের লেখা এত পরিপাটি কাজ খুব বেশী চোখে পড়েনি ডিস্যুজার।

এত সুন্দর রিসার্চ নোটগুলো দেখে তার মনে হল ফিরোজের কাজ নিশ্চয় বুঝতে পারবেন। কোন অসুবিধা হবে না। কেবল ম্যাথামেটিকস দেখে ঘাবড়ালে চলবে না।

এক নম্বর নোটবুকটা হাতে তুলে নিলেন ডিস্যুজা। প্রথম কয়েক পাতা জুড়ে রয়েছে সেইসবদিনের কথা যখন ফিরোজ ডক্টর যোশীর কাছে কাজ করত। সে নিজের কাজ শুরু করার আগে যেসব পেপার পড়েছিল—সেগুলোর সুন্দর আলোচনা রয়েছে প্রথম দিকটাতে।

এমনিতে ফিরোজ ছেলেটা বেশ খ্যাপাটে ছিল। কিন্তু ওর নোট-বুকে সে ভাবের সামান্য প্রকাশও দেখতে পেলেন না ডিস্যুজা।

ডিস্যুজা দু-এক জায়গায় পড়লেন প্রফেসর যোশীর সঙ্গে কোন কোন সময় মতের মিল হচ্ছে না ফিরোজের। আর সেগুলো বেশ স্পষ্ট ভাষায় গুছিয়ে লিখেছে ফিরোজ। এমন কি যেদিন ফিরোজ যোশীর কাছ থেকে চলে এল ডিস্যুজার কাছে সেদিনের কথাও লিখে রেখেছে।

তারপরের লেখাগুলোর সঙ্গে কিছু কিছু পরিচয় আগেই আছে ডিস্যুজার। কারণ এর একটা করে কপি অনেক আগেই পেয়েছেন। প্রথমদিকে ও নিজের কাজগুলো খুব ভালভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু পরের দিকের লেখাগুলোর সে চেষ্টা কমে এসেছে অনেকখানি। এর মানে কি-এই যে যখন ফিরোজ দেখল যে

ডিস্যুজা ওর সাবজেক্ট ভাল বোঝেন না। তখন থেকে কি বোঝানোর চেষ্টাটা ছেড়ে দিয়েছিল? এই জন্যেই কি ফিরোজ ওকে ঘৃণা করতে শুরু করেছিল।

নোটবুক পড়তে পড়তে অনেকটা সময় কেটে গেছে। খেয়াল ছিল না ডিস্যুজার। খেয়াল হতে মনে হল বেশ খিদে পেয়েছে। কিন্তু খেতে হলে বাড়ি ফিরতে হবে। অথচ বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না তার। তাই আবার নোটবুকে মন দিলেন ডিস্যুজা।

ফিরোজ একস্‌পেরিমেন্টগুলো নিয়ে খুব ভালোভাবে আলোচনা করেছে। প্রথমে বুঝিয়েছে কেন একটা বিশেষ একস্‌পেরিমেন্ট করতে যাচ্ছে। একস্‌পেরিমেন্টটা বোঝাবার পর তার ফল নিয়ে আলোচনা করেছে। যেখানে একস্‌পেরিমেন্টের ফলের সঙ্গে থিওরির ফারাক অনেকখানি তারও কারণ নিয়ে আলোচনা করেছে।

না। ভয়ের কোন কারণ নেই ডিস্যুজার। ফিরোজের কাজটা বোঝা খুব কঠিন হবে না তার পক্ষে। ম্যাথামেটিকস্‌ শক্ত অবশ্য। কিন্তু কোন স্টেপ বাদ দেয়নি ফিরোজ।

রিসার্চ কেমিস্ট হিসেবে ফিরোজের একটা দোষ চোখে পড়ল ডিস্যুজার। নিজের থিওরির ওপর অতিরিক্ত মোহ ছিল ফিরোজের। যখন কোন একটা একস্‌পেরিমেন্টে থিওরির কাছাকাছি ফল পেয়েছে—সেটা আর দ্বিতীয়বার করার কথা একবারও মনে আসেনি। কিন্তু যে একস্‌পেরিমেন্ট থিওরির বিপক্ষে গেছে—সেটা বার বার চেক করেছে।

এক নম্বর এবং দু নম্বর নোটবুকে অনেক একসপেরিমেন্ট থিওরির বিরুদ্ধে গেছে। তৃতীয় নোটবুকে ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়িয়েছে। এরপর থেকে একস্‌পেরিমেন্টের ফল ওর থিওরির সঙ্গে মিলতে শুরু করেছে।

একটা পাতা খুলে পড়তে পড়তে তার মনটা কেমন যেন করে উঠল। ফিরোজ এই পাতায় একটা একস্‌পেরিমেন্টের শুরু থেকে বর্ণনা করেছে। ও যে আগে থেকে দশটা ফ্লাসকে সোডিয়াম অ্যাসি-

টেট সলিউশান তৈরি করে রেখেছে তাও পরিষ্কার করে লেখা আছে। ডিস্যুজার মনে হল যে কোন সাধারণ কেমিস্ট ওর রিসার্চ নোটবুকের এই পাতাটা পড়েই ফিরোজকে খুন করার সহজ পথটা বার করে নিতে পারে অনায়াসে।

কিন্তু না। আর খুন নিয়ে নাড়াচাড়া ভাল লাগছে না ডিস্যুজার। অনেক হয়েছে। তার পক্ষে ডিটেকটিভ হওয়া সাজে না। তার থেকে বরং ফিরোজের কাজটা বুঝতে পারলে দু-একটা ভাল রিসার্চ পেপার লেখা যাবে। তাতে তার অনেক লাভ। কি হবে এই নোংরা খুন নিয়ে ঘাটাঘাটি করে।

একস্‌পেরিমেন্টের ফল গ্রাফ পেপারে এঁকেছে ফিরোজ। বেশ সুন্দর একটা সরলরেখা। যাক! এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন ডিস্যুজা। ফিরোজের কাজ বেশ ভালই হয়েছে। এই নোটবুকে তার ঝুড়ি ঝুড়ি প্রমাণ আছে। গ্রাফ রয়েছে ইকোয়েশান রয়েছে। থিওরির আগাগোড়া সবই রয়েছে, কোথাও ফাঁক নেই।

একটা পাতা ওল্টাতে গিয়ে লক্ষ্য করলেন ডিস্যুজা, পাতার পেছনদিকের সাদা অংশটাতে পেনসিল দিয়ে যেন কিছু হিসেব করেছিল ফিরোজ। সেটা আবার মুছে দিয়েছে রবার দিয়ে। এটা খুব ভাল লাগল না ডিস্যুজার। নোটবুকে কিছু মোছার নিয়ম নেই। যেসব ভুল থাকবে সেগুলো আলতভাবে কেটে দিতে হয়। কারণ অনেক সময় ভুল থেকেও নতুন কিছু বেরোয়।

ডিস্যুজা পাতার পেছন দিকে পেনসিলে লেখা অস্পষ্ট অঙ্কগুলোর দিকে মনোযোগ দিলেন। তারপর সব—সবকিছু জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে। কিন্তু এ যেন কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। অথচ বিশ্বাস না করেও উপায় নেই। এখন বুঝতে পারছেন ডিস্যুজা, কেন ফিরোজ তাকে ভয় পেত। আর কোন দ্বিধা নেই। অন্ধকার থেকে হঠাৎ একটা ঝলসানো আলোর সামনে এসে পড়লে যেমন চোখ ঝলসে যায় ঠিক তেমনই হল ডিস্যুজার।

॥ তের ॥

ব্যাপারটা বুঝতে একটু সময় লাগল ডিস্যুজার। কারণ এতবড় আঘাতের প্রথম ধাক্কায় মনটা অবশ হয়ে গিয়েছিল।

ফিরোজের কাজটা শেষ করার কথা ভাবাই যায় না। সকলকে চমকে দেওয়ার মত, সকলকে ভাবিয়ে তোলার মত, কোন পেপার বেরোবে না একাজ থেকে

বাইরে থেকে কে যেন নক্ করতে শুরু করেছে। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'ভেতরে আসুন।' কিন্তু দরজা খুলল না। বাইরে থেকে শুধু দরজা ধাক্কানোর আওয়াজ পেলেন। তার খেয়াল হল দরজায় গা-তালা লাগানো আছে বলে দরজাটা টেনে বন্ধ করতেই আবার তালা লেগে গেছে উঠে গিয়ে চাবি দিয়ে দরজা খুলে দিলেন। দরজা খুলেই যাকে দেখলেন তাকে এই ছুটির দিনে দেখবেন স্বপ্নেও ভাবেননি। দরজার সামনে দাড়িয়ে আছে ডিটেকটিভ ব্রিজমোহন।

ব্রিজমোহন ল্যাবোরেটরির ভেতর ঢুকে বেশ সহজভাবেই বলল; 'কিছু কথা ছিল আপনার সঙ্গে আপনার কি সময় হবে প্রফেসর?'

'পুলিশকে কোন ব্যাপারেই না বলা যায় না।'

'আমি আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম আপনার স্ত্রী বললেন, আপনি এখানে এসেছেন।'

ব্রিজমোহন কথা বলতে বলতে চারপাশটায় চোখ বুলিয়ে নিল একবার 'এখানে সিগারেট খাওয়া চলবে ত?'

'চলতে পারে।'

ব্রিজমোহন প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরালো।

'দুজনেরই বিনা পয়সায় বেশ কিছুক্ষণ ওভারটাইম দিতে হবে, তাই না?' আবহাওয়াটাকে হালকা করার জন্যেই কথাটা বলল ব্রিজমোহন।

ডিস্যুজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি ফিরোজের সম্বন্ধে আরো

কিছু জানতে চাইছেন।'

'ঠিক ধরেছেন স্যার! ঝামেলাটা ফিরোজকে নিয়েই। কয়েকটা জিনিস প্রথম থেকেই যেন কেমন কেমন ঠেকেছে আমার কাছে।'

'তার মানে'

'মানে আর কি—মানে, আপনার কাছে ত আর লুকোন যাবে না যে কেমিস্ট্রির কিছুই আমি জানি না। তাই প্রথমদিন ল্যাবোরেটরির ব্যাপার-স্যাপার দেখে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু অনেক দিনের অভিজ্ঞতায় মনে হচ্ছিল কোথায় যেন একটা কিছু গলদ আছে।'

'আমি কিন্তু আপনার একটা কথাও বুঝতে পারছি না।'

'জিনিসটা বোঝানো আমার পক্ষে একটু শক্ত। যেমন ধরুন, কোন্ কেমিক্যাল বিপদজনক, আর কোন্‌টা নয় সেটা আপনি যতটা ভাল বুঝবেন আমি কি ততটা বুঝতে পারব?'

'তা ত হবেই। এতদিন ধরে এ লাইনে রয়েছি যে'

'ঠিক বলেছেন প্রফেসর। এটা আসে অভিজ্ঞতা থেকে। আপনি যেমন, কেমিক্যাল নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন অনেকদিন ধরে, আমিও তেমনি পঁচিশ বছর ধরে মানুষ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছি। তাই কোন মানুষের কোন ব্যাপারে গোলমাল থাকলে ধরা পড়ে যায় আমার কাছে।'

ব্রিজমোহনের এই কথাগুলো কেমন যেন ভয় ধরিয়ে দিল ডিস্যুজার মনে। ওকে থামানোর জন্য সোজাসুজি বললেন, 'আপনি কি বলতে চাইছেন সেটা একটু স্পষ্ট করে বলুন ত?'

'সোজা করেই বলছি। সেদিন যখন আপনার সঙ্গে কথা বলে গেলাম তখন মনে হয়েছিল আপনার কোথায় যেন একটা কিছু গোলমাল রয়েছে।'

'গোলমাল ত ছিলই। সেদিন প্রথম আমার জীবনে ওরকম একটা ঘটনা ঘটল। আগে ত কোনদিন একটা মৃতদেহও দেখিনি। আর আমার ছাত্র—আমার খুব কাছের একজনকে ওইভাবে দেখলে কারই বা মাথাব ঠিক থাকে, বলুন?'

'তা অবশ্য সত্যি। কিন্তু এখন ত আপনি ঠিক হয়ে গেছেন, তাই না'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে কেমিস্ট্রি নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। কেমিস্ট্রি অনেকটা রান্নার মত ব্যাপার। আপনাদের অনেক মালমশলা আছে। সেগুলোকে আপনারা মেশান, গরম করেন আরও কত কি করেন। আমি ঠিক বলছি ত প্রফেসর?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলছেন আপনি।'

'তার মানে কেমিস্ট্রি ব্যাপারটা অনেক জটিল হলেও কেমিস্টকে একজন উচ্চস্তরের রাঁধুনি বলা যেতে পারে। এখন ধরুন, আপনার স্ত্রী কেক তৈরি করছেন। তাঁর ময়দা দুধ ডিম ভ্যানিলা বাইকার্ব এইরকম আরো কত কি দরকার। তিনি এইসব জিনিসগুলো এক জায়গায় এনে মেশাতে শুরু করলেন। মেশানোর পরেও এইসব জিনিসের কৌটাগুলো এক জায়গায় জড়ো করা থাকে কিছুক্ষণ।'

'বুঝলাম। কিন্তু ফিরোজের মৃত্যুর সঙ্গে এসবের কি কোন যোগ আছে।'

'আপনার ছাত্র ফিরোজও এই ধরনের কোন মিকশ্চার বানাচ্ছিল। (পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বার করে কি যেন পড়ে নিল ব্রিজ-মোহন) আর সেই মিকশ্চারে সোডিয়াম অ্যাসিটেটের বদলে সোডিয়াম সায়নাইড মিশিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু ওর কাজের জায়গায় সায়নাইডের বোতলটা ছিল না কেন?

'বোতলটা ওখানে থাকলেই বা কি এমন তফাৎ হত?'

'হয়ত এটা এমন কিছু মারাত্মক ব্যাপার নয়। যেমন ধরুন ওটা ডেসকের ওপরেই ছিল আর ফিরোজের মৃতদেহটা দেখবার পর প্রায় অজান্তেই বোতলটা ঠিক জায়গায় সরিয়ে রেখেছেন আপনি। আপনার কি সে রকম কিছু মনে পড়ছে?'

'না।'

অথবা এও হতে পারে যে ছেলেটার স্বভাব একটু অন্যরকম ছিল।

ও হয়ত কোন একটা বোতল নিজের কাজের ডেসকে এনে সেটা থেকে কিছুটা জিনিস ঢেলে আবার দশ ফুট হেঁটে গিয়ে ঠিক জায়গায় রেখে আসত বোতলটা। কিন্তু সেদিন আমি লক্ষ করেছিলাম, ওর ডেসকের ওপর একটা কাঁচের কুঁজোর মধ্যে গুড়ো গুড়ো কি যেন পড়েছিল। তার মানে ও কাজের সময় সবকিছু ঠিকঠিক জায়গায় রেখে এসে কাজ শুরু করে—তাও ত মনে হয় না। যাই হোক ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত।'

ডিস্যুজা চুপ করে রইলেন ব্রিজমোহন বলে যেতে থাকল।

'তাই ব্যাপারটা আমার মনের ভেতরে ঘুরপাক খাচ্ছে তখন থেকে। আমি ভেবেছিলাম এ সম্বন্ধে আপনি কিছু বলবেন। কিন্তু কিছুই বললেন না। তখনই মনে হল প্রফেসরের কোন গোলমাল আছে।'

ডিস্যুজা বেশ রেগে গেলেন এ কথায়। বললেন, 'আপনাকে ত আমি বারবার বলছি সেদিন আমি দারুণ আপসেট হয়ে গিয়েছিলাম। আমি তখন ঠাণ্ডা মাথায় কোন কিছু চিন্তাই করতে পারছিলাম না।'

'আমার কিন্তু আপনাকে দেখে তেমন কিছুই মনে হয়নি। একটু খটকা লেগেছিল বলে দু-একজনকে প্রশ্ন করেছিলাম অনেকে বললে চামচ দিয়ে তোলার সময় সোডিয়াম অ্যাসিটেট আর সোডিয়াম সায়নাইডের তফাৎ বোঝা যায়। কথাটা কি সত্যি প্রফেসর?'

ডিস্যুজা এ প্রশ্নের জবাব দিতে একটু ইতস্ততঃ করছিলেন। ভাবলেন মিথ্যে কথা বললে আরও বিপদে পড়বেন। তাই সত্যি কথাটাই বললেন, 'চামচ দিয়ে তুলতে গেলে তফাৎটা নজরে পড়াই স্বাভাবিক।'

অনেকে আবার বলল, ফিরোজ ল্যাবোরেটরিতে একসপেরিমেন্টের কাজে নাকি খুব সাবধানী ছিল। তারপক্ষে এই ধরনের ভুল করা নাকি অসম্ভব। এটা কি সত্যি প্রফেসর?'

'ফিরোজ খুব সাবধানে কাজ করত, এটা আমারও নজর এড়িয়ে যায়নি।'

'কিন্তু প্রফেসর! আপনি সেদিন এত আপসেট হয়েছিলেন যে এ দুটো কথার একটাও আমাকে বলেন নি। আপনি বলেননি যে ফিরোজের মত উনি চাবি দিয়ে দরজা খুলে দিলেন···। ছেলেদের

পক্ষে এ ধরনের ভুল করা অসম্ভব। সেদিন রাত্রে আপনার মাথা গরম থাকতে পারে। তারপর দুটো দিন কেটে গেছে। এর মধ্যে মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে নিশ্চয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমাকে নিজে থেকে কিছুই জানাননি। তাই আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে। কোথায় যেন একটা ভুল রয়েছে। এমন কোন একটা পয়েন্ট রয়েছে যে সেটা ধরতে পারলেই রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে।'

'আমি এসব ব্যাপার বুঝি না মোটেই। তাই নিজে থেকে কিছু বলতে চাইনি। আমি ত আর ডিটেকটিভ নই।'

'ঠিক কথা প্রফেসর। কিন্তু ব্যাপারটা একটু মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখুন। আপনার তখন মাথার ঠিক না থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এর মধ্যেও আপনি সেদিন ফিরোজের কাছে ল্যাবোরেটরির যে চাবিটা থাকত সেটা চেয়েছিলেন। মনে পড়ছে?'

'হ্যাঁ।'

'সেদিনই হঠাৎ চাবিটা চাইলেন কেন বলুন ত? ঘটনার পরের দিন আমাকে ফোন করতে পারতেন। অথবা থানায় চলে আসতে পারতেন। চাবিটা যদি আমাদের কাছে থেকেই যেত তাতেও কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হত না। আপনার কাছে নিশ্চয় আর একটা ডুপ্লিকেট চাবি আছে। তবু আপনি চাবিটার খোঁজ করছিলেন। কেন বলুন ত?'

ব্রিজমোহনের এসব কথা আর শুনতে ইচ্ছে করছে না ডিসুজার। খুব খারাপ লাগছে। তিনি বললেন, 'তখন হঠাৎ চাবিটার কথা মনে পড়েছিল বলেই বলেছিলাম কথাটা। আমি অতশত কিছু ভেবে বলিনি। পুলিশের সঙ্গে কথা বলাই ত দেখছি একটা বিরাট ঝামেলার ব্যাপার।'

'পুলিশের কাজটাই ত এই। আপনার সেদিনের কথার অন্য একটা মানে এসে গেল মাথায়। আমার মনে হয়েছিল আপনি হয়ত ল্যাবোরেটরির চাবিটা পুলিশের কাছে থাকুক এটা চান না। কারণ পুলিশের হাতে থাকলে আপনার অজ্ঞাতে তারা ল্যাবে ঢুকে খোঁজাখুঁজি শুরু করতে পারে।'

ডিস্যুজার মনে হল বাড়ি ফিরে লাঞ্চ খেলেই হত। এখন খালি পেটে ব্রিজমোহনের দেয়া সিগারেটের ধোঁয়া গিলে গিলে শরীরটা বেশ অসুস্থ মনে হচ্ছিল। তাই বললেন, 'আপনার এ সন্দেহটা একেবারেই বাজে। তখন আমার মাথায় এ ধরনের কোন কথাই আসেনি।'

'আমি কিন্তু ভেবেছিলাম, কথাটা যখন মনে এসেইছে তখন একটু পরীক্ষা করা যাক। আপনার কথাবার্তা, আচার-ব্যবহারও যেন অদ্ভুত মনে হচ্ছিল। তাই আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এই ল্যাবেরই কাছাকাছি রয়ে গেলাম। আমি চলে যাবার পরেও ল্যাবের আলো জ্বলে রইল অনেকক্ষণ ধরে। আমার বেরোবার প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে দেখলাম আপনি ল্যাব থেকে বেরোলেন। আমি থানায় ফোন করে ল্যাবের চাবি আনলাম। চাবি দিয়ে ল্যাব খুলে আমি যা দেখলাম তাতে একটুও সন্দেহ রইল না যে, আপনি একটু আগে কিছু একটা করছিলেন সেখানে। ডেসকের ওপর অনেকগুলো নতুন কেমিক্যালের শিশি পড়ে রয়েছে, যেগুলো ঘণ্টাখানেক আগেও দেখিনি।'

ডিস্যুজা অনেক কষ্টে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন। ব্রিজমোহনের এই কথায় মনে হচ্ছিল গলাটা যেন ওর বুজে আসছে।

ব্রিজমোহন কিন্তু থামল না।

'আমি তাই আমাদের একজন কেমিস্টকে ডাকলাম। জানেন প্রফেসর, আমাদের পুলিশেও কেমিস্ট আছে। আমাদের কেমিস্ট চারদিক দেখেশুনে বললেন, আপনি খুব সম্ভবতঃ সায়নাইডের টেস্ট করছিলেন। কথাটা কি সত্যি প্রফেসর ?'

ডিস্যুজা বুঝলেন ব্রিজমোহনকে এড়ানো যাবে না। তাই বাধ্য হয়ে একটা সায়নাইড সলিউশন আর বাকি নটা অ্যাসিটেট সলিউশন ভর্তি ফ্লাসকের কথা বললেন। কেউ যে একটা অ্যাসিটেট সলিউশনের ফ্লাসক সরিয়ে সায়নাইডের ফ্লাসক রেখে যেতে পারে সেকথাও বললেন।

'আপনি কিন্তু আমাদের এসব কথা কিছুই জানান নি। কেন বলুন ত ?'

ডিস্যুজা একথার কোন উত্তর দিতে পারলেন না।

'এসব কথা বললে শেষে আপনাকেই খুনী মনে হয়। সেই ভয়েই কি জানান নি কথাটা ?'

'ঠিক তাই।'

'আপনি ভুল করেছেন প্রফেসর! আপনি যা করেছেন তাতে আপনার ওপর সকলের সন্দেহ বাড়বে বই কমবে না।'

'কিন্তু কেন ? আমি খুনী হলে ফ্লাসকগুলো চেক করতে যাব কোন দুঃখে ? ব্যাপারটা ত আগে থাকতেই জানা আছে আমার।'

'আপনি খুনী না হলে এসব ব্যাপার গোপন রেখেছেন কেন ? একবার যদি লোকেরা আপনাকে সন্দেহ করতে থাকে তাহলে জিনিসটা খুব সুখের হবে না। ভাববে আপনি যা বলছেন, ল্যাবে হয়ত তা না করে অন্য কিছু করেছেন।'

'আমি···আমি···।'

'আসলে আপনি গোড়াতেই জেনেছিলেন যে, ফিরোজ খুন হয়েছে। কিন্তু সেটা লুকিয়ে রেখেছেন প্রথম থেকেই।'

'এটা আত্মহত্যাও ত হতে পারে।' নিজেকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করলেন ডিস্যুজা।

'আত্মহত্যা ?'

'আপনিই ত প্রথমে ভেবেছিলেন ফিরোজ আত্মহত্যা করেছে।'

'আত্মহত্যার দিকটাও চিন্তা করেছি। কিন্তু ফিরোজ যদি আত্মহত্যা করেই থাকে তাহলে সেটাকে অ্যাকসিডেন্ট বলে সাজাবার জন্যেও মাথা ঘামিয়েছে। তাই না স্যার ?'

এই কথাটা ডিস্যুজার মনে হয়েছিল অনেক আগেই। তাই কথাটা স্বীকার করে নিলেন।

'আত্মহত্যাকে দুর্ঘটনা বলে সাজানোর স্পষ্ট কারণ আছে। কেউ অ্যাসিটেটের বদলে সায়নাইড রেখে গেছে।'

'কিন্তু কে সে ?' ডিস্যুজা জিজ্ঞাসা না করে পারলেন না।

'আপনিও হতে পারেন।' ব্রিজমোহন অনায়াসে উচ্চারণ করল কথাগুলো।

কিন্তু আমি খুন করতে যাব কোন দুঃখে? ডিসুজার শরীরটা ভয়ে এমন ঠাণ্ডা অসাড় হয়ে যাচ্ছে যে কোন কিছুই আর আয়ত্তে থাকছে না।

'অনেক কারণ থাকতে পারে প্রফেসর। গত দুদিন একটু খোঁজ খবর নিচ্ছিলাম আপনার সম্পর্কে। যা জেনেছি তা যদি সত্য হয় তবে আপনার ভ্যবিষ্যৎ অন্ধকার। আপনি নাকি তেমন ভাল রিসার্চ করতে পারছেন না। গাইড হিসেবে আপনার দুর্নাম হয়েছে বেশ। আপনার ছাত্র ফিরোজ বেশ কয়েকজনের কাছে বলেছে আপনি ওর কাজের কিছুই বোঝেন না। সেটা আপনার কানেও এসেছে নিশ্চয়। আর সেইজন্যেই ফিরোজের মুখ চিরদিনের মত বন্ধ করে দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে হয়ত।'

কি সব অসম্ভব আর অস্বাভাবিক কথা বলছে ব্রিজমোহন। এর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। তবুও শেষ চেষ্টা করলেন ডিসুজা।

'আপনার সব কথা শুনেছি। এবার আমার দু-একটা কথা শুনুন। নিজের স্বার্থেই আত্মহত্যাকে দুর্ঘটনা বলে সাজাতে পারে। এর প্রমাণ আমার হাতেই রয়েছে এখন।'

'তাই নাকি? ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন ত।'

'ফিরোজের কতগুলো থিওরি ছিল। সেই থিওরিগুলো একস্পেরিমেণ্ট করে প্রমাণ করার চেষ্টা করছিল সে। থিওরিগুলো প্রমাণ করতে পারলে একটা ভাল চাকরিও পেয়ে যেত ফিরোজ। কিন্তু প্রমাণ করতে না পারলে পি এইচ. ডি. পাওয়া প্রায় অসম্ভব হোত ওর পক্ষে। বুঝলেন ব্যাপারটা?'

'হুঁ!'

'আজ সকালে ওর নোটবুকগুলো দেখছিলাম উল্টে পাল্টে। দেখলাম প্রথমদিকে ওর কাজ খুব খারাপ ছিল। অর্থাৎ থিওরির সঙ্গে একস্পেরিমেণ্টের মিল ছিল না মোটেই। যত দিন যেতে লাগল নিজের থিওরি প্রমাণ করার জন্য যেন ততই মরিয়া হয়ে উঠল। শেষে এমন একটা পথ নিল যাতে ওর থিওরি প্রমাণ করা খুব সহজ হয়ে

যায়। একস্‌পেরিমেণ্টের ফলগুলো এমনভাবে সে দেখতে সুরু করল, যাতে করে মনে হয় থিওরির সঙ্গে একস্‌পেরিমেণ্ট মিলছে। অর্থাৎ ও চুরি করতে সুরু করল।'

'প্রফেসর! ব্যাপারটা কি অনেকটা ব্যাঙ্ক ক্লার্কের চুরির মত?'

'ঠিক তাই।'

'হ্যাঁ, কিন্তু ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝেছেন কি আপনি? ফিরোজ নিজের থিওরি প্রমাণ করার জন্য জাল জুয়োচুরি শুরু করেছিল। কিন্তু শেষের দিকে ওর বিবেক ওকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছে।'

'কিন্তু আত্মহত্যাকে দুর্ঘটনা বলে সাজাবার কি মানে থাকতে পারে।'

'আত্মহত্যা করলে সকলেই কারণ জানতে চেষ্টা করবে আর তখন ওর কুকীর্তির কথা বেরিয়েও পড়তে পারে।'

'ওর রিসার্চ নোটবুকগুলো পুড়িয়েও দিতে পারত।'

'আমার কাছে কপি আছে।'

'মৃত্যুর পর ওর কাজটা চালাতে গেলেই ত চুরি ধরা পড়ত।'

'আমার ওপর ওর একটুও আস্থা ছিল না। জানত ওর কাজটা নিয়ে আমি আর বিশেষ এগোতে পারব না। এখন ত বুঝছেন এটা সুইসাইড ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।'

ব্রিজমোহন ঘাড় চুলকে বলল, 'আপনার কথায় আমার সন্দেহ আরো বাড়ছে। আমার মনে হচ্ছে এটা খুন ছাড়া অন্য কিছু হতেই পারে না আর ফিরোজকে খুন করার খুব একটা ভাল মোটিভ রয়েছে আপনার।'

॥ চৌদ্দ ॥

ডিস্যুজা বুঝলেন ব্রিজমোহনকে কিছু বোঝাতে যাওয়াই বৃথা। তবুও আবার কথাটা তুললেন।

'আপনি আত্মহত্যার সম্ভাবনা নেই বলছেন কিভাবে বুঝলাম না। আপনি কি এটা বুঝছেন না যে একজন বিজ্ঞানীর পক্ষে নিজের থিওরি

প্রমাণ করতে গিয়ে মিথ্যে কথা লেখা মারাত্মক অপরাধ।'

ব্রিজমোহন ডিস্যুজাকে পাত্তা দিতে চাইল না যেন। ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নোটবুকগুলো একটু দেখতে পারি?'

ডিস্যুজা খাতাগুলো ব্রিজমোহনের হাতে তুলে দিলেন। পাতাগুলো উল্টে পাল্টে দেখে মাথা নাড়ল ব্রিজমোহন। 'এর মাথামুণ্ড কিছুই ত বুঝছি না। অথচ আপনি এর থেকে অনেক গোলমাল বের করে ফেলছেন, তাই না?'

'সেটাই ত স্বাভাবিক।'

'আসলে কি জানেন প্রফেসর, আপনার এ লাইনে অভিজ্ঞতা আছে বলেই ভুলগুলো বের করতে পেরেছেন। আর আমার অভিজ্ঞতা খুন, সুইসাইড এইসব লাইনে। সেই অভিজ্ঞতাই আমায় বলে দিচ্ছে এটা আত্মহত্যার কেস নয়। দেখুন প্রফেসর, দুরকমের মানুষ এতদিনে আমার নজরে এসেছে। একদল আছে যারা সব সময় নিজেদের ঘেন্না করে। তারা যে একেবারেই বাজে অপদার্থ এটা তাদের মন থেকে কিছুতেই মোছা যায় না। তাদের জীবনে যা কিছু ঘটুক না কেন তাই খারাপ। আর এসব কিছুর জন্যই তারা নিজেদের দোষী মনে করে।'

ডিস্যুজা বললেন, 'এদেরই সাইকোলজিস্টরা ম্যানিক ডপ্রেসিভ বলে।'

'কি বললেন? থাকগে। আসলে এরা মাঝে মাঝে খুব সাঙ্ঘাতিক হয়ে উঠতে পারে। এদের কাছ থেকে ছুরি, দড়ি এবং অন্যান্য মারাত্মক জিনিস লুকিয়ে রাখতে হয়, নইলে বিপদ। আরেক দল লোক আছে··· । প্রফেসর, আপনাকে বোর করছে না ত? অনেক সময় খেয়াল থাকে না আমার।'

'না না। খারাপ লাগছে না। ব্যাপারটার সঙ্গে এখন যেভাবে জড়িয়ে পড়েছি তাতে আমার আগ্রহ বাড়ছে বই কমছে না।'

'তাহলে ত ঠিকই আছে। কি যেন বলছিলাম?···ও হ্যাঁ, সেই অন্য দলের কথা। এরা নিজেকে বাদ দিয়ে পৃথিবীর আর সবাইকে

ঘেন্না করে। যাই ঘটুক না কেন সব অপরের দোষ। এসব লোক যত গাধার মতই কাজ করুক না কেন তারা বলবে তিনশ গজ দূরে হরিদাস হেঁচেছিল বলেই এমনটি হয়েছে।

'প্যারানয়েড' ব্রিজমোহনকে থামিয়ে দিলেন ডিস্যুজা।

'ঠিক আছে এদের একটা নাম দিয়ে ভালই করলেন। আপনার কি মনে হয়না ফিরোজ এই ধরনের মানুষ?'

'কতকটা তাই।'

'কতকটা কেন পুরোটাই। এ ধরনের লোক কখনো আত্মহত্যা করে না। সে হয় কাউকে মারে না হয় কারুর হাতে খুন হয়।

ডিস্যুজা এই লোকটার কথা শুনে একেবারে হাঁ হয়ে গেলেন। ওর যুক্তিগুলো অস্বীকার করা যায় না মোটেই

ব্রিজমোহন বকবক করেই চলল।

'এবারে তাহলে আত্মহত্যার কথাটা ভুলে গিয়ে অন্য চিন্তা করা যাক। ফিরোজ যদি মরে না যেত তা হলে কি হত? তাহলে কাজ-টাও যাহোক করে শেষ করে ফেলত। তারপর? তারপর কি হত?'

'ওর্যাল পরীক্ষায় ওর চুরি ধরা পড়ে যেত হয়ত'

'যদি ওর্যাল পরীক্ষায় ওকে ধরা না যেত তাহলে?'

'তাহলে পি এইচ. ডি. ডিগ্রি পেত। অন্য কেউ এক্সপেরিমেন্ট করতে গেলেই ওর ভুল ধরা পড়ে যেত'

'তারা কি বলত ফিরোজ চুরি করে পি. এইচ. ডি. পেয়েছে?'

'বলা কিছু বিচিত্র নয়'

'তাতে আপনার কি লাভ হত না ক্ষতি হত?'

'ক্ষতি হত।'

'তার মানে অনেকে হয়ত ভাবত এ ব্যাপারে আপনারও কিছু হাত আছে, তাই না?'

এ কথার কি উত্তর দেবেন ডিস্যুজা।

'ব্রিজমোহন এক মুহূর্ত চুপ করে চেয়ে রইল ডিস্যুজার দিকে। তারপর বলল, 'অথবা লোকে হয়ত এও ভাবতে পারে যে আপনি ওর

সাবজেক্ট এতই কম বোঝেন যে আপনার চোখে ধুলো দিয়ে নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়েছে।'

কথা বলতে গিয়ে ডিসুজার চোখমুখ রাগে লাল হয়ে উঠল। মুখ দিয়ে কেমন যেন একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল কথার বদলে।

ব্রিজমোহন কিন্তু থামল না।

'ফিরোজের চুরি আজ না ধরে গত মাসে ধরতে পারলে—'

'চুরিটা আজই ধরেছি।'

'আমি বলছিনা যে আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। ভাবছি যদি এমনটা হত তাহলে কি করতেন আপনি। ছেলেটার কুকীর্তির কথা প্রকাশ করে দেওয়া সম্ভব হত না আপনার পক্ষে। তাতে নিজের বোকামিটা আরো বেশী জাহির করা হত। তাই হয়ত এই দুর্ঘটনার ফাঁদ পেতে ফিরোজকে মারতেন, তারপর কাগজগুলো পুড়িয়ে ফেলতেন।

'একটু আগেও ওর কাজটা শেষ করার ইচ্ছেই ছিল।'

'কিন্তু ওর কাজটা শেষ করবেন কি আপনি?'

'এখন আর সেটা সম্ভব নয়।'

যদি আমি আজ না আসতাম তাহলে এই কথাগুলো সকলকে বলতেন কি?'

ডিসুজা চুপ।

ব্রিজমোহন বলল, 'এখন বুঝতে পারছেন কেন আমি বলেছিলাম ফিরোজকে খুন করার খুব ভাল একটা মোটিভ রয়েছে আপনার?'

'আপনি কি আমাকে অ্যারেষ্ট করবেন?'

'না।'

'কেন? আমার এত ভাল একটা মোটিভ থাকা সত্ত্বেও আমাকে অ্যারেষ্ট করবেন না?'

ব্রিজমোহন মৃদু হেসে বলল, 'মিথ্যেই আমার ওপর রাগ করছেন প্রফেসর! আপনি ভাবছেন আমি আপনাকে বোকা বানাতে চাইছি। খুন করার মোটিভ আপনার আছে একথা ঠিক। কিন্তু আপনাকে

সন্দেহ হয় না আমার। কেন সন্দেহ হয়নি সেটা খুলে বলছি।'

'আপনি একমাত্র নিজের সম্মান বাঁচানোর জন্য ছেলেটাকে খুন করতে পারেন। কিন্তু এভাবে খুন করা সেই মানুষের পক্ষেই সম্ভব যার নিজের বুদ্ধির অহঙ্কার আকাশ ছোয়া—যে মানুষ নিজের বুদ্ধির জাহির করার জন্য সব কিছু করতে পারে।'

'প্রফেসর, গত বৃহস্পতিবার প্রথম আপনার সঙ্গে কথা হয়। আমি কেমিস্ট্রির কিছুই জানি না। আর আপনি একজন কেমিস্ট। আমাকে কেমিস্ট্রির কোন কিছু বোঝানোর সময় আপনি এমন কোন কথা বলেন নি যাতে নিজেকে খুব ছোট বা খুব তুচ্ছ বলে মনে হয়। যে মানুষ এতবড় সুযোগ পেয়েও নিজের বুদ্ধি জাহির করে না, সে কখনো নিজের বোকামি প্রকাশ হয়ে পড়ার ভয়ে কাউকে খুন করতে পারে না। এখন বুঝেছেন প্রফেসর, কেন আপনাকে অ্যারেস্ট করছি না?

'বুঝেছি।'

'আপনার নিরহঙ্কার সরল ভাবটি আমার খুব ভাল লেগেছে। এখন চলি প্রফেসর। এই রবিবারের বাজারে অনেক বিরক্ত করলাম আপনাকে। কিছু মনে করবেন না স্যার।'

ব্রিজমোহন গম্ভীরমুখে বেরিয়ে গেল।

রাত্তিরে খাবার টেবিলে বসে ফিরোজের খুনের কথা ভাবছিলেন ডিস্যুজা। স্ত্রী ডরিসের সঙ্গে একটি কথাও বলেন নি খাবার সময়।

খাওয়া দাওয়ার বেশ কিছু পরে ডরিস বলল, 'আজ কলেজে কিছু ঝামেলা হয়নি ত?'

ডিস্যুজা কোন কথা না বলে স্ত্রীর দিকে চেয়ে থাকলেন অনেকক্ষণ। ডরিসের মুখটা শুকনো শুকনো লাগছে। ডিস্যুজা জানেন যে স্ত্রীর কাছ থেকে খুব বেশীক্ষণ কোন কথাই লুকোন যাবে না। তাই আজকের সারাদিনের ঘটনা একটু একটু করে তাকে বললেন।

সবকথা চুপ করে শুনলো ডরিস।

কথা শেষ হলে ডরিস বলল, 'এখন তুমি কি করতে চাও?'

'যেমন করেই হোক খুঁজে বার করতে হবে খুনীকে।'

'সেটা কি তুমি পারবে ?'

'পারতেই হবে।'

'সেদিন তুমি যা যা বলেছিলে তার সবকিছুই দেখছি ঘটে গেল। আর আমি তোমাকে এ ব্যাপারে শুধুই বাধা দিয়েছি। তোমার ঝামেলা বাড়িয়েছি।···কিন্তু এখন ···।'

'এখন কি ?'

'এখন কেমন যেন ভয় ভয় করছে আমার।'

ডরিস ডিস্যুজার ঠিক সামনের সোফায় বসেছিল। ওর এই অসহায় ভাব দেখে তার মনটা সহানুভূতিতে ভরে উঠল। তারপর নিজের সোফা ছেড়ে স্ত্রীর পাশে গিয়ে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভয় করছে কেন বলত ? তুমি ত জান আমি একাজ করিনি।'

'তা আমি জানি। কিন্তু ওরা যদি ধরে নেয় তুমিই খুন করেছ, তখন ?'···কথা বলতে বলতে কান্নায় ডরিসের গলার স্বর বুজে এল।

'ওরা তা করবে না। আর আমার ভয়টা সে জন্য নয়।'

ডিস্যুজার মনে হল যা কিছু এখন স্ত্রীকে বলছেন, তা শুধু সান্ত্বনার কথা নয়। প্রাণের কথা। এই কদিন যে ভয়টা করছিলেন সেটা ভীষণ বেড়ে যাওয়ায় ভয়ের তীক্ষ্ণ অনুভূতিটা এখন নেই আর। বরং রুখে দাঁড়াবার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠেছে ভেতরে ভেতরে।

ডিস্যুজা বললেন, 'এ বিপদ আমাদের কাটিয়ে উঠতেই হবে। তুমি কেঁদ না, প্লীজ।'

'ডরিসের মুখটা দু হাত দিয়ে খুব কাছে টেনে এনে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'কাঁদলে আমার অবস্থা আরো খারাপ হবে ডরিস।'

'ডরিস এ কথায় চোখ খুলে মুখটা হাসি হাসি করার মিথ্যে চেষ্টা করে বলল, 'ডিটেক্টিভ লোকটা বেশ ভাল।'

'ডিটেকটিভ বলতে যাদের আমি কল্পনায় এঁকেছিলাম ব্রিজ-মোহন তাদের থেকে অনেক আলাদা। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ ও এমন সব কথা বলে ফেলে যাতে চম্‌কে উঠতে হয়। অথচ ওর গোলগাল

চেহারাটা দেখলে হাসির ছবির কোন চরিত্রের কথা মনে পড়ে।'

'একটু কফি করি, কেমন ?'

'করো।'

একটু পরে ডরিস ফিরে এল হাতে দু কাপ ধোঁয়া-ওঠা কফি।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে ডরিস বলে উঠল, 'আমি ডিটেকটিভের কথাগুলো ভাবছিলাম। ওর মতে যার বুদ্ধির অহংকার আছে—খুন করেছে এমন মানুষ তাই ত ?'

'হ্যাঁ, বুদ্ধির অহংকার—কথাটা মনে রাখার মত।'

'তোমাদের ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রির প্রফেসর ডক্টর যোশী ত খুব অহংকারী।'

'কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু ফিরোজের জালিয়াতিতে যোশীর কোন সম্মানহানী হত না। বরং উল্টোটাই হত। যোশী ত আগেই বলেছেন ফিরোজের থিওরি একেবারে বাজে। এটা জানতে পারলে সবার আগে প্রকাশ করে দিতেন। না ডরিস, এ ব্যাপারে একমাত্র আমারই সম্মান যেতে পারত।'

ডরিস একথায় বেশ মিইয়ে গেল। বলল, 'তাহলে আর কে থাকতে পারে যার বুদ্ধির অহংকার এত বেশী ?'

ডিস্যুজা কফির কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, 'ডরিস, অনেকক্ষণ ধরে আমি শুধু একটা ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করছি। ব্রিজ-মোহন যা বলেছে তা যদি পুরোপুরি সত্যি হয় তবে খুনী কে সেটা আমি জানতে পেরেছি। সে ধারণাটা হয়েছে ব্রিজমোহনের ছোট্ট একটা কথায়। সে কথাটা যে কত মারাত্মক ব্রিজমোহন নিজেও তা জানে না। বুদ্ধির অহংকার—একমাত্র বুদ্ধির অহংকারেই খুন করেছে সে ফিরোজকে।'

॥ পনেরো ॥

পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্ট খেতে বসে একটিও কথা বললেন না ডিসুযা। ডরিসও চুপচাপ কফির পেয়ালা এগিয়ে দিল। মুখের সামান্য হাসির রেখা।

খাবারটা তাড়াতাড়ি শেষ করে কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে বললেন, 'আজ একটু তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে।'

ডরিস এ কথার কোন জবাব দিল না। ওকে দেখে মনে হল, কিছু যেন বলতে চায়।

ডিসুযা তাই জিজ্ঞেস করলেন 'কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ, মানে···যদি কিছু হয় তাহলে একবার ফোন কোর, কেমন?'

'নিশ্চয়। আর যদি ফোন না করি তাহলে বুঝবে সব ভালোর দিকে এগোচ্ছে। আর একটা কথা। দুশ্চিন্তা করবে না একেবারে। আমি ও সব ভার নিয়েছি।'

'ঠিক আছে।' মিষ্টি করে একটু হাসল ডরিস।

'আমি চলি তাহলে।'

কলেজের পথে পা বাড়ালেন ডিসুযা।

কলেজে নিজের চেম্বারে এসে কিছুক্ষণ এটাসেটা নাড়াচাড়া করলেন ডিসুযা। মন বসছে না কিছুতেই। শেষে নিনাকে খুঁজতে ওর ল্যাবে গেলেন। নিনাকে পেলেন না।

নিনার একস্‌পেরিমেণ্টের যন্ত্রপাতি দেখতে লাগলেন ডিসুযা। উচ্চচাপ অক্সিজেন সিলিণ্ডারটার দিকে চোখ পড়ল। সিলিণ্ডারটা খালি নাকি? যদ্দুর মনে পড়ছে এই ত সেদিন সিলিণ্ডার পালটেছে নিনা, পাঁচ ফুট সিলিণ্ডারের ভেতরকার চাপ নির্ণয়ের যন্ত্রের দিকে তাকালেন। ওটার অন্ততঃ ১৮শ পাউণ্ড পার স্কোয়ার ইঞ্চ চাপ দেখানোর কথা, কিন্তু দেখাচ্ছে না। ওটা দেখাচ্ছে শূন্য।

কিন্তু কেন এমন হলো?

সিলিণ্ডারের মুখটা কি বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল নিনা? আর তাই-তেই কি সব গ্যাস বেরিয়ে গেছে? বাইরের আবহাওয়ার চাপ নির্ণয়যন্ত্র শূন্য দেখাচ্ছে। সিলিণ্ডারের ঢাকনা পরীক্ষা করে দেখলেন। কোন ছিদ্র নজরে এলো না। সিলিণ্ডারের মুখে যে মেন ভালবটা রয়েছে সেটা যেদিকে বন্ধ হয় সেদিকে চাপ দিলেন। ভালবটা নড়ল না একটুও। তার মানে ওটা বন্ধই আছে।

উল্টো দিকে চাপ দিয়ে চাপ নির্ণয় যন্ত্রে অক্সিজেন ঢোকাতে লাগলেন। একটু একটু করে যন্ত্রের কাঁটা সরছে ক্রমশঃ। থেমে গেলেন হঠাৎ।

এমন একটা কিছু চোখে পড়ল যা ঠিক স্বাভাবিক নয়। কোথায় যেন একটা গলদ আছে। গলতি আছে কোথাও। বহু বছরের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ল এটা। চাপ নির্ণয়-যন্ত্র আর সিলিণ্ডারের সংযোগস্থলে একটা চকচকে তৈলাক্ত পদার্থ নজরে এল তার। আঙুল দিয়ে ঘসলেন জায়গাটা। তেলতেলে পদার্থটা একটু হাতে উঠে এল। শুঁকলেন হাতটা। গন্ধটা গ্লিসারলের মত।

একটা রেঞ্চ নিয়ে এলেন ডিসুজা। খুলে ফেললেন চাপ নির্ণয় যন্ত্র আর সিলিণ্ডারের জোড়। যন্ত্রটা কেমন যেন হড়কে খুলে এল। যন্ত্রের নিচের দিকে প্যাঁচকাটা জায়গাটা কেমন যেন তৈলাক্ত হয়ে রয়েছে। তৈলাক্ত পদার্থটা গ্লিসারল বলেই মনে হচ্ছে।

মেন ভালবটা খুলে দিলে ল্যাবোরেটরির দেয়াল ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে ভেঙ্গে পড়ত। ডিসুজা ল্যাবোরেটরির বেঞ্চে চাপনির্ণয় যন্ত্রটাকে কোন প্রকারে রেখে বসে পড়লেন। মৃত্যুর কত কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন। কথাটা ভেবে ভয়ে কাঁপতে থাকলেন ডিসুজা।

কাঁপুনি থামলে তিনি উঠে পড়লেন। প্রথমেই ল্যাবোরেটরির দরজাটা ভেতর থেকে লক করে দিলেন। তারপর চাপনির্ণয় যন্ত্রটার দিকে তাকালেন, দেখলেন প্যাঁচের গায়ে মারাত্মক তেলতেলে

পদার্থ লাগানো।

গত বৃহস্পতিবারে ফিরোজ মারা গেছে। নিনার মনের অবস্থা যা তাতে ত মনে হয় ঐ ঘটনার পরে আর যন্ত্রপাতিতে হাত দেয়নি ও। ডিসুজারও একই অবস্থা। এই কদিন অবশ্য যে-কেউ ল্যাবে ঢুকে এই মারাত্মক ফাঁদ পেতে রাখতে পারে। কারণ, নিনার স্বভাব ফিরোজের ঠিক উল্টো। ফিরোজের মত নিজের ঘর ল্যাবোরেটরি ইত্যাদি সব সময় তালাবন্ধ করে যাওয়ার বাতিক নিনার ছিল না।

এসব কথা এখন থাক। মনে মনে নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করলেন ডিসুজা। এখন ব্রিজমোহনকে এই ব্যাপারটা জানানো দরকার।

খুব শান্ত পদক্ষেপে অফিসের দিকে এগোলেন। ওখান থেকে ফোন করতে হবে। থানার নম্বর ডায়রেক্টরি থেকে দেখে নিয়ে ডায়াল করলেন।

'হ্যালো! এটা কি···?'

'হ্যাঁ।'

'ইন্সপেকটর ব্রিজমোহনকে ডেকে দিন না একটু।'

'উনি এই একটু আগে বেরিয়ে গেলেন।'

হতাশ হয়ে ফোন ছেড়ে দিলেন ডিসুজা।

ল্যাবের দিকে এগোলেন। ছেলেরা একস্‌পেরিমেণ্ট করছে। অ্যাসিড সল্টের কনফার্মেটরি টেষ্ট করছে। ছেলেগুলোকে দেখে নিজের যৌবনের কথা মনে পড়ল। কত স্বপ্নই না ছিল তখন। গভীর-ভাবে চিন্তা করলো, আপনা হতেই শাদা-লাল-হলদে-নীল-সোনালী-সবুজ স্বপ্নের মেঘ মনের আকাশ ছেয়ে থাকত।

'একটি ছাত্র এগিয়ে এল ডিসুজার দিকে। ছেলেটা খুব ভয়ে ভয়ে বলল, 'স্যার! গত শুক্রবার রিপোর্টটা জমা দিতে পারিনি। আজ এনেছি।'

ডিসুজাকে মুখটা বেশ গম্ভীর করতে হল। ভারী গলায় বললেন,

'যত দিন যাচ্ছে ছেলেদের সময়ের মুল্যবোধ ততই কমছে। আমাদের সময় এমন ছিল না।'

ছেলেটার কাচুমাচু মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন খারাপ লাগল। তারপর বেশ শান্ত গলায় বললেন, 'ঠিক আছে। দিয়ে দাও। আর যেন এমন না হয় কখনো।'

ছেলেটা চলে গেল। কিন্তু সময়ের মুল্যবোধ নিয়ে টানাপোড়েন চলতে থাকল।

এক সেকেণ্ডের এদিক-ওদিক হলেই একটু আগে যা ঘটতে পারত তাই ভেবে ভেবে শরীরটা আবার অসুস্থ মনে হচ্ছে ডিস্যুজার। তার মনে হল চোখের সামনে থেকে যেন ল্যাবোরেটরি, ছাত্ররা—সব কিছু অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এই বিশাল পরিবেশে একা একটা আশ্চর্য চিন্তা নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এই চিন্তাটা তাকে কুরে কুরে খেতে থাকল। ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে উঠছে ব্যাপারটা। শেষে সহ্য করতে না পেরে ল্যাবোরেটরি ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। কয়েকজোড়া চোখ তার দিকে ঘুরল। সেদিকে কোন খেয়ালই নেই তখন ডিস্যুজার।

আবার টেলিফোন নিয়ে পড়লেন। গাইড থেকে নম্বর 'বের করলেন। সেই একই উত্তর। অসহ্য লাগছে। তিনি বোঝাতে চাইলেন ব্রিজমোহনকে এখনই তাঁর দরকার। বিকেল তিনটে পর্যন্ত অপেক্ষা করার সময় নেই। কিন্তু ব্রিজমোহন তো তিনটের আগে ফিরবে না। তাহলে? এখন কি করবেন?

কিন্তু এই মুহূর্তে একটা কিছু করা দরকার।

টেলিফোনে একটা কথাই জানতে চাইলেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। ওপারেই সেই পরিচিত মিষ্টি গলাটা কিছুক্ষণ পরে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, তিনি সত্যি সত্যিই ডিস্যুজা কিনা। তার সেদিকে কোন খেয়াল নেই। বার বার শুধু জানতে চাইলেন মিষ্টি গলার মালিক যা বলছে সে সম্পর্কে তার নিজের কোন সন্দেহ আছে কিনা। শেষ-কালটায় যখন সন্দেহের কোন অবকাশই রইল না তখন ফোনটা ছেড়ে

দিলেন।

যাক ব্যাপারটা তাহলে বোঝা যাচ্ছে। অন্ততঃ তার ধারণা তাই। কিন্তু যা জেনেছেন তা প্রমাণ করবেন কি করে? পুলিশের ব্যাপার স্যাপার কতটুকুই বা জানেন তিনি।

এখন আর কিছু করার নেই। চুপচাপ ব্রিজমোহনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। অন্যমনস্কভাবে কত কি ভাবছিলেন। ভাবতে ভাবতে কত সময় পেরিয়ে গেল—খেয়ালই ছিল না। সূর্য পূব থেকে পশ্চিমে সরতে সরতে বিকেলের সীমানায় পৌঁছে যখন পড়ন্ত রোদ্দুরে ঝলসে দিল তাঁর মুখ তখন সচেতন হলেন তিনি। উঠে গিয়ে জানালার খড়খড়িটা নাবিয়ে দিলেন। একটু পরে বাইরে থেকে নক করার শব্দ শুনে দরজা খুলে যাকে দেখলেন তার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন এতক্ষণ।

পুলিশ ইনসপেক্টার ব্রিজমোহনকে দেখে বললেন, 'আসুন। আপনার জন্যেই বসে আছি এতক্ষণ।'

'একটু দেরী হয়ে গেল। থানায় ফিরে খবর পেয়েই চলে এলাম। আপনার পড়াশুনোয় কোন অসুবিধে করলাম না ত?'

'না না। ঠিক আছে…।'

'তারপর! কি ব্যাপার বলুন ত? আপনি যখন ডেকেছেন তখন ব্যাপার নিশ্চয় খুব গুরুতর।'

'ঠিকই ধরেছেন। আমাকে কেউ খুন করতে চাইছে। আর সেটা জানাতেই ডেকেছি আপনাকে।'

ব্রিজমোহন পকেট হাতড়ে সিগারেট বার করার চেষ্টা করছিল। ডিস্যুজার এই কথায় ওর পকেট হাতড়ানো বন্ধ হয়ে গেল। মুখ চোখের ভাবও গেল পাল্টে। মুখটা এতক্ষণ বেশ হাসিখুশি ছিল। হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গেলো। বেশ ভারী গলায় ব্রিজমোহন জিজ্ঞেস করল, 'তাই নাকি? আপনার কোথাও চোট লাগেনি ত?'

'না খুব জোর বেঁচে গেছি। এক মুহূর্ত দেরী হলে আর খুঁজে পাওয়া যেত না আমায়।'

'মানে যাকে বলে একচুলের জন্য বেঁচে যাওয়া ·

'ঠিক তাই।'

কিন্তু ব্রিজমোহনের ভাবসাব মোটেই স্থবিধের মনে হচ্ছে না। যেন কেমন রাগ রাগ মুখ করে তাকাচ্ছে। মুখে সামান্য সহানুভূতির ছাপও খুঁজে পেলেন না। মনে হল শেষপর্যন্ত ব্রিজমোহন ওকেই খুনী ভাবছে। কিন্তু কেন ?

ডিসুজার কথাগুলো মাঝে মাঝে আটকে যাচ্ছে। নিজেকে খুব নার্ভাস মনে হচ্ছে। তবুও থেমে থেমে অনেক কষ্টে ব্রিজমোহনকে বোঝালেন, কি করে অক্সিজেন সিলিণ্ডারে গ্লিসারল মাখিয়ে ওকে মারবার চেষ্টা করেছিল।

ব্রিজমোহন চুপচাপ শুনে গেল ডিসুজার কথাগুলো। গ্লিসারলের কথা উঠতে শুধু বলেছিল, 'গ্লিসারিণ.মানে নাইট্রো গ্লিসারিণ জাতীয় কোন বস্তু কি ?

ডিসুজা অনেক কষ্টে বিরক্তি চেপে বললেন, 'না না, শুধু গ্লিসারিণ অন্য ধরণের জিনিস কসমেটিকে এর ব্যবহার হয়। এমনিতে মোটেই মারাত্মক নয়।'

'মারাত্মক নয়। তবে যে বলছিলেন ··'

'এমনিতে মারাত্মক নয়। কিন্তু অতিরিক্ত চাপে পিওর অক্সিজেনের সঙ্গে মিশলে মারাত্মক হতে পারে।'

'তাই নাকি ?' ব্রিজমোহন বেশ জোরে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, ব্যাপারটা অ্যাকসিডেন্টও ত হতে পারে ?'

'না। অক্সিজেন সিলিণ্ডারের প্যাঁচে কেউ তেল ঢালে না। আর ভুল করে এ ধরনের কাজ কেউ করবে বলে মনে হয় না। কেউ বুঝেস্থজেই এ কাজ করেছে।'

'আপনাকে মারার জন্য প্রফেসর ?'

'তাছাড়া আর অন্য কি কারণ থাকতে পারে।'

'এই ল্যাবে কি আপনি একাই কাজ করেন ?'

'না আসলে এখানে আমার রিসার্চ স্কলার নিনা ভাটিয়াই কাজ করে। আমি প্রায় রোজই একবার করে ওর কাজ দেখতে আসি।'

'এই ফাঁদ তাহলে নিনার জন্যও কেউ পেতে রাখতে পারে ত ?'

'নিনাকে মারার কি কারণ থাকতে পারে ?' কথাটা বলে চুপ করে গেলেন ডিসুজা। এতক্ষণ শুধু ভাবছিলেন তাঁকেই কেউ মারতে চাইছে। একবারও মনে হয়নি নিনাকে মারার উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ এই গ্লিসারল মাখিয়ে রাখতে পারে। অথচ সেইটেই ভাবা উচিত ছিল প্রথম থেকে। ব্রিজমোহন একমুহূর্তে যে কথাটা বুঝে নিয়েছে। অথচ সেটা বুঝতে তাঁর এত সময় লাগল ভেবে বেশ লজ্জিত হলেন।

এইসব কথা ভাবতে একমুহূর্তও সময় লাগলনা। অথচ ও যেন কেমন রাগ রাগ করে তাকাচ্ছে। একটু পরেই শুনলেন ব্রিজমোহন বলছে, আপনাকে মারারই বা কি কারণ থাকতে পারে ?'

'কারণ একটা আছে। আর সেটা জানতে পেরেছি বলেই ত মনে হচ্ছে খুনী কে—তাও আমার জানা হয়ে গেছে।'

॥ ষোল ॥

ডক্টর ডিসুজা যখন বললেন, ফিরোজের খুনীর সন্ধান তিনি পেয়ে গেছেন, তখন ডিটেকটিভ ব্রিজমোহন একটু অবাক হল। ব্যাপারটা মোটেই বিশ্বাস হল না। ওর মুখে তাই ফুটে উঠল অবিশ্বাসের হাসি। বলল, 'তাই নাকি প্রফেসর। তাহলে বলুন কে খুন করেছে।'

ব্রিজমোহনের কথার সুরে বিদ্রূপের ছোঁয়া। প্রফেসর ডিসুজা বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এতে। বললেন, 'একটু ধৈর্য ধরুন। আপনার সামনে হাজির করছি আসল খুনীকে। নিজের ঘড়িটা দেখে নিলেন চট করে। তারপর ইনটারন্যাল ফোনটা তুলে একটা নম্বর ডায়াল করলেন। ফোনে আসতে বললেন যেন কাউকে। একটু পরে আর একটা নম্বর ডায়াল করে ফিসফিস করে আরো কিছু বললেন

যেন। ব্রিজমোহন শুনতে পেল না কিছুই। ডিটেকটিভ মনে মনে কৌতূহলী হয়ে উঠলেও মুখে সে ভাব প্রকাশ করলেন না একটুও।

ফোন করা শেষ হলে আগের কথায় ফিরে গেল ব্রিজমোহন। ও বলল, 'প্রফেসর এই ল্যাবে নিনা ছাড়া আর কে কে কাজ করে?'

'এখানে নিনাই একা কাজ করে। তবে আমি প্রায় রোজই এখানে আসি একবার করে—ওর কাজের আলোচনা করতে।'

'আপনি কি সব রিসার্চ স্কলারের ল্যাবেই যান রোজ একবার করে?'

'প্রথম দিকটায় যাই। পরে কাজ একটু এগোলে রোজ রোজ আর যাই না।'

'নিনার কাজটা কতদূর এগিয়েছে?'

'সামান্য।'

'কথাটা কি সত্যি না মেয়ে বলে রোজ একবার করে আসেন এখানে?'

এ কথায় ডিস্যুজার চোখ-মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল। মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোল না প্রথমে। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'পুলিশের লোক হলেই কি অভদ্র হতে হয়?'

ব্রিজমোহনের মুখে মৃদু হাসি। বলল, 'কিছু মনে করবেন না প্রফেসর। আমি একটু রগড় করছিলাম। কিন্তু এবার একটা সিরিয়াস কথা জিজ্ঞেস করছি। নিনার ওপর এই ডিপার্টমেণ্টের কারো রাগ ছিল কি?'

'আমার অন্ততঃ জানা নেই। একথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'এ কথা জিজ্ঞেস করছি এইজন্য যে আমার ধারণা অক্সিজেন সিলিণ্ডারে গ্লিসারল মাখিয়ে যে ফাঁদ পাতা হয়েছে সেটা নিনাকে মারার জন্য—আপনাকে খুন করার জন্য নয়।'

'কি করে বুঝলেন সেটা?'

'এই ল্যাবে নিনা অক্সিজেন সিলিণ্ডার নিয়ে আপনার থেকে ঢাড়া

চাড়া করে অনেক বেশী। তাই মারা যাবার চান্স তার অনেক বেশী আপনার চেয়ে। রিসেন্টলি ফিরোজের সঙ্গে মিনার কোন ঝগড়াঝাটি হয়েছিল কি?'

'তাত জানি না। আপনার কি মনে হয়, ফিরোজই এ কাজ করেছিল?'

'ওসব আমার কিছুই মনে হয় নি। আমি ভাবছি এমন কেউ এ ফাঁদ পেতেছে যে নিনার রিসার্চ সম্বন্ধেও বেশ ওয়াকিবহাল। আর ফিরোজের পক্ষে নিনার রিসার্চের সব কিছুই জানা সম্ভব।'

'সে কথা অবশ্য ঠিক আর ঠিক একই কারণে ফিরোজের রিসার্চের সব ব্যাপারও নিনার পক্ষে জানা সম্ভব।'

'হ্যাঁ...।

ব্রিজমোহন আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিল এমন সময় ল্যাবোরেটরির অ্যাপ্রণ পরে সামনে এসে যে দাঁড়াল সে নিনা ভাটিয়া। অ্যাপ্রণটা ওর শরীরের তুলনায় বেশ বড় আর সেটার এখানে ওখানে কেমিক্যালের দাগ। নিনার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে ওর মনের মেঘ কাটেনি এখনও ফিরোজের মৃত্যুর দাগ রয়ে গেছে হৃদয়ের চারপাশে। নিনাকে দেখে মনটা কেমন যেন খারাপ হয়ে গেল ডিসুজার।

ব্রিজমোহনের সঙ্গে নিনার আলাপ করিয়ে দিলেন ডিসুজা। বললেন, 'উনি পুলিশ ইনেস্‌পেক্টর। ফিরোজের কেসটা এখন ওরই হাতে রয়েছে।'

'ফিরোজের দুর্ঘটনার কথা বলছেন কি?' কেমন যেন অন্যমনস্কের মত জিজ্ঞেস করল নিনা।

ব্রিজমোহনের মতে ফিরোজের মৃত্যুটা মোটেই দুর্ঘটনা নয়। আমারও মত তাই। আমাদের দুজনের ধারণা ফিরোজকে কেউ খুন করেছে।

হঠাৎ বেশ উত্তেজিত হয়ে নিনা বলে উঠল, 'আমি জানি ফিরোজ

কখনো এই রকম একটা বোকার মত ভুল করতে পারে না। কে করল এই কাজ? কার কাজ এটা? কার কাজ?'

ডিস্যুজা ভাবলেন মেয়েটা খুব সহজেই মেনে নিল ব্যাপারটা। বললেন, 'আমরা সেটাই বের করার চেষ্টা করছি। কিন্তু এর মধ্যে আর একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। ব্রিজমোহন তোমার আর ফিরোজের ঘনিষ্ঠতার কথা জানতে পেরেছে?'

এ কথায় নিনা একটুও ঘাবড়ালো না। বলল,' এ আর এমন কি? ফিরোজের কাকা বলছিলেন, পুলিশ তাকে জিজ্ঞেস করেছে এসব কথা।'

'তুমি ফিরোজের কাকার সঙ্গে দেখা করেছিলে নাকি?'

'হ্যাঁ, উইলটার ব্যাপারে কিছু কথা বলার জন্য ফিরোজের কাকার সঙ্গে দিন দুয়েক আগে দেখা করেছিলাম।' এ কথায় ডিস্যুজা বেশ অবাক হলেন। ভাবলেন, ফিরোজের মৃত্যু ওকে শোকাচ্ছন্ন করলেও একেবারে ভেঙ্গে পড়েনি। এর মধ্যেও কাকার সঙ্গে ফিরোজের সম্পত্তি নিয়ে কথা বলেছে। ডিস্যুজার এই চিন্তায় বাধা পড়ল নিনার কথায়। তিনি শুনলেন, নিনা ব্রিজমোহনকে বলছে, 'আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেই পারতেন। আমি বলে দিতাম সবকিছু।'

'আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনি মিস খাটিয়া।'

ডক্টর ডিস্যুজা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বললেন, 'নিনা, ফিরোজ—কি কোনদিন তার রিসার্চ নিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করেছে?'

'মাঝে মাঝে যে আলোচনা হয়নি তা নয়। খুব বেশী সময় অবশ্য এসব কথায় আমরা নষ্ট করিনি কোনদিন।'

নিনার কথা শেষ হবার আগেই ল্যাবের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লেন বৃদ্ধ সুব্রামানিয়াম

বৃদ্ধ ঘরের ভেতর ঢুকে সকলের দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে ফিরে ফিরে তাকালেন খানিক। তারপর কোন ভূমিকা না করেই বললেন, 'ডিস্যুজা তোমার সঙ্গে আমার যে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল এই সময় সেটা বোধ করি ভুলেই গেছ।'

'সে কি স্যার ? মিস নায়ারকে ত ফোনে জানিয়ে দিলাম একটু আগেই যে, আপনি এলেই এখানে যেন আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আপনি যদি স্যার দশ মিনিট একটু বসেন তাহলে হাতের কাজটা মিটিয়ে ফেলতে পারি। তারপর আলোচনায় বসা যাবে।'

একথা বলেই ডিসুজা ল্যাবের দরজাটা বন্ধ করে এলেন। বৃদ্ধ সুব্রামানিয়ামের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এক্ষুনি হয়ে যাবে স্যার একটু বসুন আপনি।'

সুব্রামানিয়াম নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাদের কিন্তু অনেক কাজ বাকি।'

সে কথায় কান না দিয়ে নিনাকে ডিসুজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'নিনা, একটা সত্যি কথা বলবে ?'

নিনা একটু থতমত খেয়ে বলল, 'কি কথা ?'

'ফিরোজ 'প্র্যাকটিক্যালের সঙ্গে থিওরি মেলানোর জন্য মিথ্যে কথা লিখত—এটা কি তুমি জানতে ?'

নিনার মুখখানা থমথমে। অনেক কষ্টে যেন নিজেকে সামলাল। বলল, 'জানতাম।'

সুব্রামানিয়াম জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিথ্যে লেখার ব্যাপারটা কি ডিসুজা ?'

ফিরোজ নিজের থিওরি প্রমাণ করার জন্য ভূয়ো প্লট করেছিল কতগুলো।'

'কিন্তু তুমি যে বলেছিলে ফিরোজের কাজটা শেষ করবে ?'

'সে ইচ্ছে এখন আর নেই আমার। আমি গতকাল মাত্র জানতে পেরেছি ব্যাপারটা।'

নিনার দিকে আবার ফিরে তাকালেন ডিসুজা। বললেন, 'নিনা ব্যাপারটা জানার পর তোমাদের দুজনের সম্পর্কের কোন পরিবর্তন এসেছিল কি ?

'এ বিষয়ে অনেক তর্কাতর্কি হয়েছিল দুজনের মধ্যে। কিন্তু শেষে

বুঝেছিলাম ফিরোজ এ পথ থেকে সববে না কিছুতেই।'

'ফিরোজ কি তোমাকে একথা বলেছিল ?'

নিনা এ কথাব কোন উত্তব দিল না।

ডিসুজা বললেন, 'দেখ নিনা তুমি ত জান ফিবোজ কেমন ছেলে ছিল। সে সন্দেহ কবত। সে ভাবত সকলেই তাব বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। তাই না ?'

'ফিরোজকে অনেক কষ্ট সহ্য কবতে হয়েছে এই স্বভাবের জন্য ওকে দোষ দেওয়া যায় না।'

'আমি ওব বিচাব কবতে বসিনি নিনা শুধু ও কেমন ছিল সেইটেই সোজা কবে বলতে চাইছি তুমিই খুব অল্প কয়েকজনেব মধ্যে একজন যাকে ফিবোজ বিশ্বাস কবত। সেই তুমি যখন তাব সঙ্গে তর্কাতর্কি শুরু করলে তখন নিশ্চয় তোমাকেও ফিবোজ ওব শত্রু বলে ভাবতে আবম্ভ কবেছিল

ব্রিজমোহন কথাব মাঝখানে বলে উঠল, 'তাব মানে প্রফেসব আপনি বলতে চাইছেন ফিবোজ মহিলাকে খুন করতে পাবতো ? কিন্তু মহিলা ত জলজ্যান্ত আমাদেব সামনে দাঁড়িয়ে।'

'তা অবশ্য ঠিক। ফিরোজ যখন নিনাকে শত্রু বলে ভাবতে আরম্ভ করল তখন থেকে নিনাকে এড়িয়ে চলাই স্বাভাবিক। ওদের এনগেজমেন্ট ভেঙে যাওয়াবই কথা। এর আগেও ফিবোজ দু একটি মেয়ের সঙ্গে এমন করেছে। আর একটি ঘা খাওয়া মেয়ের পক্ষে ফিরোজকে খুন করা এমন কিছু বিচিত্র নয়।'

'এ আপনি কি বলছেন স্যার ?' চেঁচিয়ে উঠল নিনা।

'আমি বলছি তোমাব পক্ষে ফিরোজকে খুন কবা এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়।'

'আপনি একি পাগলের মতন বলছেন স্যার ?'

'তা না হলে আর কে ভুয়ো রেজাল্টেব জন্যে ফিরোজকে মারতে যাবে ? আর কে জানতে পারে ফিবোজেব এই কারচুপির কথা ?

তোমাদের এই নিয়ে তর্কাতর্কি আর কেউ শুনেছে কি ?'

'না···মানে · আমি অন্ততঃ জানি না।'

'কোনদিন রাত্রে এই নিয়ে খুব ঝগড়া করেছিলে ফিরোজের সঙ্গে ?'

'হ্যাঁ· একদিন মনে পড়েছে।'

'কেউ কি তোমাদের সেই ঝগড়া শুনেছিল ?'

'না কেউ না।'

সুব্রামানিয়াম এবার কথা বললেন, 'কেন তুমি মেয়েটাকে অত ধমকাচ্ছো বলো ত ?'

সুব্রামানিয়ামের কথা যেন শুনতেই পেলেন না ডিস্যুজা। আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কে তোমাদের কথা শুনেছিল বলতো

আমার তো মনে হয় কেউ শোনে নি। আর যদি কেউ শুনেই থাকে তা আমি জানবো কি করে সেকথা

'ইনি শোনেন নি তো ?' হঠাৎ সুব্রামানিয়ামের দিকে আঙ্গুল তুলে দেখালেন ডিস্যুজা।

বৃদ্ধ সুব্রামানিয়াম ক্ষেপে গেলেন ডিস্যুজার এই কথায়। চিৎকার করে বললেন, 'এসব কি হচ্ছে ?'

হঠাৎ সব কিছু যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ডিস্যুজা সুব্রামানিয়ামের দিকে যে আঙ্গুলটা তুলেছিলেন সেটা নামিয়ে নিলেন ধীরে ধীরে। সবাই এই মুহূর্তে আশা করছিল একটা অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে যাবে।

নিস্তব্ধতা ভাঙল ডিটেকটিভ ব্রিজমোহন।

'প্রফেসর আমিও কিন্তু বুঝছি না এসব ব্যাপার।'

'সুব্রামানিয়ামই এ কাজ করেছেন।' একথা বলতে বাধ্য হলেন ডিস্যুজা।

'কি কাজ ?' সুব্রামানিয়াম চেঁচিয়ে উঠলেন।

'ফিরোজকে মারার কাজ। আপনিই খুন করেছেন ফিরোজকে।'

'আমি মানহানির কেস করব তোমার নামে।'

'আমি ঠিক কথাই বলেছি। একমাত্র আপনিই বাত্তিরে কলেজ ছুটি হয়ে যাবার পরও করিডরে পায়চারি করে বেড়ান। এই রকম বেড়াতে বেড়াতেই ফিরোজ-নিনার ঝগড়া শুনেছেন ওদের অলক্ষ্যে। আপনি জানতে পেরেছিলেন ফিরোজ রিসার্চ রিপোর্টে ভুয়ো রেজাল্ট দেখাতে শুরু করেছে।'

'তুমি বললেই ব্যাপারটা সত্যি হয়ে যাবে না। আর সত্যি হলেই বা কি?'

'ব্যাপারটা এইরকম। ফিরোজ আমার ছাত্র। আর আমি আপনার ছাত্র। ফিরোজের কাজের দায়িত্ব যেমন আমার ঘাড়ে চাপবে। তেমনি আমার বদনাম মানে আপনারও বদনাম। অন্ততঃ আপনি তাই মনে করেন।'

'তোমার কথা আমি একটুও বুঝতে পারছি না।'

'আপনি বুঝতে পারছেন ঠিকই। রিসার্চ ব্যাপারটা আপনার কাছে একটা যুদ্ধের মত। আপনি সেই যুদ্ধের সেনাপতি। আপনার ছাত্ররা এবং ছাত্রের ছাত্ররা সে যুদ্ধের সৈনিক। আর সেই সৈন্যদের মধ্যে যদি কেউ জাল-জোচ্চুরি করে তাকে শাস্তি দেবার দায়িত্ব আপনি ছাড়া আর কে নেবে? আপনিই তাই সেই মহান দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।'

'তার মানে প্রফেসর আপনি কি বলতে চাইছেন যে এই বৃদ্ধ ল্যাবোরেটরিতে ঢুকে ফ্লাসক পাল্টে ছিলো।'

'ওঁর একটা মাষ্টার কি আছে যেটা দিয়ে সব তালাই খোলা যায়।' বললেন ডিস্যুজা।

বৃদ্ধ সুব্রামানিয়াম বললেন, 'এসব কথা প্রমাণ করা যাবে কি?'

বৃদ্ধের কথায় কান না দিয়ে ডিস্যুজা বলে চললেন, 'তারপর উনি যখন দেখলেন ফিরোজের কাজটা শেষ করার কথা ভাবছি তখন অনেক চেষ্টা করলেন যাতে আমি এ কাজ না করি।' একটু থামলেন ডিস্যুজা। পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছলেন।

তারপর সুব্রামানিয়ামের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গত শনিবার আপনি আমাকে কমপ্যারেটিভ বায়োকেমিস্ট্রির ওপর কাজ করতে বলেছিলেন। অনেক চেষ্টা করেও যখন রাজী করাতে পারলেন না তখন আমাকেও মেরে ফেলতে চাইলেন আপনি।'...

ব্রিজমোহন বলল, 'প্রফেসর আপনি উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন। ফিরোজের কথাটা শেষ করুন আগে।'

ডিসুজা রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন আবার। একটু শান্ত হয়ে বললেন, 'ঠিক আছে ফিরোজের কথাটাই শেষ করছি আগে। আমি একটা পয়েন্ট তুলছি। এই পয়েন্টটাই সুব্রামানিয়ামের অপরাধ প্রমাণ কবার পক্ষে যথেষ্ট। সুব্রামানিয়াম ঘড়ির কাঁটা ধরে চলেন সব সময় লক্ষ্য করেছেন কিনা জানিনা, উনি ঠিক পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে এখানে এসেছেন।'

ব্রিজমোহন বলল, 'আমিও লক্ষ্য করেছি ব্যাপারটা।'

'আমরা সবাই তাঁর এই সময়ের বাতিক মেনে চলি। তাঁর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকলে ঠিক মিনিট মেপে হাজির হই। দেরি হলে আর রক্ষে নেই। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার ফিরোজ মারা যাওয়ায় আমার পক্ষে ওঁর সঙ্গে পাঁচটায় অ্যাপয়েন্টমেণ্ট রাখা সম্ভব হয়নি।'

হঠাৎ সুব্রামানিয়ামের দিকে ফিরে ডিসুজা বললেন, 'কিন্তু স্যার, আপনি কি করে জানলেন বৃহস্পতিবারের অ্যাপয়েন্টমেন্টটা রাখতে পারব না?'

'তুমি যে কি বলছ আমি কিছুই বুঝছি না।' সুব্রামানিয়াম বললেন।

'গত বৃহস্পতিবার ঠিক পাঁচটার সময় আমার স্ত্রীর হাতে আপনার প্লানের ম্যানাসক্রিপটা ধরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন' আমি ফিরলে আমাকে যেন ওটা দেওয়া হয়। আপনি কি করে জানলেন আমি সেদিন দেরি করে বাড়ি ফিরব?'

'সেদিন বাড়ি ফিরতে তোমার দেরী হয়েছিল এটা ত ঠিক?'

'কিন্তু আপনি সেটা জানলেন কি করে? আপনি একবারও আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন নি আমি বাড়ি ফিরেছি কিনা? শুধু বলেছিলেন' আমি বাড়ি ফিরলে এটা যেন আমায় দেওয়া হয়। তার মানে কি এই নয় যে আপনি জানতেন আমি পাঁচটার সময় ল্যাবোরেটরিতে ফিরোজের মৃতদেহর সামনে বসে থাকব? কিন্তু আপনি জানলেন কি করে ব্যাপারটা?'

সুব্রামানিয়াম বললেন, 'চেচিও না, পীজ।'

ডিস্যুজা সুব্রামানিয়ামের কথায় কানই দিলেন না। সেই একই-রকম সুরে চেচিয়ে চেচিয়ে বলতে লাগলেন, আপনি জানতেন ফিরোজ মারা গেছে। কারণ আপনিই ওর ফ্লাসকে বিষ ঢেলে রেখেছিলেন। আপনি এটাও জানতেন আমিই প্রথম ফিরোজের মৃতদেহটা দেখতে পাবো। কারণ প্রতিদিন বাড়ি ফেরার আগে ল্যাবোরেটরিগুলো ঘুরে দেখা আমার রুটিনের মধ্যে পড়ে, এটাও আপনি ভালভাবেই জানেন।'

সুব্রামানিযাম ডিস্যুজাকে বাধা দিযে বললেন, 'তুমি ভীষণ বোকার মত কথা বলছ ডিস্যুজা। তোমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলেছিল তুমি বাড়ি ফেরোনি তখনো।'

'আপনি তাকে সেকথা একবারও জিজ্ঞাসা করেন নি।'

'আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম'।

'কক্ষনো না। এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হবার জন্য ওকে টেলিফোন করেছিলাম কিছুক্ষণ আগে।' ডরিস একই কথা বলল। আপনি ওকে একবারও জিজ্ঞাসা করেন নি আমার কথা। আপনি জানতেন আমি তখনো বাড়ি ফিরিনি।'

সুব্রামানিযাম ইন্সপেক্টর ব্রিজমোহনের দিকে ফিরে বললেন. 'আপনি কার কথা বিশ্বাস করবেন এখন?'

ইন্সপেক্টর বলল, 'প্রফেসর ডিস্যুজা। আপনার স্যার ঠিক বলেছেন। আইন এই প্রমাণের উপর নির্ভর করে ওঁকে শাস্তি দেবেন না।'

ডিস্যুজা বললেন, 'কিন্তু আমি ত সবকিছু জলের মত পরিষ্কার

করে আপনার সামনে তুলে ধরছি।,

'এতে খুব একটা কাজ হবে না। আমিও এক্ষুনি ঘটনা সাজিয়ে দেখিয়ে দিতে পারি আপনি খুন করেছেন অথবা এই মেয়েটি খুন করেছে। সেটা কোন কাজের কথা নয়।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

'আমি একটা এমন কোন প্রমাণ চাই যা একেবারে সলিড। যার ভেতরে কোন ফুটো নেই, ফাটা নেই। অক্সিজেন সিলিণ্ডারের মত।' এই বলে ব্রিজমোহন অক্সিজেন সিলিণ্ডারটার গায়ে চাপড় মারলেন একটা।

'আরে আরে এ কি করছেন! শেষ হয়ে যাবেন যে।' বলে ছুটে এলেন সুব্রামানিয়াম।

ব্রিজমোহন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার বলুন ত? এই সিলিণ্ডারটার কোন গোলমাল আছে কি?' এই প্রশ্নটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সুব্রামানিয়ামের মুখের চেহারাটা পাল্টে গেল। তাঁর মুখটা এখন মরার মত শাদা দেখাচ্ছে।

ব্রিজমোহন আবার জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি করে জানলেন সিলিণ্ডারে গোলমাল আছে?'

নিনা চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ। আপনিই ওকে মেরেছেন। আপনি। আপনি ছাড়া আর কেউ নয়।' এই বলে সুব্রামানিয়ামের দিকে এগোতে থাকল নিনা। ডিসুজা এগিয়ে এসে ধরে ফেললেন নিনাকে।

হঠাৎ যেন সব কেমন নিঝুম নিস্তব্ধ হয়ে গেল। নিনার এই ল্যাবে কেউ যেন আর জীবিত নেই। কয়েকটা প্রেতাত্মা যেন এই প্রায় অন্ধকার ল্যাবোরেটরিতে চুপ করে বসে আছে। এমনভাবে কতক্ষণ কেটেছে কে জানে। ডিসুজার মনে হল প্রায় একযুগ পরে ব্রিজমোহনের গলার স্বর শুনতে পেলেন।

ব্রিজমোহন বলে উঠল, 'প্রফেসর সুব্রামানিয়াম, আপনি ফিরোজের কাকা ফারুককে চিনতেন

'একথা জিজ্ঞাসা করলেন কেন ?' কাঁপা কাঁপা গলায় সুব্রামানিয়াম বললেন।

'আমার কথার সোজাসুজি জবাব দিন।'

'ফারুকের কেমিক্যালসের ব্যবসা ছিল সেই সূত্রেই আলাপ ওর সঙ্গে।'

'আপনার এই বিরাট প্রোজেক্টের টাকা কোথা থেকে আসবে ?'

'তাতে আপনার কি দরকার ?'

'দরকার আছে। অনেক কষ্টে ফারুকের কাছ থেকে এ প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি। ফারুকই এই টাকাটা দিচ্ছে আপনাকে। কথাটা কি সত্যি ?'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন সুব্রামানিয়াম। তারপর আর কোন উপায় নেই দেখে বললেন, 'হ্যাঁ। ফারুকই টাকা দেবে বলেছে।'

'কিন্তু আর একটা কথা আপনি বললেন না। সেটা হচ্ছে এই যে ফিরোজের সম্পত্তি না পেলে ফারুক এ টাকাটা দিত না। সেই জন্যেই ফিরোজকে সরানোর প্রয়োজন হয়েছিল। তাই না ?'

সুব্রামানিয়াম নিশ্চুপ।

'কিন্তু একটা কথা আমি একটু আগেও বুঝতে পারছিলাম না। নিনাকে আপনি মারতে চাইছেন কেন ? সেটাও অবশ্য জলের মত পরিষ্কার এখন। ফারুক এবং আপনি মাত্র দুদিন আগে জানতে পেরেছেন নিনাই ফিরোজের সব সম্পত্তির মালিক হবে, তাই নিনাকেও সরানো দরকার হয়ে পড়েছিল। আর একটা খবর আপনাকে দেওয়া দরকার। ফারুক এখন থানায়। আপনাকেও সেখানেই যেতে হবে। আমি শুধু ভাবছি আপনার মত একজন সায়েন্টিস্ট···একজন স্কলার··· কি করে এভাবে প্ল্যান করে একটা নাতির বয়সী ছেলেকে মারতে পারে ? আমি পুলিশ হয়েও ত একথা ভাবতে পারি না···।'

ব্রিজমোহন আর কোন কথা খুঁজে পাচ্ছে না যেন। প্রফেসর ডিসুজা তখনো নিনার হাত ধরে রয়েছেন। নিনার চোখে জল।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে নিনা।

সুব্রামানিয়াম হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। উনি ফিসফিস করে বললেন, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন, ফিরোজকে আমিই মেরেছি। নিনাকেও মারতে চেয়েছিলাম। আমার এতদিনের স্বপ্ন ওরা ভেঙে গুড়িয়ে ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছিল। ওদের পৃথিবী থেকে তাই সরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম।'

বৃদ্ধ সুব্রামানিয়াম এতক্ষণ ব্রিজমোহনের দিকে তাকিয়ে কথা বলছিলেন। এবার ডিস্যুজার দিকে চোখ ফেরালেন। ডিস্যুজার দিকে আগুন ঝরানো দৃষ্টি হানলেন কিছুক্ষণ। তারপর প্রায় স্বগতোক্তির মত বললেন, 'আর সুযোগ বুঝে এই অপদার্থটাকেও নিশ্চিহ্ন করে ফেলতাম। বিজ্ঞান জগতের এই কলঙ্ক অসহ্য হয়ে উঠেছিল আমার কাছে। কিন্তু পারলাম না। আমি হেরে গেছি। আই অ্যাম লস্ট। আই অ্যাম লস্ট ফর এভার।'

হতাশ হয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন বৃদ্ধ সুব্রামানিয়াম

সমাপ্ত